



সংশয় নিরাসন

كشف الشبهات সংশয় নিরাসন

সরকারি সালাফি

"সরকারি সালাফি" - এটি একটি পরিভাষা। যাতে সহজেই তাদেরকে চেনা যায়। আমাদের দেশে কিছু আলেম, দাঈ রয়েছেন যারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস/সালাফি বলে দাবী করে থাকেন। তারা নিজেদের আস সালাফ আস সালেহীন, শায়খ আল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ এবং তার ছাত্রগণ, এবং উলামায়ে নাজদের অনুসারী বলে দাবি করেন। নিজেদের দাবি করেন সত্যিকারের তাওহীদের বাহক বলে।

তারা দাবী করেন তারা কুর'আন-হাদিস কঠোরভাবে অনুসরণ করেন। ইসলামের প্রথম তিন যুগ (সাহাবি, তাবিঈ ও তাবি তাবিঈন) তথা সালাফ আস সালেহিনদের তারা অনুসরণ করে থাকেন দ্বীনের সকল বিষয়ে। তারা মুখে তাওহিদের বিশুদ্ধতার উপর এবং তা শেখার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেন ...তারা দাবী করেন উনাদের আকিদা সবার থেকে সহিহ।

কিন্তু তাদের দাবির সাথে তাঁদের কর্মের সামঞ্জস্য খুঁজতে গেলে অবাক হতে হয়। ধাক্কা খেতে হয়। দেখা যায় তারা তাওহিদকে তাত্ত্বিকতার মাঝে বন্দী করেছেন। তারা তাওহিদকে কিতাবের পৃষ্ঠাসমূহ এবং মাসজিদে চৌকাঠে বন্দী করেছেন। তারা তাওহিদের কিছু অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু কিছু অংশ ভুলে গেছেন। তারা সালাফ আস সালেহিন, শায়খ আল ইসলাম, শায়খ আল নাজদীদের শিক্ষার কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাকি অংশকে বিকৃত করেছেন।

সালাফি দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য "কুফর বিত তাগুত ওয়াল ঈমান বিল্লাহ"। সালাফ আস সালেহিন থেকে শুরু করে শায়খ আল ইসলাম এবং তার ছাত্রবৃন্দ এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব সহ অন্যান্য নাজদী উলামা, এ দুটি বিষয়কে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

অথচ, সরকারি সালাফিদের কারিকুলামে তাগুতের অর্থ মূর্তি, পীর, যার অন্ধ অনুসরণ করা হয়, কিংবা উপাস্য কোন জন্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইবন আল কাইয়িম তাগুতের যে শ্রেণীবিভাগ দিয়েছেন, শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহাব তাগুতের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সাথে আধুনিক এসব সরকারি সালাফিদের অবস্থানের আকাশ পাতাল তফাৎ।

শায়খ আল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ, আল্লাম হাফেয ইবন কাসিরের মতো মুওয়াহিদিন স্রোতের বিপরীতে গিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিলেন, তাদের কুফরকে স্পষ্ট করেছিলেন। আর সরকারী সালাফিরা বর্তমানের তাতারদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সালাফ আস সালেহিন শাসকদের দরবারে যাওয়া তাদের মুখাপেক্ষী হওয়াকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। সরকারি সালাফিরা শাসকদের মন রক্ষা করা, শাসকদের মুখাপেক্ষী হওয়াকে তাদের মিল্লাত বানিয়ে নিয়েছে।

তাওহিদের এই দাওয়াতের অগ্রপথিক, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ), আব্দুর রহমান বিন হাসান (রহঃ), হামদ বিন আতিক (রহঃ), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতিফ (রহঃ) দের আকিদার সুস্পষ্ট পরিপন্থী আকিদা অন্তরে লালন করা সত্ত্বেও এরা নিজেদের সালাফের পথের সেই দাওয়াহ'র দাঈ হিসেবে নিজেদের দাবী করে থাকে... নিজেদের সহিহ আকিদার দাবীদার আখ্যায়িত করে থাকে... যা বুলিসর্বস্ব বাগাড়ম্বর বৈ কিছুই নয়। (আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় চাই)

মূলত, তাকলিদ বা অন্ধ অনুসরণের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তোলা এ লোকগুলোই আরবের কিছু নির্দিষ্ট আলেম এর অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। (তাও আকিদার ক্ষেত্রে!)

ঐসকল 'আলেম' যা বলেন এরাও হুবহু তাই আউড়াতে থাকে। এর পেছনে উনাদের মূল যুক্তি "তারা কি কম বোঝে?"... দুঃখজনক হলেও সত্য, এটাই তাদের সবচেয়ে বড় (ক্ষেত্রবিশেষে একমাত্র) দলীল যে, "সৌদি আরবের এত বড় আলেমরা কি কম বোঝে?"

অথচ, সৌদি আরবে রাফেজি শিয়া, বেরলভি, কাদিয়ানি এমনকি আমেরিকান খ্রিস্টানরাও বসবাস করে... এছাড়াও, আরবের অধিকাংশ আলেমের অবস্থান এসকল সরকারি সালাফিদের অবস্থান সমর্থন করে না। এমনকি এসব সরকারি সালাফিরা যাদের অনুসরণ করে তাদের মতও এরা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে নিজেদের সুবিধার্থে কাজে না লাগলে। ইনশা'আল্লাহ এ ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব তাই আর আগাছি না।

যাই হোক, সৌদি আরবের আলেম অধিক জানে এটা কখনো দলীল হতে পারে না। আমরা আশা করব তারা এমন অদ্ভুত, অভিনব যুক্তির অবতারণা করা থেকে বিরত থাকবে।

আমরা তাদের অনুসারী ও সত্যানুসন্ধানী ভাইদেরকে তাই বলব, "আপনারা যখন দলিল-প্রমাণাদি নিয়ে আসবেন তখন কুর'আন-সুন্নাহ ও এর আলোকে ফিকহের প্রতিষ্ঠিত মত সামনে নিয়ে আসবেন" - তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।

এদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে দুটি বিভ্রান্ত ফিরকার আকিদা...

শাখাগত মাস'আলার ক্ষেত্রে সুন্নাহ'র বিভিন্নতার উপর এরা আরোপ করেছে কঠোরতা, পান থেকে চুন খসলেই কুফর ও ইলহাদের হুকুম পর্যন্ত লাগিয়ে দেয়া হয়; ওয়াজিবুল ক্বতল বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। যা কি না খাওয়ারিজদের বাড়াবাড়ির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ!

অপরদিকে, কুফরে আকবারে নিপতিত ব্যক্তিদের এরা মুসলিম হিসেবে ঘোষণা করে। স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের কুফর তাদের কাছে অদৃশ্য; এ প্রসঙ্গে এরা ঈমানকে আমল থেকে আলাদা করে বলে থাকে, কুফরে পতিত এসব ব্যক্তি অন্তর থেকে কুফর না করলে তাকফির করা যাবে না। এমন আকিদা মুরজিয়াদের আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ!

ফিকহি মাস'আলার ক্ষেত্রে তাকলিদকে এরা হারাম, বিদ'আত - ক্ষেত্রবিশেষে শিরকও বলে থাকে অথচ তাওহিদের ক্ষেত্রে, আকিদার ক্ষেত্রে জনৈক আলেম কী বলেছেন, সৌদি আরবের আলেমরা (তাও তাদের পছন্দসই) কী বুঝেছেন এসব বৈ কিছুই পেশ করেনা - এ এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফিরকা!

সালাফদের অন্তর্ভুক্ত মুজতাহিদিনে কেবলমাত্র এরা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে কুর'আন-হাদিসের কথা বলে, অথচ বিংশ শতাব্দীর গুটি কয়েক খালাফ আলেমদের মতামতের বিরুদ্ধে কেউ কুর'আন-সুন্নাহ ও সালাফদের ক্বওল নিয়ে আসলে তারা আখ্যায়িত করে বিদ'আতি, আলেমদের অবমাননাকারী হিসেবে!

কি ভয়ংকর দ্বিমুখীচারিতা!

عن أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِاللَّيْنِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللَّيْنِ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الشُّكْرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّيَ يَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ يَخْتَرُّونَ فَبِي حَلَفْتُ لَا أَبْعَثَنَّ عَلَى أَوْلَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"শেষ যামানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে

ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে।

তারা জনগণের সামনে ভেড়ার চামড়ার মত কোমল পোশাক পরবে।

তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি;

কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র।

আল্লাহ তা'আলা তাদের বলবেনঃ

তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে?

আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব,

যা তাদের খুবই সহনশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে।"

(তিরমিজি, হাদিস নং - ২৪০৪, ৫/৬৩।)

المحدث ابن حجر العسقلاني خلاصة حكم المحدث حسن في تخريج مشكاة المصابيح

(ইমাম ইবনে হাজার (রহ)র তাহকিক মতে হাসান)

প্রধানত, এদের বিভ্রান্তিগুলোর মধ্যে যে মতবাদটি সর্বাধিক গুরুতর সেটি হচ্ছে #ইরজা। তথা, ঈমানকে আমল থেকে পৃথক করে ফেলা।

এটা প্রতীয়মান হয়, "কুফরে আকবরে আপতিত ব্যক্তিদের মুসলিম মনে করা"র মাধ্যমে। এবং আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য আইন দ্বারা শাসন করা এবং আইন প্রণয়ন করাকে নিছক গুনাহ বলে মনে করার মাধ্যমে।

শায়খ সুলাইমান বিন নাসির আল উলওয়ান (ফা আ) বলেন,

"(আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের" - ৫ঃ৪৪) সেই হিসাবে আমরা বলতে চাই- আল্লাহর আইন ছেড়ে দেয়ার কুফর, (নিজের মতো) আইন প্রণয়নের কুফর এবং সেই আইন দিয়ে শাসন করার কুফর- তারা (যেসব শাসক এরূপ করছে) তিন ধরনের কাজ করছে যা তাদেরকে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত করে।

সুতরাং যারা বলে- এরূপ শাসকেরা তো অবিশ্বাস করেনা, যদি না তারা পরিপূর্ণ ভাবে বর্জন করে (যেটির সাথে অন্তরের বর্জনও সম্পর্কিত) তারা ঘুলাত আল জাহমীয়াহ মাহযাবের অংশ বা মুরজিয়া।"

এছাড়াও, তাঁদের অন্যান্য আরো অনেক বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি আছে, যার মধ্যে কিছু অন্যগুলোর তুলনায় আলোচিত হবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য।

একারণে তাদের প্রধান প্রধান বিভ্রান্তিগুলোই কেবল আমরা আলোচনা করব ইনশা'আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তা যথেষ্ট হবে আশা রাখি।

সর্বপ্রথম আমরা তাদের যে সংশয়ের ব্যাপারে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে (যা মুরজিয়াদের আকিদার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ) -



প্রথম সংশয়ঃ

"আল্লাহ'র আইন বাতিলকারী শাসকেরা কাফের নয় যেহেতু তারা বাহ্যিকভাবে নিজেদের মুসলিম দাবী করে" - এই বিভ্রান্তির নিরসন -

*প্রথমত, এটি যে তাদের আকিদার অংশ, এসম্পর্কে প্রমাণ পেশ করা হবে তাদের শীর্ষস্থানীয় দাঈ মাঃ এনামুল হক, তাদের আলেম মুজাফফর বিন মহসিন, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এর বয়ান থেকে। এবং মুজাফফর বিন মহসিনের লিখিত কিতাব "ভ্রান্তির বেড়াজালে ইকামাতে দ্বীন", আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের লিখিত কিতাব "কে বড় লাভবান" থেকে উদ্ধৃতি পেশ করার মাধ্যমে।

এছাড়াও, রয়েছেন তাদের সমগোত্রীয় আরও কিছু আলেম যারা শাসকদের আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহ দেন আকঠ কুফরে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও, যা পরিষ্কারভাবেই সালাফ আস সালাহিনের ইজমা পরিপন্থী একটি বিষয়! লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

*দ্বিতীয়ত, তাদের সৃষ্ট এই ইরজাঘস্ত সংশয় নিরসনে আমরা ৫ পর্বে ৫টি ভিডিও বের করব ইনশা'আল্লাহ (প্রতিটি ভিডিও হবে অনধিক ১০মিনিট)...

প্রকৃতপক্ষে একটি ভিডিওই যদিও যথেষ্ট হবার কথা তবু আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কামনায় এবং মুসলমান ভাই-বোনদের মাসলাহাতের বিষয়টি সামনে রেখে, এদেশের কয়েকজন প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সহায়তায় যথাসম্ভব সরলভাবে বিষয়টির পক্ষে প্রমাণাদি পেশ করব। আল্লাহ তা'আলা সহায় হোন...

আমাদের আলোচনা ঐ শাসকদেরকে নিয়ে, যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের অকাট্য বিধানাবলীকে রহিত করে। হারামগুলোকে বৈধতা প্রদান করে বা আবশ্যকীয় ঘোষণা করে। এমন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনায়কদেরকে নিয়ে নয়, যে রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়াত পরিপূর্ণ বলবৎ আছে। কোন অলংঘনীয় ফরজকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। দেয়া হয়নি কোন হারামকে বৈধতা।

তবে রাষ্ট্রের শাসক বা বিচারকরা ব্যক্তিগতভাবে কখনো কখনো বিধান প্রয়োগে শিথিলতা প্রদর্শন করে শর'য়ী আইন প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে। তা হতে পারে ঘুষ, আত্মীয়তা, বা স্বেচ্ছাচারীতার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে। যে সমস্ত শাসকদের ব্যাপারে সালাফগণ বলেছেন, ও এদের উপরন্তু কাজ ছোট কুফর বলে পরিগণিত হবে ফলে তারা কাফের হবে না।

মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণ, মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত জঘন্যতম অপরাধ সালাফগণের সময় বিদ্যমান ছিল না। তখন খুব বেশী হলে যা ঘটত তা হলো, বিচারকগণ প্রবৃত্তির তাড়নায় শর'য়ী বিধান প্রয়োগে শিথিলতা প্রদর্শন করতো। এ কারণে সালাফগণ তাদেরকে জঘন্য অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। তাদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ প্রদান করতেন। তবে তাদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকতেন।

শাসকদের দরবারে ঘোরাফেরাকারী সুযোগ সন্ধানী কিছু ব্যক্তি এর থেকেই নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকূলে দলিল পেয়ে যায়। বলতে থাকে, যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না তাদেরকে সালাফগণ কাফের বলেনি। তাই তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা সঠিক নয়।

অথচ তারা ভুলে যায় উভয় শ্রেণীর মধ্যকার বিস্তার ব্যবধান। তারা বুঝতে পারে না যে, নিষিদ্ধ করা ও প্রয়োগে শিথিলতা এক ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ইসলামি আইনকে সামগ্রিক ভাবে রহিত করা আর কোন একজন বিচারক ব্যক্তিস্বার্থে বিচার কার্যে ত্রুটি করার মধ্যকার বিশাল এই পার্থক্য - তাকে কে বোঝাবে?

স্বরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত নিকৃষ্টতম কাজ ইসলামের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শুধু একবারই ঘটেছিল, তাতারদের সময়কালে। তাতাররা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। বরং কুরআনের সাথে সাথে তাওরাত ও ইঞ্জিল থেকে কিছু কিছু বিধান নিয়ে ও নিজেদের চিন্তা প্রসূত কিছু বিধান মিলিয়ে একত্র করে একটি সংবিধান রচনা করে। যার নাম দেয় ইয়াসিক। আর এই সংবিধান দ্বারা তারা বিচার ফয়সালা করতে থাকে। ফলে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) সহ অন্যান্য আলেমগণ উপরোক্ত কাজের কারণে তাদেরকে মুরতাদ বলে ফতওয়া প্রদান করেন। (যা ইনশাআল্লাহ সামনে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে)।

ইসলামের ইতিহাসে সেই প্রথম আর খেলাফতে উসমানিয়া পতনের পর থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই আপদ মুসলমানদের মাথার উপর চেপে আছে। আর উভয় সময়কারই যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন।

তাই উপরোক্ত বিষয়ে সংশয় সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। যেমনিভাবে মাগরীবের নামাজ নিজে আদায় না করা আর নামাজকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা বা তিন রাকাত নামাজকে দুই রাকাত বা চার রাকাত করে আদায় করতে বাধ্য করা এক ব্যাপার নয়।

তেমনি ভাবে হুদুদ, কেসাস, পর্দা, মিরাহ ও জিহাদ সহ অন্যান্য বিধান নিজে পালন না করা বা এ সকল বিধান প্রয়োগে শিথিলতা করা, আর রাষ্ট্রীয়ভাবে এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা, লক্ষ-কোটি জনতাকে সে আইন মানতে বাধ্য করা, না মানলে শাস্তি প্রদান করাও এক ব্যাপার নয়। তাই সাবধান! আমরা যেন উপরোক্ত বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে না ফেলি।

উক্ত সংশয়ে নিরসনে প্রকাশিতব্য #পাঁচটি ভিডিও'র বিষয়বস্তু - "মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান শাসকরা কি মুসলিম?" আলোচনা করা হবে -

#ক) আরবের সালাফি উলামায়ে কেরামদের বক্তব্যের আলোকে* (প্রকাশিত হয়েছে -

<https://www.facebook.com/ClarificationOfTheDoubts/videos/1819938434893198/>)

#খ) মুফাসসিরিনদের বক্তব্যের আলোকে (তথা কুরআনের আয়াতের সঠিক ব্যখ্যার আলোকে)

#গ) সুন্নাহ'র আলোকে

#ঘ) উম্মতের ফুকাহাগণের বক্তব্যের আলোকে

#ঙ) ইসলামের ইতিহাসের আলোকে



*(সবার আগে সালাফি উলামায়ে কেরামদের বক্তব্যের আলোকে আলোচনার কারণ হচ্ছে, সরকারি সালাফিরা মুখে যা ই বলুক - তারা শারিয়াহ'র প্রাইমারি সোর্স হিসেবে ধরে থাকে আরবের সালাফি আলেমদের মতকে..)

(উক্ত সংশয় নিরসনে ৫টি ভিডিও পর্যায়ক্রমে বের হবে ইনশা'আল্লাহ)

ইনশা'আল্লাহ এ সংশয়টির ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ স্থাপন করার পর পরবর্তীতে, আমরা তাদের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন সংশয়ের উত্তর সংক্ষেপে, কিন্তু টু দা পয়েন্ট উপস্থাপন করার চেষ্টা করব...

আমরা তাদের থেকে আশা করব, ইলমি আলোচনা ক্ষেত্রে উনারাও যেন দলীলভিত্তিক কথা বলেন উত্তেজনা ও অহংকারকে পাশে রেখে। কেননা তা গোমরাহির দিকে আরও ধাবিত করবে (আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই)।

আশা করি, ধৈর্যের সাথে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনেরা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং এর দ্বারা সত্যানুসন্ধানী মুখলিস ভাই-বোনেরা উপকৃত হবেন। আমরা মনে করি না যারা এ নিজেদের সালাফি বা আহলে হাদিস বলেন তাঁদের সকলেই এ সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন।

#দ্রষ্টব্য, সরকারি সালাফিদের আক্রমণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আহলে হাদিস দা'ঈ, সমন্বয়ক মোঃ এনামুল হক বলেন, "কোনো আলেমের মত দ্বারা যদি কারো বিপথগামী হওয়ার সুযোগ থাকে তখন সেই আলেমের মতের সমালোচনা ওয়াজিব।" - (৩/৮/১৩ তারিখে দেয়া বক্তব্য)

আমরা তাদের হিদায়াত কামনা করি।

আল্লাহ তা'আলা তাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ'র আকিদার উপর চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করুন, কথা এবং কাজে ইখলাস দান করুন। আমিন।

ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামিন।

শীঘ্রই আসছে! ২য় ভিডিও!

=====

আলহামদুলিল্লাহ, ইতিপূর্বে আমরা আরবের শীর্ষস্থানীয় সালাফি আলেমদের বক্তব্যের আলোকে সরকারি সালাফি 'আলেম'/'দাঈ' কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের অসারতা আলোচনা করেছি...

দীর্ঘ এক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পরও সরকারি সালাফিদের থেকে কোনো একাডেমিক আলোচনা কিংবা প্রত্যুত্তর পাইনি... কমেণ্টেও না, মেসেজ না। যদিও ভিডিওটি প্রায় ১২০০ বার দেখা হয়েছে। এবং রিচ হয়েছে ৪১০০ জনের কাছে। (এখন পর্যন্ত, ফেইসবুকের ডেটা অনুযায়ী)। তাদের গ্রুপগুলোতে ভিডিওটি পোস্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল। অজ্ঞাত কারণে "সহিহ দলীলের অনুসারী" এডমিনরা পোস্টটি এপ্রভ করেনি।

১ম ভিডিওঃ

(<https://www.facebook.com/ClarificationOfTheDoubts/videos/1819938434893198/>)

যাই হোক!

ইনশা'আল্লাহ তাদের এই ইরজাগস্ত আকিদার উপর আমরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২য় ভিডিও প্রকাশ করতে যাচ্ছি অচিরেই...

যেমনটা আমরা বলেছিলাম যে, প্রথম ভিডিও বের হবে "আরব সালাফি আলেমদের বক্তব্যের আলোকে" যেহেতু তারা আরবের সালাফি আলেমদের সবার উপর স্থান দিয়ে থাকে। এবং আমরা জানিয়েছিলাম, সরকারি সালাফিদের সৃষ্ট সংশয় ("আল্লাহ'র আইন রহিতকারী শাসকেরা কাফের নয়") আজ যুবকদের বিশুদ্ধ তাওহিদের সরল পথ থেকে নিয়ে যাচ্ছে ইরজার ভ্রষ্টতার দিকে। তাদের এই দাবীর পক্ষে আছে কেবল তাদের মনগড়া বক্তব্যসমূহ...

সাধারণ মানুষের সল্লাজ্ঞানের সুযোগ নিয়ে সোৎসাহে ইরজার ব্যাধি দ্বারা মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাসকে করে তুলছে কলুষিত। এর বিপরীতে দ্বিতীয় ভিডিও শীঘ্রই বের হচ্ছে ইনশা'আল্লাহ।

দ্বিতীয় ভিডিওতে সরকারি সালাফিদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডিত করা হবে কুর'আনের আয়াতসমূহের আলোকে...

কুর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ'র যে সকল মুফাসসিরিনদের বক্তব্য উল্লেখ করা হবে (ইনশা'আল্লাহ),

ক) রঈসুল মুফাসসিরিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

খ) সাহিবুস সির হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু

গ) ইমামুত তাফসির আল্লামা তবারি রহঃ

ঘ) ইমাম ইবনে কাসির রহঃ

ঙ) ইমাম আবু বকর জাসসাস রহঃ

চ) আল্লামা শানকিতি রহঃ

ছ) আল্লামা সাদি রহঃ



পৃথিবীর বুকে এমন কোনো সুন্নি আলেম নেই- যারা উপরোক্ত ব্যক্তিদের দ্বীনের বুঝ, জ্ঞানের গভীরতা এবং গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবেন। বিশেষ করে, দুজন সাহাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন) এর ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই আসে না। ভিডিওটি যথাসম্ভব নাতিদীর্ঘ রাখার চেষ্টা হয়েছে...

ইনশা'আল্লাহ ভিডিওটি দেখার সরকারি সালাফিদের ভ্রান্ত আকিদার ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানেরা সচেতন হবেন। এবং, বাস্তবিকভাবেই বোঝা যাবে কতটুকু কুর'আন-হাদিসের অনুসরণ সরকারি সালাফিরা করে থাকে!

ইনশা'আল্লাহ আমাদের মুসলমান ভাই-বোনেরা ২য় ভিডিওটি দেখার পর আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, "ব্রিটিশ আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করার মাধ্যমে নামধারী 'মুসলিম' শাসকেরা, আল্লাহ তা'আলার সিফাত (গুণ) "আল-হাকিম" এর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করেছে।

অর্থাৎ এসকল শাসকেরা নিজেদের "গাইরুল্লাহ/তাগুত" (আল্লাহ'র পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়) এ পরিণত করেছে।"

.

.

আল্লাহ তা'আলা আমাদের কথা ও কাজে ইখলাস দান করুন। আমিন।

.

.

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা সরকারি সালাফিদের ইরজা, ভ্রষ্টতা ও পরাজিত মানসিকতা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আমিন।

সরকারি সালাফিদের পরিচয়ঃ <https://justpaste.it/SorkariSalafi>

#সরকারি_সালাফি #শাসকের_গোলাম #সংশয়_নিরসন #নব্য_মুরজিয়া

দ্বিতীয় সংশয়ঃ

"মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান শাসকরা কি মুসলিম?" - কিতাবুল্লাহ'র আলোকে!

সরকারি সালাফিদের ইরজাখস্তু আকিদার খন্ডনে আমাদের দ্বিতীয় ভিডিও।

প্রমাণ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে কুর'আনুল কারিমের ছয়টি আয়াত।

আয়াতের ব্যাখ্যায় পেশ করা হয়েছে -

ক) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস (সুন্নাহ'র আলোকে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পর্বে ইনশা'আল্লাহ)

খ) সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাডিঃ)'র বক্তব্য

গ) সাহাবি হুজাইফা (রাডিঃ)'র বক্তব্য

ঘ) ইমাম তবারি (রহ)'র বক্তব্য

ঙ) ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ)'র বক্তব্য

চ) ইমাম ইবনে কাসির (রহঃ)'র বক্তব্য

ছ) ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহঃ)'র বক্তব্য

জ) আল্লামা শানকিতি (রহঃ)'র বক্তব্য

... বিস্তারিত জানতে পুরোটা দেখুন!

ভিডিও সময়কালঃ ১১মিনিট ৪৫সেকেন্ড

#Youtube এ ভিডিওটি দেখুন: <https://youtu.be/uvVwHcj1lC8>

*প্রথম ভিডিওটি ও এই সিরিজের পরবর্তী ভিডিওগুলো “হে মুসলিম সমাজ, ফিতনা থেকে সতর্ক হয়েছেন তো?” পেজ ও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন ইনশা'আল্লাহ।

#আরও_বিস্তারিত

"কেন বাংলাদেশসহ অন্যান্য মানবরচিত আইন দ্বারা দেশ পরিচালনাকারী শাসকগোষ্ঠী কাফির" - বিস্তারিত জানতে শাইখুল হাদিস আবু ইমরানের বয়ানটি শুনুনঃ <http://bit.ly/2g8sO5P>

#Youtube_Channel:<https://www.youtube.com/channel/UCXmGXjCzlqWEmzalnYk4pPg>

#সংশয়_নিরসন #সরকারি_সালাফি #ইমাম_হুসাইন #ডক্টর_সাইফুল্লাহ #তাওহিদ

#ClarificationOfTheDoubts

তৃতীয় সংশয়ঃ

বর্তমান যুগের মুরতাদ শাসকদের ব্যাপারে সরকারি সালাফি / আহলে হাদিস সম্প্রদায় কি শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রঃ) এর অনুসরণ করেন? নাকি কোন মনগড়া ইরজায়ি আক্বিদা পোষণ করেন?

চলুন, শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব এর বক্তব্য জেনে আমরা যাচাই করে নেই।

و قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بتي عبيد القداح: (... فإبهم بطهروا على رأس المائة والثالثة، فادعى عبيد الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة، ويرى بري الطاعة والجهاد في سبيل الله، فتبعه أقوام من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده، يم ملكوا مصر والشام وأطهروا بسرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أطهروا أشياء من اليرك ومخالفة البيوع، وظهر مبهم ما يدل على نفايهم، فأجمع أهل العلم على أبهم كفار وأن دارهم دار حرب، مع إظهارهم شعائر الإسلام وسرائعهم (...)

الدرر السنية في الاجوبة النجدية
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد الوهاب

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রাহিমাল্লাহু) বনী আবীদুল কাদাহ প্রসঙ্গে বলেনঃ

“তেরশত হিজরী শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে তাদের আবির্ভাব হয়। আবদুল্লাহ নিজেই ফাতেমা (রাদিঃ) এর বংশে আলী (রাদিঃ) এর বংশধর হিসেবে দাবী করত। সে আনুগত্য ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর বেশ-ভূষা ধারণ করে। ফলে মরক্কোবাসীদের কিছু সম্প্রদায় তার অনুসরণ করতে শুরু করে। এবং মরক্কোতে তার এক বিশাল রাষ্ট্র উঠে। তার পরবর্তী প্রজন্মও এটা অব্যাহত থাকে। অতঃপর মিশর ও শাম অঞ্চল তাদের দখলে আসে। তখন তারা সেখানে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। জুমুআ এবং জামাআতে সালাত চালু করেন। কাযী (বিচারক) ও মুফতীদেরকে নিয়োগ দেন। কিন্তু এর সাথে তাদের কতিপয় শিরক ও শরীয়ত বিরোধী বিষয়ও প্রকাশ পায়। তখন তাদের থেকে তাদের নেফাক (কপটতা) প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তখন আলেমরা ইজমা বা ঐক্যমত পোষণ করে ফত্বাওয়া প্রদান করেন এই বলে যে, তারা কাফের এবং ইসলামের শা'রায়ের (ইসলামের প্রতীক) ও ইসলামী বিধানাবলী প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও তাদের রাষ্ট্র “দারুল হারব”।

সূত্রঃ

১। আদ-দুরারুস সানিয়াহ ফি আজবিবাতিন নাজদিয়াহ- ৯/৩৯০।

২। মুখতাসার সীরাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ১/৫১, মুরতাদ হত্যা অধ্যায়।

#আরও_বিস্তারিত

"কেন বাংলাদেশসহ অন্যান্য মানবরচিত আইন দ্বারা দেশ পরিচালনাকারী শাসকগোষ্ঠী কাফির" - বিস্তারিত জানতে শাইখুল হাদিস আবু ইমরানের বয়ানটি শুনুনঃ <http://bit.ly/2g8sO5P>

সরকারি সালাফি আলেমদের সকল সংশয়ের জবাব একত্রে...

আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, মুজাফফর বিন মহসিন, সাইফুল্লাহ মাদানি, মতিউর রহমান মাদানি, আমানুল্লাহ মাদানি, আসাদুল্লাহ গালিব প্রমুখ বিক্রীত "সরকারি সালাফি" দের উত্থাপিত খোড়া ও ভজ্জুর যুক্তিসমূহের খন্ডনে বিশদ আলোচনা করেছেন মুহতারাম শায়খ আবু ইয়াহিয়া আহমাদ নাবিল হাফিজাহুল্লাহ!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর অটল রাখুন। কিবলার ইহুদি মুরজিয়াদের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

ডাউনলোড করুন/ শুনুন - <http://bit.ly/2e0SfEX>

অবশ্যপাঠ্য বই - “খাওয়ারীজ ও জিহাদ” ।

এ বিষয়টি “আইএস”- নামক দ্রাস্ত দলটির কারনে ঘটেছে এমনও না। বরং এই টেভেসিটা অর্থাৎ জিহাদের ব্যাপারে আহবান করা, জিহাদ করা, জিহাদের কথা বলা মানেই কেউ খারেজি এই টেভেসিটা “আইএস”-এর জন্মের প্রায় ৩০ বছর আগে থেকেই চলে আসছে।

মুসলিমদের উপর জোর করে নিজদের চাপিয়ে দেওয়া, ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সাহায্য করা, আল্লাহর শরীয়াহকে বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দিয়ে শাসন করা, মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর অনুগত কিছু আলিম নামের জালিম সর্বপ্রথম এই প্রবনতা ব্যাপকভাবে চালু করেন। কালে কালে তাদের সাথে যোগ দেয়, মর্ডানিস্ট, মডারেট, সুফি, রাফিদা এমনকি ক্বাদিয়ানিরাও। এবং বর্তমানে ব্যাপকভাবে এই ধারণা অনেকের মাঝেই প্রচলিত হয়ে পড়েছে যে জিহাদ আর খারেজি যেন সমার্থক !

অথচ এদের কাউকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন, খারেজি বলতে আসলে কি বোঝায়, তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি? আম বৈশিষ্ট্য কি? বর্তমানে সময়ে কাদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় - তাহলে তাদের অধিকাংশই সঠিক উত্তর দিতে পারবে না।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের রচিত “ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ” - বইটিতেও মুজাহিদিনের সাথে খারেজিদের কথা উল্লেখ করে অনেক ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা ও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে - কিন্তু দলিল-নুসুস এবং যাদেরকে তারা খারেজি বলেছেন তাদের বক্তব্য ও আমলকে দলিল-নুসুসের আলোকে বিশ্লেষণ করার মতো ইনসাফটুকু আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর করেন নি। বরং তিনি তার বইয়ে সৌদি-সালাফি কিংবা পশ্চিমা মডারেট-মর্ডানিস্টদের সেই একই দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেছেন। যেকারণে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বই আর পশ্চিমা মডারেট ইয়াসির ক্বাদির লেকচারে মৌলিকভাবে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না।

এ ধরনের বই, বক্তব্য পড়া ও শোনার পর যে কারো মনে প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক - আসলে কি পৃথিবীতে এই মূহুর্তে কোন মুজাহিদিন নেই? আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত কোন মুজাহিদ কি আজ আর নেই? যারা জিহাদ করছে সবাই কি খারেজি? তাহলে কি দুনিয়াতে এই মূহুর্তে কোন হক্ক জিহাদ নেই? যদি তাই হয় তাহলে হাদিসে যে কিতালরত জামাতের কথা বলে হয়েছে তারা কারা? আর নবী সাঃ যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলবে বলেছেন সেই জিহাদ কোথায়?

এধরনের শায়খ আর “স্ফলার”-দের বক্তব্য আপনার মনে প্রশ্নের উদ্বেক করবে ঠিকই কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারবে না। কিন্তু ইনশা-আল্লাহ এমন একটি বই আপনার সামনে আজ তুলে ধরছি যে বই আপনাকে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। হ্যা এ পৃথিবীতে খারেজি আছে। হ্যা এ পৃথিবীতে মুরজিয়া আছে, আর হ্যা এই পৃথিবীতে হক্ক মুজাহিদ জামাতও আছে, যারা চরমপন্থা ও শিথিলতা বাদ দিয়ে সরল পথের পর জিহাদ করে। আর এই প্রতিটির চিন্তাধারা, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য আপনার কাছে ইনশা-আল্লাহ পরিষ্কার হয়ে যাবে এই বইটি পড়ার পর।

শায়খ আবু হামযা আল-মাসরি ফাকাল্লাহু আশরাহ তার স্বভাবসুলভ সুক্ষদর্শী বিশ্লেষণী মেজাজে দলিল-নুসুস এবং ইতিহাসের আলোকে এই কিতাবে জিহাদের ব্যাপারে খারেজি, মুরজিয়া এবং আহলুস সুন্নাহর অবস্থানের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তিনি যুক্তিখন্ড করেছেন খারেজিদের, এবং নিজেদের সালাফি

দাবি করা মুরজিয়াদের। আর তিনি এমন দুটি বিষয় এ কিতাবে এনেছেন যা এ সম্পর্কিত অন্যান্য অধিকাংশ আলোচনায় অনুপস্থিত।

যার প্রথমটি হল ইনসাফ। তিনি যখন একটি দলের ব্যাপারে কথা বলেছেন তখন তাদের বক্তব্য ও আমলকে দলিল-নুসুসের আলোকে বিশ্লেষণ করেই তা বলেছেন। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের মতো এক দলের বক্তব্য তুলে ধরে সেই বক্তব্যের আলোকে সম্পূর্ণ আলাদা আরেকদলকে বিচার করেন নি। ইয়াসির ক্বাদির মতো আবেগকে ব্যবহার করে শ্রোতার চিন্তাকে প্রভাবিত করেন নি।

আর দ্বিতীয়টি হল বাস্তব অভিজ্ঞতা। শায়খ আবু হামযা আল-মাসরি তার এই কিতাব রচনা করেছেন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে। নিছক তত্ত্বগত আলোচনার ছলে না। তার এ লেখায় মিশেল ঘটেছে নুসুস সম্পর্কে জ্ঞান এবং বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান - এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের। আর তাই এ বইকে দান করেছে এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি।

জিহাদ সম্পর্কে আগ্রহী, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী, বাতিল ফিরকাদের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক হতে চাওয়া, এবং চিন্তাশীল প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এই বইটি অবশ্য পাঠ্য।

বইটি ডাউনলোড করুন, পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে দিন।

খাওয়ারীজ এবং জিহাদ - শায়খ আবু হামযা আল-মাসরি
ডাউনলোড লিঙ্ক : <http://docdro.id/cfRp0xP>

চতুর্থ সংশয়ঃ

সূরা আলে ইমরানের ১৬৭ নং আয়াতের আলোকে আহলে হাদিস (সরকারি সালাফি) 'আলেম' আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের একটি আশ্চর্য বক্তব্য/ফতোয়ার পর্যালোচনা!

অদ্ভুত বিদ'আতি বক্তব্যের মাধ্যমে অদৃশ্য অজুহাত সৃষ্টির মাধ্যমে...

...কারা মুসলিম যুবকদের নপুংসক বানিয়ে রাখতে দায়ী মূলত?

...কারা ভেতর থেকে এই উম্মতের প্রাণশক্তি শুষে নিচ্ছে?

...কারা এই উম্মতকে নখদর্পহীন বানিয়ে রাখার পেছনে দায়ী?

...কারা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অসহায় আত্মসমর্পণে বাধ্য করছে?

কারা!!??

(কুরআন তিলাওয়াত - ক্বারি আবদুল্লাহ আলি জাবের)

ইউটিউবে দেখুনঃ <https://www.youtube.com/watch?v=XcnarVShq28>

মুসলিমরা সবসময়ই সংখ্যায় ছিল কম। বদর, উহুদ, মুতা, তাবুক, খন্দক, ইয়ারমুক, কাদেসিয়া, হিভিন, আইনে জালুত - কোনো যুদ্ধেই মুসলিমদের সংখ্যা কাফিরদের সঙ্খ্যার 'সমতুল্য' ছিল না!!!

আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল বলেন,

"যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, 'কত সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে।' আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল বাক্বারাহঃ ২৪৯)

(আশ্চর্য ভিডিও আরও আসছে ইনশা'আল্লাহ)

#আশ্চর্য

#সরকারি_সালাফি #আব্দুর_রাজ্জাক_বিন_ইউসুফ

-২:২২

পৃথিবীর সব থেকে বেশি আলেম যে দেশের জেলে বন্দী, তা হচ্ছে সৌদি আরব। কথাটা কতটুকু সত্যি একমাত্র আল্লাহ তা'লা ভালো জানেন।

তবে ইসলামিক হিউম্যান রাইটস কমিশনের মতে সৌদির জেলে প্রায় ৩০,০০০ এর চেয়েও বেশি পলিটিকাল প্রিজনার আছে।

একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের জেলে প্রায় ৩৫৯ জন আলেম রয়েছেন। আসুন সেই সব আলেমদের মধ্য থেকে কয়েক জন সমক্ষে কিছু জেনে নেই-

১। **শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান :** তিনি শাইখ হাম্মাদ আল আনসারী থেকে ১২টি হাদিস বই পড়াবার ইজাযাহ পান। সৌদি শাসক তাকে মুক্তির জন্য দুইটি শর্ত দেয়-

ক) তাকে সৌদি শাসকদের বৈধ মুসলিম শাসক হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে।

খ) সৌদি বিচারালয় ইসলামি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং সৌদি রাজবংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে ঘোষণা দেয়া।

তাদের প্রস্তাবের জবাবে তিনি বলেন, "আমাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেললেও আমি তা বলবোনা।"

২। **শাইখ নাসির আল ফাহাদ :** শাইখ নাসির আল ফাহাদের বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাই, ইবনে মাজা, দারেমি এবং মুয়াত্তা সহ ৯ টি হাদিসের বই মুখস্থ আছে। সম্ভবত তিনিই পৃথিবীতে একমাত্র আলেম যার এত গুলো হাদিসের বই মুখস্থ। তিনি মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকিদা বিভাগের ডিন ছিলেন। এছাড়াও তার ২০ টি আকিদাহ ও ফিকহের বই মুখস্থ।

উনি একবার বলেছিলেন,

“আজকের জামানার ইবনে তাইমিয়ারা কোথায়, তারা হচ্ছেন জেলে”।

৩। **শাইখ আলী ইবনে খুদাইর :** সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে সৌদি রাজবংশের সীমাহীন দুর্নীতি, জুলুম এবং অনৈসলামিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তিনিই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন। পরিণাম?? ১৩ বছর ধরে সৌদি কারাগারে বন্দি আছেন। তাছাড়া তাকে তার সকল ফতওয়া তোলে নিতে বাধ্য করা হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল হকপন্থিরা কোথায়?? এর জবাবে তিনি বলেন,

"হকপন্থী ব্যক্তির আছেন যুদ্ধের ময়দানে, কারাগারে অথবা মাটির নিচে"।

আল্লাহ তালা এই তিনজন সহ বাকি আলেমদের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। আমীন।

#এছাড়াও, এবছরের শুরুতে ৪০ এর অধিক আলেমকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন -

শায়খ ফারিস আয-যাহরানি রহঃ ..

শায়খ ফারিস আহমাদ জামান আল-শুহাইল আয-যাহরানি। কুনিয়া আবু জান্দাল আল আযদি। জন্ম ১৩৯৭ হিজরি (১৯৭৭ ইং)। জন্মস্থান যাহরানের ভূমির আল-জাওফা গ্রামে।

শায়খ ফারিস আয-যাহরানির পড়াশুনার প্রথম পাঠ সম্পন্ন হয় গ্রামের স্কুলে। হাই স্কুলে পড়ার সময় শায়খ কুরআন হিফয করেন এবং হিফযের উপর ইজাযাহ লাভ করেন। হাইস্কুল শেষ হবার সাথে সাথেই শায়খ ফারিস ভর্তি হন মদিনার উলুম আল-কুরআন কলেজে। কিন্তু এক সেমিস্টার শেষ করেই তিনি ভর্তি হন

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসময়ে তিনি সাহিহ আল বুখারি ও সাহিহ মুসলিম মুখস্থ করেন। ২০০০ সালে তিনি কিং খালিদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলরস ডিগ্রি পাবার পর তিনি আবহা শহরে কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এটা ২০০০ এর প্রথম দশকের প্রথম দিকের কথা।

শায়খ ফারিসের মুখস্ত করা কিতাবসমূহের মধ্যে আছে আরবি ব্যাকরণের উপর ইবন মালিকের আলফিয়া, এবং ইবন মালিকের আফফা'আল ফি আস'সারফ এর লাম্মিয়াহ। তিনি আরো মুখস্থ করেন আল সুয়ুতির মানদুমাহ। ২০০৪ সালে শায়খকে গ্রেফতার করা হয়।

জেলে থাকা অবস্থায় শায়খ মুখস্থ করেন ইবনুল কায়্যিমের নুনি'য়া। শায়খের মা বলেছেন, ফারিস ওর সেলে বসে প্রতি তিন দিনে একবার করে কুরআন খতম করেন। শায়খের সেলের দেয়ালে লেখা ছিলঃ এই সেলে বসে আমি ১৫ বার বুখারি ও মুসলিম স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেছি। ফারিস আশ-শুহাইল আয-যাহরানি।

শায়খ সুলাইমান আল 'উলওয়ান বলেন, শায়খ ফারিসের রয়েছে ধারালো স্মৃতি, এবং তিনি যাহরানের পর্বতসমূহের মধ্য থেকে একটি পর্বত।

সৌদির একটি শহরের মেয়রের অফিসের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমেরিকার জুতার সোল হচ্ছে সৌদি শাসকেরা এবং সৌদি শাসকদের জুতার সোল হচ্ছে সৌদির আজ্জাবহ আলেমরা। (যেমন- বর্তমান গ্র্যাণ্ড মুফতি, সালিহ আল ফাওজান, রাবি আল মাদখালি, দাম্মাম ইসলামি সেন্টারের কিছু আলেম, মতিউর রহমান মাদানি, আব্দুল্লাহিল কাফি, কাজি ইব্রাহিম, আবদুল্লাহ শাহেদ মাদানি প্রমুখ) ...

এসকল আলেমরা সৌদি কর্তৃক মুসলিম হত্যায় সমর্থন যোগায় (যেমন- ইয়েমেন সৌদি হাজার পাচেক সুন্নি হত্যা করেছে, সিরিয়াতেও (আই এস বা হুসি শিয়াদের নয়))...

এদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া জরুরী!

#সূত্রঃ

১. Article "Saudi Arabia's Political Prisoners by Islamic human right commission".

২. প্রাচীর।

৩. শাইখ আহমেদ মুসা জিবরীলের হাফিঃ এর লেকচার।

শীঘ্রই আসছে - "সৌদি সরকারের ব্যাপারে শারিয়াহ'র রায়" !

#সৌদি #সরকারি_সালাফি #আমেরিকা

কথা দিয়েছিলাম শীর্ষ স্থানীয় আহলে হাদিস আলেম মতিউর রহমান মাদানীর দ্বিমুখীতা প্রমানসহ তুলে ধরবো। কিছুটা সময় লাগলেও আলগাচাহর ইচ্ছায় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহ চাইলে পৌনে ৫ মিনিটের এই ভিডিওটি হয়তো অনেক ভাইকে, বিশেষ করে আহলে হাদিস ভাইদেরকে তাদের তাওহিদের শুদ্ধতার ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা করতে অনুপ্রানিত করবে।

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হল এদেশীয় আহলে হাদিস আলেমগণ সহিহ আক্বিদা এবং সর্বদা কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের দাবি করলেও, এবং এই দাবির ভিত্তিতে অপরের সমালোচনা করলেও তাদের নিজেদের কথায় ও কাজে অদ্ভুত বৈপরীত্য।

মুখে শিরক-কুফর-বিদআতের ব্যাপারে বিরোধিতার দাবি করলেও সবচেয়ে বড় পর্যায়ের শিরকের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে দেখা যায় আপোষকামীতা। যে আহলে হাদিস আলেমগণ বিশুদ্ধ তাওহিদের শিক্ষা দেওয়ার দাবি করেন তারাই এমন শিক্ষা দেন যাতে তাওহিদের স্পষ্ট বিরোধিতা হয়।

সহিহ আক্বিদা ও সহিহ ইসলাম চর্চার দাবিদারেরা যাদেরকে তাগুত বলে আখ্যায়িত করেন, সেই তাগুতের আনুগত্য করাকেই আবার ফরয বলে ফতোয়া দেন - ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

আর সর্বদা কুরআন-হাদিসের দলিলের অনুসরণের দাবি করলেও এই প্রশ্নে যখন তাদের প্রশ্ন করা হয়, তাদের বৈপরীত্যের ব্যাপারে তাদের প্রশ্ন করা হয় তখন তারা দলিলের বদলে বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্যকে শরীয়তের দলিল হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। অমুক শায়খ এই বলেছেন - বলে আমাদের তাকুলিদ করতে বলেন। অথচ তারাই দ্বীনের হুকুম-আহকামের বিষয়ে, ফুরুগী বিষয়ে মাযহাবের ইমামদের তাকুলিদের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাগুতের আনুগত্যের ব্যাপারে- তাওহিদের রোকনের লঙ্ঘনের ব্যাপারে অমুক-তমুক শায়খের তাকুলিদ করতে বলেন।

আর যদি আপনি এই আপত্তি তোলেন তাহলে অপবাদ, লেবেলবাজির পথ বেছে নেন। আর তাই বোধ হয় তাদের অন্ধ অনুসারী ভাইরাও শর'য়ী আলোচনায় একটি দলিল উপস্থাপন না করতে পারলেও দশটি গালি অবলীলায় দিয়ে ফেলেন।

আসুন দেখা যাক শায়খ মতিউর রহমান মাদানীর এমনই স্ববিরোধীতা ও বৈপরীত্যের বাস্তব চিত্র।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ উলামায়ে সু-র ব্যাপারে বলেন -

তারা যখনই কথার মাধ্যমে লোকেদের ডেকে বলে এদিকে আসো, তখনই তাদের কাজ বলে, "তাদের কথা শুনিও না।"

তারা যেসব কথা বলে তা যদি সত্যিকার অর্থেই বলতো তাহলে তারাই সর্বপ্রথম সে কাজ পালনে অগ্রগামী হতো।" [আল ফাওয়ায়েদ]

অর্থাৎ উলামায়ে সু-র বৈশিষ্ট্য হল তাদের কথা ও কাজে বৈপরীত্য থাকে। তারা যা শেখায় তা করে না। তারা যা শেখে তা বাস্তবায়ন করে না। তারা যা আবশ্যিক বলে তা পালন করে না, যা বর্জনীয় বলে তা বর্জন করে না। আর এ মুনাফিকদেরও বৈশিষ্ট্য।

আসুন ইমাম ইবনুল কাইয়িমের মাপকাঠিতে মতিউর রহমান মাদানীর কথাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

ইউটিউব লিঙ্কঃ <https://www.youtube.com/watch?v=KrpSr60xLOs>

#সৌদি #সরকারি_সালাফি #আমেরিকা

দুই পবিত্র মসজিদের ভূখন্ডের প্রতি প্রতিটি মুসলিমের ভেতরে সহজাত ভালোবাসা কাজ করে। কারন এই ভূমি আমাদের নবী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতিবিজরিত ভূমি। এই ভূমি ওহী নাযিলের ভূমি। এই ভূমি সাহাবায়ে কেরাম রাডিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের ভূমি। এই ভূমি থেকেই আল্লাহর ইচ্ছায় রাহমাতুললিল আলামিনের শিক্ষা ছড়িয়েছে সারা পৃথিবিতে।

কিন্তু অনেকেই তাওহিদের এই ভূমির প্রতি মুসলিমদের ভালোবাসার অপব্যবহার করে এই ভালোবাসাকে যুক্ত করতে চান একটি নির্দিষ্ট শাসকগোষ্ঠীর প্রতি। আল সাউদ নামের এই বংশের আনুগত্য করা, তাদের অন্ধ অনুসরণ করা, তাদেরকে ইসলামের সেবক মনে করা, তাদেরকে মুসলিমদের নেতা মনে করাকেই অনেকে ঈমান ও সহিহ আক্বিদার মানদণ্ড বানিয়ে নেন।

আমাদের দেশে যারা আহলে হাদিস বা সালাফি নামধারী তাদের অধিকাংশের মাঝেই এই প্রবণতা দেখা যায়। তারা ঈমান ও আক্বিদার বিশুদ্ধতাকে একটি নির্দিষ্ট বংশের আনুগত্যের সাথে সংযুক্ত করতে চান। এমনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারেগ আলেককে ফেইসবুকে প্রকাশ্যে লেখতে দেখা যায় -

সৌদি রাজবংশের বিরোধিতা যে করে তার ঈমান আক্বিদাতে সমস্যা আছে,

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যদি আল-সৌদ বংশের কর্মকাণ্ডের নির্মোহ বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে আমরা এক ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। আর তখনই সর্বদা দলিল-আদিলা, কুরআন-হাদিসের অনুসরণ করতে বলা আহলে হাদিস ও সালাফি দাবিদার শায়খগণ ও তাদের অনুসারীগণ কেন এই বিশেষ ক্ষেত্রে এসে দলিল পেছনে ছুরে ফেলেন আর অন্ধ তাক্বলিদ করেন?

আল-সৌদ রাজবংশের বাস্তবতার ব্যাপারে বিলাদুল হারামাইনের নাগরিক “ডঃ সাদ আল-ফকিহ” এর এক মিনিটের একটি বক্তব্য।

ইউটিউব লিঙ্কঃ <https://www.youtube.com/watch?v=oLLtyZD6oUk>

#সৌদি #সরকারি_সালাফি #আমেরিকা

#সংশয়_নিরসন (সকল পোস্ট একত্রে)

(নিয়মিত এই পোস্ট চেক করুন অথবা এই লিঙ্ক নিয়মিত ভিজিট করুন/ বুকমার্ক করে রাখুনঃ - <https://justpaste.it/ClarificationOfTheDoubts>)

#ভিজিটঃ <https://medium.com/@clarification>

#পড়ার_জন্যঃ

- ১) সরকারি সালাফিদের পরিচয়ঃ <http://bit.ly/2grPXI2>
- ২) সরকারি সালাফিরা কি শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব রহঃ'র আকিদা পোষণ করে নাকি মনগড়া ইরজায়ি আকিদা পোষণ করে? - <http://bit.ly/2fegzc7>
- ৩) আমেরিকার দালাল সৌদি সরকারের বাস্তবতা - <http://bit.ly/2feeBIM>
- ৪) সরকারি সালাফিঃ ইরজার ফিতনা - <http://bit.ly/2fZkbtM>
- ৫) জিহাদের ঘোষণা দিবে মুসলিম শাসক? <http://bit.ly/2gPRDoc>
- ৬) সরকারি সালাফিদের প্রতি বার্তা - <http://bit.ly/2h5Uie2>

#দেখার_জন্যঃ

- ১) সরকারি সালাফিদের ইরজাগ্রস্ত আকিদার খন্ডনঃ মানবরচিত আইন দ্বারা শাসনকারী শাসকেরা মুসলিম না কাফের? (৫ পর্ব)
(ক) আরব সালাফি আলেমদের বক্তব্যের আলোকে - <http://bit.ly/2grMfrE>
(খ) কুর'আনের আলোকে - <http://bit.ly/2fux2Ux>
(গ) সুন্নাহ'র আলোকে - (আসছে শীঘ্রই)
(ঘ) ফিকহের ইমামদের বক্তব্যের আলোকে - (আসছে শীঘ্রই)
(ঙ) ইতিহাসের আলোকে - (আসছে শীঘ্রই)
- ২) আল্লাহর আইন দিয়ে শাসনের আবশ্যিকতা - শায়খ সুলাইমান আল উলওয়ান <http://bit.ly/2gmFD1t>
- ৩) আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের একটি আশ্চর্য বক্তব্য/ফতোয়া - <http://bit.ly/2gmbHxq>
- ৪) ইসলামের শত্রু সৌদি আরব - ডক্টর সাদ আল ফকিহ - <http://bit.ly/2fuyOoL>
- ৫) মতিউর রহমান মাদানিঃ ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহঃ'র মাপকাঠিতে - <http://bit.ly/2grStl6>
- ৬) আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ কি সালাফি আলেমদের চেয়ে বেশী জানে? <http://bit.ly/2fMb42Z>
- ৭) কাজি ইব্রাহিমঃ রাসুলল্লাহ (সাঃ) এর হাদিসের আলোকে - <http://bit.ly/2fZtV7E>
- ৮) মুজাফফর বিন মহসিনের বিষাক্ত আকিদা - <http://bit.ly/2h5RcXJ>

#শোনার_জন্যঃ

- ১) সরকারি সালাফিদের দ্বারা উত্থাপিত "জিহাদের শর্ত ও প্রকারভেদ" সংক্রান্ত অদ্ভুত বিদ'আতি বক্তব্যের খন্ডন - শায়খ আহমাদ নাবিল হাফিজাহুল্লাহ। <http://bit.ly/2fXMigF>
- ২) মানবরচিত আইন দ্বারা শাসনকারী শাসকেরা কাফের কেন? - <http://bit.ly/2fxcs9m>
- ৩) দ্বীন প্রতিষ্ঠায় করণীয় - <http://bit.ly/2fxes1D>
- ৪) ইসলাম এবং গণতন্ত্র - হাফেজ আবু তাসমিয়া (দাঃ বাঃ)। <http://bit.ly/2gmh5k9>
(...আপডেট হবে ইনশা'আল্লাহ)

পিস টিভির আলোচক সাইফুদ্দিন বেলাল, আরবের প্রখ্যাত ফকিহ শায়খ মুহাম্মাদ আত তুয়াইজিরিও
কি খারেজি? তাকফিরি? ফিতনাবাজ?

কোন যুক্তিতে এই শাসক মুসলিম?

জালিম মুসলিম শাসকের আনুগত্য সংক্রান্ত হাদিসগুলো কাফের শাসকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে উম্মতকে
ঈমানের নামে কুফুরির দিকে ডাকা হবে আর কতদিন?????

সরকারি সালাফিদের কাছে প্রশ্ন রইলো... যদিও এখনো অন্ধ অনুসারীদের 'সহিহ' গালিগালাজ ব্যাতিত
কোনো সাড়া মেলেনি...

#সরকারি_সালাফি

যুগে যুগে এ বিষয়টি ঘটেছে। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই সিলসিলা জারি আছে। যখনই সত্যকে সমর্থন করা বিপদজনক হয়ে পরে তখনই সত্যের পক্ষাবলম্বনকারীদের সংখ্যা কমতে থাকে। আর এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ঘটে আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রে। যখনি এই দুটি বিষয়ের অবতারণা ঘটে তখনই আপাতভাবে সত্যের পক্ষাবলম্বনকারী হিসেবে পরিচিত অনেকেই পিঠটান দেয়, আর তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আবদূর রাজ্জাক বিন ইউসুফের এই বক্তব্য।

কি ন্যাক্কারজনকভাবে তিনি এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন যাকে সারা পৃথিবী চেনে এবং তাকে সবচেয়ে ভালো ভাবে চেনে ঐ শাসকগোষ্ঠী যাদেরকে আব্দুল রাজ্জাক বিন ইউসুফের মতো দেশীয় আহলে হাদিস আলিমরা "ওয়ালিউল আমর" বলে দাবি করে।

শায়খ উসামার পিতা মুহাম্মাদ বিন আওদাহ বিন লাদিন ছিলেন একজন ইয়েমেনী যিনি হিজাযে (যাকে সাউদী আরব বলা হয়) এসে একজন দিনমজুর হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৩০ সালে শুরু করেন নিজের কোম্পানি। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একসময় তিনি পরিণত আরবের সবচেয়ে বড় বিয়নেস টাইকুনে। আরবের সবচেয়ে বড় কনস্ট্রাকশন কোম্পানী ছিল তার। এবং সাউদী আরবে তেল পাবার আগে মুহাম্মাদ বিন লাদেনের সম্পদের পরিমান ছিল সাউদী রাজ পরিবারের চেয়েও বেশি।

মুহাম্মাদ বিন লাদেনের সোভাগ্য হয়েছিল মাসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ), মাসজিদ আন-নাওয়াউয়ী, এবং বাইতিল মাকদিসে আল-আকুসা, এ তিন পবিত্র স্থানের তিন পবিত্র মাসজিদের সংস্কার ও নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণের। এর মাঝে মাসজিদ আল হারামের সংস্কারের সময়, সাউদী রাজবংশের কাছে পর্যাপ্ত পরিমান টাকা না থাকায় মুহাম্মাদ বিন লাদেন নিজ খরচে কাজ চালিয়ে যান। কাজের সুবাদে প্রায়ই মুহাম্মাদ বিন লাদেন একইদিনে মক্কা-মদীনা ও জেরুসালেমের পবিত্র মাসজিদে নামায আদায় করতেন। মুহাম্মাদ বিন লাদেন ছিলেন বাদশাহ ফায়সালের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। মুহাম্মাদ বিন লাদেন মারা যাবার পর বাদশাহ ফায়সাল প্রকাশ্যে আক্ষেপ করেছিলেন।

আরব জুড়ে বিন লাদেন কোম্পানী বানানো রাস্তা-প্রাসাদ, অটালিকা, স্কাইস্কেপার, এয়ারপোর্ট, পাওয়ার প্ল্যান্ট, হাসপাতাল ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শায়খ উসামা বিন লাদেন এ পরিবারের সন্তান। সাউদী রাজ পরিবার আরবে সকল সম্ভ্রান্ত পরিবার, ব্যবসায়ী এবং উলামা ছোটকাল থেকেই শায়খ উসামা বিন লাদেনকে চেনেন।

শায়খ উসামা যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে शामिल হন তখনো তার বয়স তিরিশ ছোয়নি। প্রথম দিকে শায়খের ভূমিকা ছিল মুজাহিদিনের জন্য অর্থ সংগ্রহের। শায়খ নিজে মিলিয়ন মিলিয়ন রিয়াল জিহাদের জন্য দান করার পাশাপাশি আরব ঘুরে ঘুরে সম্ভ্রান্ত পরিবার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মুজাহিদিনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। পরবর্তীতে আফগানিস্থানের যুদ্ধের ময়দানেও তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন। শুধুমাত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য তিনি ধন-সম্পদ আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে আফগানিস্থানের পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। আর এ আত্মত্যাগের মাধ্যমেই আরবের ঘরে ঘরে তিনি একজন বীর মুজাহিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

শায়খ উসামা একজন মুজাহিদ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন আরব শায়খদের কাছে। এমনকি যখন তিনি অনেক বিষয়ে অনেকে তার সাথে মতপার্থক্য করেছে তখনো কেউ তার ব্যাপারে এ কথা বলেননি যে তিনি এজেন্ট বা অজ্ঞাত পরিচয় কোন চর। শায়খ উসামা পরিচিত ছিলেন পাকিস্থানের উলামাগণের কাছে। মাওলানা মাসউদ আযহার, হাফিয সাইদ, মুফতি নিয়ামুদ্দীন শামযায়ীসহ আফগানিস্থানের ও পাকিস্থানের

অনেক প্রসিদ্ধ আলেম ও নেতার কাছে শায়খ উসামা পরিচিত ছিলেন। যখন শায়খ উসামা সুদানে ছিলেন তিনি সুদানের উন্নয়নের জন্য খরচ করেছিলেন ১৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি।

অথচ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এই মানুষটিকে নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে প্রশ্ন তুলছে, "কে উসামা?"

বরং এই প্রশ্ন অধিকতর সংজ্ঞাত যে একজন মহান মুজাহিদের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার ব্যাপারে আব্দুর রাজ্জাক কে? সে কে? আর সে কোথা থেকেই বা এলো? আর কেনোই বা সে এমন একজন মানুষকে নিয়ে প্রশ্ন তুলছে? কোন স্বার্থে?

ইউটিউব লিঙ্কঃ <https://www.youtube.com/watch?v=njF55CbtqLg>

#সৌদি #সরকারি_সালাফি #আমেরিকা

সরকারি সালাফিরা ছড়াচ্ছে ইরজার ফিতনা!! যা পঞ্জু করে ফেলছে এই উম্মতকে!

এরা সুস্পষ্ট কুফরকে ঈমান প্রমাণ করতে চায়...

মুরতাদ গাদ্দাফি, জয়নুল আবেদিন, বেন আলি, হুসনি মুবারক প্রশাসন, এমনকি লেবাননের খ্রিস্টান শাসকও- সরকারি সালাফিদের মতে উলিল আমর!! মুরজিয়া সালাফিদের মতে এসকল কাফেরদের আনুগত্য ওয়াজিব!!

অথচ কাফির কখনোই মুসলিমদের উলিল আমর হতে পারে না।

এদেশে আহলে হাদিস নামধারী ফিরকাটি জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণাপূর্ণ দলীলের মাধ্যমে এমন জঘন্য আকিদা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে...

ইবনে আসাকির এর বর্ণনা আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে এসেছে যেখানে নজর বিন সামিল (রঃ) খলিফা আল মামুনের কাছে হাজির হবার পর, খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন,

ما الارجاء ؟ فقلت دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم

‘ইরজা কি? আমি বললামঃ এটা এমন দ্বীন যা শাসকদের জন্য উপযোগী, তারা এর মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন করে কিন্তু তাদের দ্বীন হারিয়ে ফেলে তিনি তখন বললেন, তুমি সত্য বলেছো।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৩০৩)

তাই শাসকদের মন চাহি দ্বীনের প্রকাশ করা আদি ও নব্য মুরজিয়াদের বৈশিষ্ট্য...

আর তাদের নব-উদ্ভাবিত মিথ্যাচারের একটি হচ্ছে - "জিহাদের (ইকদামি ও দিফায়ি) জন্য রাষ্ট্রপ্রধান জরুরী!" অথচ, ইসলামের ইতিহাসে একটি মাত্র ফিরকাই এমন কথা বলেছে এবং বলে যাচ্ছে! এরাই হচ্ছে #সরকারি_সালাফি!

আর একথা তো পরিষ্কার কোনো কাফের রাষ্ট্রপ্রধান কখনোই উম্মতের মুসলিমদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিবে না। (এ ব্যাপারে আমাদের ভিডিও আসছে ইনশা-আল্লাহ)

এই সকল আলেমরা শাসকদের মনোতুষ্টির জন্যই ইরজায়ি আকিদা ছড়িয়ে যাচ্ছে... পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্র মুসলিমরা পরাজিত, মুসলিম ভাই-বোনেরা হচ্ছে নির্যাতিত। অথচ, এই মুরজিয়া সালাফিরা নিজেরা ঘরে বসে থাকে এবং যারা সাহায্য করতে বের হতে চায় তাদেরকেও বসিয়ে রাখে... আর এজন্য তারা ব্যবহার করে ইরজার আকিদা ও উপরোক্ত ভ্রান্ত বক্তব্য (আত্মরক্ষামূলক জিহাদের জন্যও রাষ্ট্রপ্রধান জরুরী)!

ইরাক-আফগানিস্তান-সিরিয়া-ইয়েমেনের মুসলিমদের নির্বিচারে নিহত হওয়াকে এরা কিছুই মনে করে না। মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্যে বের হওয়া তাদের মতে হারাম!

#সম্প্রতি, এদের সবচেয়ে জঘন্য অপরাধগুলোর একটি হচ্ছে, মায়ানমারে গণহারে নিহত ও ধর্ষিত হওয়া ভাই-বোনদের রক্ষা করতে যাওয়াও এদের মতে হারাম!

সন্ত্রাসী বৌদ্ধদের বিপরীতে আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তোলাকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছে আব্দুল হামিদ ফাইজি ও সাইফুল্লাহ মাদানি!!

এরা সিরিয়াতে নুসাইরি কাফিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে মুসলিম-মুসলিম যুদ্ধ বলে বেড়ায়। অথচ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ এর মতে নুসাইরি শিয়ারা জন্মগতভাবেই মুশরিক!!

এই সকল ইরজার ব্যাধিতে আক্রান্ত সরকারি সালাফিদের প্রতারণাপূর্ণ ফতোয়ার কারণে এবং কুর'আন-হাদিসের মনগড়া ব্যখ্যার দরুন গড়ে উঠতে এক অথর্ব মুসলিম প্রজন্ম যারা অপমানিত হওয়াকে নিজের হক বলে মনে করে!

মুরজিয়া সালাফিরা এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে চায়- যারা মুসলমান ভাই-বোনদের আত্মরক্ষা ও শারিয়াহ'র সমর্থনে জীবন উৎসর্গ করাকে মনে করে অনর্থক কাজ!!!!!!

তাই এদের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করা আমরা ওয়াজিব মনে করি!

তাই এদের নিকৃষ্ট রূপ সাধারণের কাছে উন্মুক্ত করার পর আমরা পরবর্তী ফিরকার ব্যাপারে ভিডিও এবং লেখা প্রকাশ করবি ইনশা-আল্লাহ!

#নব্যমুরজিয়া গোষ্ঠীর বাস্তবতা জানতে পড়ুনঃ

এরা আগের মুরজিয়াদের কথা জানে। তাই তারা চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। তারা মুখে দাবী করে যে, তারা ঈমানের ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ এর অনুসরণ করে। কিন্তু বাস্তবে তারাঃ

- আল্লাহ'র সাথে শিরক
- মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা
- আল্লাহ'র দেয়া শরীয়াতকে প্রতিস্থাপন (ইস্তেবদাল)
- আল্লাহ'র দীনকে পরিবর্তন
- সর্বসম্মত হারাম বিষয়কে হালাল করা
- আল্লাহ'র দীন নিয়ে হাসি-তামাশা করা
- আল্লাহ'র রাসুল (সাঃ)-কে গালি দেয়া

এ সকল ছরীহ (সুস্পষ্ট) কুফরী কাজকে তারা জুহুদ (অন্তরে অস্বীকার), ইস্তিহলাল (হালাল মনে করা) অথবা ইনক্বিয়াদ এসব শর্তের মাধ্যমে সীমিত করে দেয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) আস্ সারিমুল মাসলুলে এ ধরনের লোকদেরকে নব্য জ্বাহামিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।

وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن

لم يفتن به قول اللسان و لم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح -

এই রকম মুরজিয়াদের ভ্রান্ত সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেনঃ

وَهُوَ أَنَّ الْإِيمَانَ مُجَرَّدُ تَصَدِيقِ الْقَلْبِ وَلَوْ كَذَّبَ بِلِسَانِهِ وَسَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِلِسَانِهِ وَإِنَّ سَبَّ اللَّهَ وَرَسُولِهِ
إِنَّمَا هُوَ

كُفْرٌ فِي الظَّاهِرِ وَأَنَّ كُلَّمَا كَانَ كُفْرًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ
وَهَذَا أَصْلُ
فَاسِدٌ فِي الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ

‘(তাদের দাবী) এই যে, ঈমান হচ্ছে শুধুমাত্র অন্তরের সত্যায়ণ (তাসদীক) যদিও তারা মুখে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেয়। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে গালি দেয়া নিশ্চিতরূপে প্রকাশ্য (যাহের) কুফরী।

আর যখনই কোন বিষয় নিজেই একটা কুফরী হয়, তখন এর সাথে (এই কুফরীর ব্যাপারে) অন্তরের সত্যায়ণ এর কোন ব্যাপার নেই। এই ব্যাপারটি (প্রকাশ্য কুফরী কাজ করার পরেও অন্তরে ঈমান-তাসদীক থাকার ধারণা) শরীয়াগত ও যৌক্তিক দিক থেকে ভুল’।

বর্তমান যুগের মুরজিয়াদের কাছেঃ

- মানবরচিত আইন প্রণয়ন হচ্ছে বিচারকার্যের জুলুম করার সমান।
- শাসক কর্তৃক নাগরিকদের জন্য সুদকে বৈধ করে দেয়া হচ্ছে একজন পুরুষ দাড়ি সেইভ করার মতো।
- তাওহীদের দাওয়াতের কারণে কাউকে হত্যা হচ্ছে সাধারণ কোন হত্যার সমান।
- কাফিরদের সাথে আজীবনের শান্তি-চুক্তি হচ্ছে সন্ধি-চুক্তির মতো।
- গণতন্ত্রের কুফরীতে শরীক হওয়া গুনাহর কাজে মাসোয়ারা করার মতো গুনাহ।

উপরের সবগুলো কাজই হচ্ছে, কুফরীকে সাধারণ গুনাহ এর সামিল করে নেয়া। কারণ তাদের দৃষ্টিতে অন্তরে অস্বীকার না করলে কিংবা অন্তর থেকে হালাল মনে না করলে কুফর হয় না, অর্থাৎ ঈমান নষ্ট হয় না। কারণ তাদের মতে, ঈমান মূলতঃ অন্তরের সত্যায়ণ।

#ভিজিটঃ <https://medium.com/@clarification>

#সরকারি_সালাফি #মুরজিয়া

আল-সাউদ শাসকগোষ্ঠীর সমর্থকরা এবং আনুগত্যপন্থী “সালাফি” নামধারীরা তাদের গোন্ডফিশ মেমোরির জন্য বিখ্যাত। যখন প্রয়োজন হয় তখন অবলীলায় তারা বিভিন্ন তথ্য “ভুলে” যান।

ইয়েমেনে রাফিদা ইরান সমর্থিত হুসি শিয়াদের আন্দোলনের শুরুটা বেশ আছে। ৯০ এর দশকে তাদের উত্থান ঘটে। ২০০৪ থেকে ২০১১ এর মাঝে অত্যন্ত হুসিদের ব্যাপকভাবে উত্থানে ঘটে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আলি আব্দুল্লাহ সালেহের সমর্থনে এবং তার সমর্থনপুষ্ট হয়ে।

গোন্ড ফিশ মেমোরির আনুগত্যপন্থীরা “ভুলে” গিয়ে থাকতে পারেন, তাই মনে করিয়ে দেই এক সময় মুকবিল বিন হাদি আল ওয়াদিসহ দাম্মাজের “সালাফি”-রা এই মুকবিল বিন হাদির আনুগত্য করাকেই আবশ্যিক বলে ঘোষণা করেছিল। তাকে নিজেদের ভাই বলে সম্বোধন করেছিল। আল-সাউদ মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে এই সালেহকেই সমর্থন দিয়ে আসছিল।

সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হল যখন ২০১১ সালে হুসিরা দাম্মাজ অবরোধ করেছিল তখন এই আনুগত্যপন্থী মুরজিয়রাই, আলি আব্দুল্লাহ সালেহর নেতৃত্বে হুসিদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আহবান করেছিল। দশকের পর দশক ইরাক, আফগানিস্তান, শিশান, কাশ্মীরের মুজাহিদিনের বিরোধিতা করা এই সরকারি সালাফিরাই যখন নিজেদের উপর আক্রমণ আসলো তখন জিহাদের কথা বলা শুরু করলো।

অথচ মুজাহিদিন শুরু থেকেই ইরানি ইমামি রাফিদাদের নিয়ন্ত্রিত হুসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে আসছিল। কিন্তু অ্যামেরিকার স্বার্থ রক্ষায় আল-সাউদ কোন নির্লিপ্তভাবে সালেহকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল, এবং সুন্নিদের বিরুদ্ধে হুসিদের সীমালঙ্ঘন উপেক্ষা করছিল। কেবলমাত্র যখন তাদের নিজেদের স্বার্থের উপর আঘাত আসলো তখন আল-সাউদ গোষ্ঠী ইয়েমেনে সামরিক ভাবে প্রবেশ করলো।

পাইকারী ভাবে মানুষ হত্যা শুরু করলো। তাদের নির্বিচার বোমা হামলায় মারা গেল আহলুস সুন্নাহর নারী-শিশু ও পুরুষরা। এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা গেল। আর তখনই এক দল “আলিম” এগিয়ে এলো আল-সাউদের স্বার্থসিদ্ধির যুদ্ধকে জিহাদ আখ্যা দেবার জন্য। তারা সুন্নিদের প্রতি সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক এই রাজবংশকে সুন্নিদের সাহায্যকারী হিসেবে ঘোষণা দিতে শুরু করলো।

এই হল সেই একই আল-সাউদ রাজবংশ, যারা বছরে পর বছর সিরিয়াতে নুসাইরী মুশরিক ও ইরান সমর্থিত হিযবুশ-শাইতান এবং অন্যান্য রাফিদা কুকুরদের দ্বারা আহলুস সুন্নাহকে নির্যাতিত হতে দেখেছে, নির্লিপ্তভাবে। নুসাইরি মুশরিক আর রাফিদা কুকুরদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়ার বিন্দুমাত্র গরজ তারা করেনি।

কিন্তু যখনই জোরপূর্বক খিলাফতের দাবিদাররা আল-সাউদকে আক্রমণ করলো তখন আল-সাউদ সন্ত্রাসবিরোধী ঐক্যজোট বানাতে উঠেপড়ে লাগলো। এই রাজবংশ শুধু দুটো গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করে। তাদের নিজেদের এবং অ্যামেরিকার, যাকে তারা নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আর আহলে হাদিস, সালাফি নামধারী #সরকারি_সালাফিরা, উলামায়ে নাজদ এবং শায়খ আল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহর রাহিমাহুল্লাহ নাম ভাঙ্গিয়ে ছলে বলে কৌশলে এই আল-সাউদ বংশের দালালি এবং তাগুতের আনুগত্যের প্রতি মুসলিমদের আহবান করে। তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়ার আক্ফিদার নামে মুরজিয়াদের আক্ফিদা প্রচার করে। আর তাদের আল ওয়ালা ওয়াল বারা তারা নির্ধারণ করে আল-সাউদের ইশারা অনুযায়ী।

নিচের ভিডিওতে কাজী ইব্রাহিমের বক্তব্যে আনুগত্যপন্থী, ইরজাখস্থ #সরকারি_সালাফি -দের এই চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

ভিডিওটির ইউটিউব লিঙ্কঃ <https://www.youtube.com/watch?v=McDQzHMLwcQ>

আহলে হাদিস বলে যারা নিজেদের পরিচয় দেন সেই ভাইদের আমরা আহবান করি, আপনারা মুখে দলিল-আদিব্লার অনুসরণের কথা বলেন আর ব্যক্তি, দল বা কোন গোষ্ঠীর অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করার কথা বলেন। অতএব কুরআন ও হাদিসের মানদণ্ডে এই বক্তব্যগুলো ওজন করুন, আর দলিল-আদিব্লার অনুসরণ করুন। আর যদি আমাদের বক্তব্য সম্পর্কে আপত্তি থাকে তবে সে ব্যাপারেও দলিল উপস্থাপন করুন। কিন্তু অন্ধ অনুসারী মতো অসংলগ্ন কথা বলে থেকে বিরত থাকুন।

#সৌদি #সরকারি_সালাফি #আমেরিকা

“জিহাদের ঘোষণা দেবে মুসলিম শাসক”?

হে মুসলিম সমাজ, ফিতনা থেকে সতর্ক হয়েছেন তো ? •Sunday, 4 December 2016

সম্প্রতি ডঃ সাইফুল্লাহ মাদানির একটি বক্তব্যের ভিডিও লিঙ্ক আমাদের নজরে এসেছে। এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তার কাছে প্রশ্ন এসেছে, মাসলাহাতের কথা বলে কিছু আলেম উম্মাহকে জিহাদবিমুখ করে রাখছে এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য।

জবাবে ডঃ সাইফুল্লাহ মাদানি বলেছেনঃ

- ১) কোন আলেমের অধিকার নেই জিহাদ ঘোষণা করার
- ২) এবং জিহাদ ঘোষণার অধিকার শুধু মুসলিম শাসকের

ভিডিওটির লিঙ্কঃ <https://www.youtube.com/watch?v=l7ehipJkUYs>

ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং যে ডঃ সাইফুল্লাহ মাদানিকে আলেমদের জিহাদ ঘোষণার ব্যাপারে প্রশ্ন না করা হলেও তিনি জিহাদ ঘোষণার দিকে আলোচনা নিয়ে গেছেন। একই ধরনের কথা আরেক দেশীয় আহলে হাদিস ইমাম হোসাইন বলেছেন। তিনি বলেছেন - রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করলে জাহান্নামী, রাষ্ট্র ছাড়া কেউ জিহাদের ডাক দিলে সেখানে যাওয়া হারাম এবং মারা গেলে জাহান্নামী!!

লিঙ্কঃ <https://www.facebook.com/fazlay.rab...>

আরেকজন আহলে হাদিস আলেম শায়খ আব্দুল হামিদ ফাইযীও বলেছেন,

জিহাদ ঘোষণা করবে রাষ্ট্রপক্ষ, মানে রাষ্ট্রীয় পক্ষ, রাষ্ট্রনেতা জিহাদ ঘোষণা করবে।

লিঙ্কঃ <https://www.youtube.com/watch?v=vgJ...>

আলেমরা জিহাদ ঘোষণা করতে পারবে কি পারবে না এই আলোচনা যদি বাদও দেন তবুও আলেমগণ যে জিহাদ বাধ্যতামূলক হবার ব্যাপারে ফতোয়া দিতে পারেন এটা সর্বজনবিদিত। অনেক উদাহরণ আছে। দুটো বিখ্যাত উদাহরণ হল,

ক) তাতারদের বিরুদ্ধে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহর রাহিমাহুল্লাহ ফতোয়া যেখানে তিনি তাতারদের বিরুদ্ধে ক্বিতালকে ওয়াজিব বলেছেন।

খ) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভির রাহিমাহুল্লাহ ফতোয়া, যেখানে তিনি হিন্দুস্থানকে দারুল হারব ঘোষণা করেছেন।

সুতরাং আলেমরা যদি জিহাদের ব্যাপারে ঘোষণা নাও দেন তবুও নিশ্চয় আলেমরা শরীয়াতের আলোকে কখন জিহাদ ওয়াজিব হয় তা জানাতে পারেন। আর এ বিষয়টি নিয়েই ডঃ সাইফুল্লাহ মাদানিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কথাটা নিয়ে গেছেন আলেমরা ঘোষণা দিতে পারবেন কি না সেই দিকে।

তারপর ডঃ সাইফুল্লাহ মাদানি, আবদুল হামিদ ফাইযি, ইমাম হোসেইনরা বলেছেন মুসলিম জিহাদ ঘোষণা করবে মুসলিম শাসক। আর এক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক জিহাদের মাঝে কোন পার্থক্য না করেই তিনি ঢালাও ভাবে বলেছেন, জিহাদের ঘোষণা দেবে মুসলিম শাসক।

এক্ষেত্রে একজন শ্রোতার এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মুসলিম শাসকের ঘোষণা ছাড়া জিহাদ হতে পারে না। মুসলিম শাসকের ঘোষণা ছাড়া যে জিহাদ হয় তা শরয়ীভাবে বৈধ জিহাদ না।

আসুন দেখা যাক আসল বাস্তবতা কি। আসুন দেখা যাক যে সালাফি আলেমদের কথা উল্লেখ করে ডঃ সাইফল্লাহ মাদানি বলেছেন যে তাদের তুলনায় দেশীয় আলেমরা কিছুই না, সেই আলেমদের মত কি।

নিচে রাবেতা আল-আলাম আল-ইসলামি বা Muslim World League এর দশম অধিবেশনে ইসলামিক ফিকুহ কাউন্সিলের একটি ফতোয়ার লিঙ্ক এবং স্ক্রীনশট দেওয়া হলু

সাইট লিঙ্কঃ <http://en.themwl.org/2012/05/19/resolutions-of-the-islamic-fiqh-council-tenth-session-1408h>

ডাউনলোড লিঙ্কঃ <http://www.themwl.org/downloads/Resolutions-of-Islamic-Fiqh-Council-2.pdf>

১৪০৮ হিজরির সফর মাসে (ইংরেজি ১৯৮৭ সালের অক্টোবর) অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে তৎকালীন সময়ে আফগানিস্তানের চলমান জিহাদ সম্পর্কে বলা হয় [পিডিএফ ভিউয়ারের ৩৭ তম পেইজ]

স্ক্রীনশট ১

On this occasion, the Council unanimously decided to make an appeal to the governments and peoples of the Muslim world for the necessity of supporting the Afghan Jihad with all the material, moral, political and economic means. It also decided that the Afghan Jihad is an Islamic Jihad, which is obligatory for Muslims to support it with all means.

The Council also decided that it is permissible to pay some of the Zakah money for this Islamic Jihad and for those who are waging this great Jihad. The significant aspect of this urgent appeal by the Council is that Muslims go ahead with all means to support this Jihad and battle which is the battle of Islam in this

299

age. Almighty Allah says: “Go you forth (whether equipped) lightly or heavily and strive with your goods and your persons in the cause of Allah. That is best for you, if you knew.” (Qur’an, 9:41)



বঙ্গানুবাদঃ রাবেতা আল-আলাম ইসলামির ইসলামি ফিক্বহ কাউন্সিল ১৪০৮ হিজরির ২৪-২৮শে সফর অনুষ্ঠিত এর দশম অধিবেশনে রাশিয়ান হানাদার এবং কমিউনিসমের দ্বারা প্রভাবিত ও কমিউনিসম অনুযায়ী জীবনযাপন করা আফগান মুরতাদিনের বিরুদ্ধে আফগান মুসলিম জনতার প্রতিরোধ ও আফগানিস্থানের বরকতময় জিহাদকে স্বাগত জানিয়েছেন। ফিক্বহ কাউন্সিলের সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম বিশ্বের সাধারণ জনতা ও সরকারগুলোর প্রতি নৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও বস্তুগত সম্ভাব্য সব উপায়ে আফগান জিহাদকে সমর্থন করার আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছে যে আফগান জিহাদ হল ইসলামের জিহাদ, এবং মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক হল সম্ভাব্য সকল উপায়ে এই জিহাদকে সমর্থন করা।

কাউন্সিল আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যাকাতের অংশ এই জিহাদের জন্য, এবং এই মহান জিহাদে যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদেরকে দেওয়া জায়েজ। ফিক্বহ কাউন্সিলের এই আহ্বানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কাউন্সিল সমস্ত মুসলিমকে আহ্বান জানাচ্ছে এই সম্ভাব্য সকল উপায়ে এই জিহাদকে সমর্থন করতে, এবং এই যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসতে, কারণ এই যুদ্ধ হল এই সময়ে ইসলামের যুদ্ধ। যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়, অবস্থা হালকাই হোক আর ভারীই হোক (অস্ত্র কম থাকুক আর বেশি থাকুক) আর আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল দিয়ে আর তোমাদের জান দিয়ে জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, তোমরা যদি জানতে! [আত তাওবাহ, ৪১]

এই ফতোয়াতে যারা সই করেছেন তাদের নামের স্ক্রীনশট নিচে দেওয়া হল, আপনারা চাইলে মূল সাইট বা মূল পিডিএফ থেকেও মিলিয়ে নিতে পারেন,

Chairman, Islamic Fiqh Council
Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz

Deputy Chairman, Islamic Fiqh Council
Dr. Abdullah Omar Naseef

Members:

Muhammad Ibn Jubair
Dr. Bakr Abdullah Abu Zaid
Abdullah Abdurrahman Al-Bassam
Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan
Muhammad Ibn Abdullah Al-Subayil
Mustafa Ahmad Al-Zarqa
Muhammad Mahmood Al-Sawwaf
Abul Hasan Ali Al-Nadwi
Muhammad Rasheed Raghib Qabbani
Muhammad Shadhli Al-Neifer
Abu Bakr Joomi
Dr. Ahmad Fahmi Abu Sinnah
Muhammad Habeeb Ibn Al-Khojah
Muhammad Salem Abdul Wadood

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সকল শায়খরা সবাই সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছেন যে, তৎকালীন আফগান জিহাদ ছিল একটি ইসলামি জিহাদ, যেই জিহাদে শরীক হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যিক। শুধু তাই না, তারা এ জিহাদে শরীক হবার জন্য মুসলিম জনতা ও সরকারগুলোর প্রতি আহবান ও জানিয়েছেন। ডঃ সাইফুল্লাহ মাদানি, আবদুল হামিদ ফাইযি, ইমাম হোসেইন কি শায়খ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ সহ এইসব শায়খদের জালেম বলবেন কারন তারা কেউ মুসলিম শাসক না হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের জিহাদের প্রতি আহবান করেছেন? নাকি ডঃ সাইফুল্লাহ মাদানি, আবদুল হামিদ ফাইযি, ইমাম হোসেইনরা স্বীকার করবেন যে জিহাদের আবশ্যিকতা সম্পর্কে।

মুসলিম জনগণকে সচেতন করা আলেমদের দায়িত্ব, যদিও এই দায়িত্বকে ডঃ সাইফুল্লাহরা নিজেদের পেছনে ছুড়ে ফেলেছেন।

মজার ব্যাপার হলঃ

কোন মুসলিম শাসক আফগানিস্থানের এই জিহাদের ঘোষণা দেয় নি। বরং আফগান-পাকিস্থানি উলামা এই জিহাদের ফতোয়া দিয়েছিলেন। আর সাধারণ আফগান জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

সুতরাং ডঃ সাইফুল্লাহ, আবদুল হামিদ ফাইযি, ইমাম হোসেইনের বক্তব্য অনুযায়ী এই জিহাদ সঠিক না। কারন মুসলিম শাসক এই জিহাদের ঘোষণা দেন নি। যদি জিহাদ শুরু করার জন্য মুসলিম শাসকের ঘোষণা আবশ্যিক হয় তাহলে কিভাবে আফগান জিহাদ ইসলামি জিহাদ হল? কিভাবে শায়খ বিন বায এবং সালিহ আল-ফাওয়ানরা এই জিহাদকে ইসলামী জিহাদ বললেন, এবং এতে অংশগ্রহনকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যিক বললেন? ডঃ সাইফুল্লাহ মাদানি, আবদুল হামিদ ফাইযি, ইমাম হোসেইন যে মূলনীতির কথা বললেন, মুসলিম শাসকই শুধু জিহাদের ঘোষণা দিতে পারে এই নীতি কি এই মহান শায়খরা জানতেন না? নাকি বাস্তবতা হল এটাই যে ডঃ সাইফুল্লাহ মাদানিদের প্রচার করা, যে কোন জিহাদের জন্য মুসলিম শাসক লাগবে, এই নীতিটি একটি মনগড়া বিদাতি নীতি, এই বিস্তরে সালাফ আস-সালেহিন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়ালালাল জামাহর ইমাম ও আলিমদের বক্তব্যসহ দালিলিক আলোচনার জন্য

দেখুনঃ https://justpaste.it/jihad_amir

ইনশা-আল্লাহ ভবিষ্যতে এই বিষয়ে বাংলাদেশের আহলে হাদিস নামধারী আলেমদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ততোদিন পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন।



আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের পেইজের কয়দিনের পথচলায় আপনাদের অনেক দুয়া এবং ভালোবাসা পেয়েছি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের দাওয়াহ ছড়িয়েছে এমন গতিতে ও পর্যায়ে যা আমরা আশা করি নি। আমাদের ভিডিওগুলো অনেক সত্যাস্থেী ভাইবোনকেই নাড়া দিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রতি সপ্তাহে আমাদের পোস্টের রিচ ২০,০০০ ছাড়িয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

পাশাপাশি একটি দুঃখজনক বাস্তবতাও আমরা লক্ষ্য করেছি। যদিও এই বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল কিন্তু এর মাত্রা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল না। আমাদের লেখা, ইমেজ এবং ভিডিওগুলোতে আমরা যথাসম্ভব দালিলিক আলোচনা করার চেষ্টা করি।

আর আমরা দালিলিক আলোচনাকে স্বাগত জানাই। যদি আমাদের কোন অবস্থানে ভুল থাকে আমরা সেটা স্বীকার করে নিতে রাজি। তবে একটি শর্ত আছে।

শর্ত হল, আপনাকে শরয়ী দলিল উপস্থাপন করতে হবে। কোন শায়খ, কোন মাদ্রাসা, কোন মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটি, কোন ফেইসবুক-ইউটিউব সেলিব্রিটি আমাদের জন্য দ্বীনের দলিল না। কুরআন-হাদিস এর দলিল, সালাফ আস-সালাহিনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করুন, আমরা শুনবো এবং মানবো ইনশা আল্লাহ।

কিন্তু আমরা দেখি আহলে হাদিস দাবিদার, #সরকারি_সালাফি আলেমদের অন্ধ অনুসারীরা আমাদের সামনে কোন দালিলিক আলোচনা উপস্থাপন করেন না। কোন যুক্তিখন্ডন করেন না। কখনো শিয়া, কখনো মাযহাবী, কখনো বিদাতি, কখনো খারেজি, কখনো গীবতকারী, নানা নামে ডাকেন।

শুধু তাই না। তারা আমাদের ভিডিওগুলোর দালিলিক খন্ডন না করে নিজেরা নিজেদের টাইমলাইনে নানা বিষোদগার করে বেড়ান। যদি সেখানেও তারা দালিলিক আলোচনা করতেন, কোথায় আমাদের ভুল তা তুলে ধরতেন তাও হতো- কিন্তু তারা সেখানেও সেই একই শিয়া, বিদাতি, খারেজি, ইত্যাদি নামে ডাকা এবং নানা ভিত্তিহীন অভিযোগের ফর্মুলাই তারা ফলো করে যান।

যেমনঃ সরকারি সালারিদের একজন মুরিদের ভাষ্য দেখুন (যিনি কি না হাদিসের প্রোজেক্ট চালান অথচ মুখের ভাষা কি বিশী, আউজুবিল্লাহ):

<https://www.facebook.com/saolalom.am.../posts/1118127158307460>

(#এডিটেডঃ আমরা সাইফুল ইসলামের পোস্টটি এখানে দেয়ার পর তিনি দ্রুততার সাথে তার পোস্ট এডিট করে ফেলে। তার আগের পোস্টে আমাদের পেজের নাম ধরে খারিজি, ফিতনাবাজ বলা হয়েছে। নতুন পোস্টেও সে পরোক্ষভাবে আমাদের আক্রমণ করেছে অনুমানের মাধ্যমে। সে প্রমাণ করুক এই পেজ কম-বয়সীরা চালায়, কোনো আলেম নেই এবং অন্যান্য বিষয়। বরাবরের মতই অপেক্ষায় রইলাম)।

এই পোস্টে বলা হচ্ছে আমরা আলেমদের কাট-পিস বক্তব্য দিয়ে থাকি... সুবহান'আল্লাহ! অথচ প্রতিটি ভিডিও'র সাথে যে ভিডিও থেকে নেয়া হয়েছে তার লিঙ্ক দেয়া থাকে। কেউ লিঙ্ক চাইলে সেটাও আমরা সাথে সাথে দিয়ে দেই। একবার নয়, যতজন যতবার চায় আমরা তা দেই...

অথচ, আমাদের ব্যাপারে এমন নিদারুণ মিথ্যাচার করে বেড়ানো হচ্ছে... আমরা আমাদের রব্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যিনি সব দেখছেন... এবং যিনি প্রশংসিত সেই শাদিদুল ইক্বাবের কাছেই বিচার দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছি...

গালিগালাজ কোনো মুসলিমের সিফাত নয় এটাই আমাদের আকিদা...

এটা স্বাভাবিক যে কিছু মানুষের মধ্যে এমন প্রবণতা থাকবে, কিন্তু বিরোধিতাকারীদের সবার আচরন (খ.) যে এমন হবে এটা আমরা আশা করি নি। বাংলাদেশের সালারি দাবিদারদের দলিল-আদিল্লাহর উপর দখল যদি এই হয় তাহলে ব্যাপারটা আসলেই দুঃখজনক।

আগে যাদের কিছুটা সংশয় ছিল তাদের জন্যও এখন এই সত্য স্পষ্ট যে, এই মানুষগুলো কুরআন ও সুন্নাহর বদলে আল-সৌদ রাজবংশকে তাদের ইমানের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে।

এই মানুষগুলো সালারি আস-সালেহিনের অনুসরণের পরিবর্তে তাদের আলেমদেরকে অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর কুরআনের আয়াত আর হাদিসের বক্তব্যের বদলে তাদের শায়খ আর বক্তাদের আকুওয়ালকে (কথা) নিজেদের জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আর শুধু তার শায়খের বিরুদ্ধে যাবার কারনে, তারা মুসলিম ভাইয়ের ঈমান সম্পর্কে, তাওহিদ সম্পর্কে, তার নিয়্যাত সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে, "ওয়ালা হাওয়া ওয়ালা কুওয়া" আতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

আমাদের এসকল আবেগপ্রবন, আবেগপন্ডিত ভাইদের আমরা শুধু এটুকুই বলতে চাই, ইভাকাল্লাহ !

আল্লাহ রাব্বুল ইয়্যাহকে স্মরণ করুন। তার সামনে দাঁড়াবার মূহুর্তকে স্মরণ করুন। স্মরণ করুন তার আয়াত,

হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত।

[আল-হুজুরাত, ১২]

মনে রাখুন অমুক শায়খ, তমুক বাদশাহ ক্রিয়ামতের দ্বীন আল্লাহর পাকড়াও থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের আকুওয়াল আপনার জন্য দলিল হবে না। সেই দিন আপনার পক্ষে দলিল হবে কুরআন



ও সুন্নাহ। পার্থিব জীবনে সত্যকে এড়িয়ে গেলেও, নানা ছলে-বলে সত্যকে উপেক্ষা করলেও, নানা অজুহাতে সত্যর অনুগামী হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখলেও বিচারের দিনে এর কোন কিছুই কাজে আসবে না।

আমাদেরকে ব্যক্তি আক্রমণ করে মনের আক্রোশ মিটিয়ে নিলে, কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে নিজেরা নিজেদের বাহবা পেলেও সর্বজনীন আল্লাহর কাছ থেকে আপনার মনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিন্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও কখনো গোপন থাকে না।

আর তাই আমরা আবাবো আহবান জানাই, কুরআন, সুন্নাহর দলিলের আলোকে, সালাফ আস-সালাহিনের ব্যাখ্যার আলোকে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহর আক্বিদা মানহাজের আলোকে আপনারা আমাদের রদ করুন।

ইনশা আল্লাহ আপনারা আমাদের সত্যের অনুগামী পাবেন।

কিন্তু কুরআন-সুন্নাহকে ছেড়ে কোন ব্যক্তির অনুসরণ আমরা করবো না, সে মাদানি-আযহারি-দেওবন্দী যাই হোক না কেন। সে সহিহ কিংবা হক্বানি যে দাবিদারই হোক না কেন।

অতএব, ওয়ামি দি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের দলীল পেশ কর।

#ভিজিটঃ <https://medium.com/@clarification>

অদ্ভুত এক সময়ে বসবাস করছি। এমন এক সময় যখন নিছক মুখে মুখে হক্বপন্থী হওয়া যায়। মুখে মুখে সাহিহ আক্বিদার অধিকারি হওয়া যায়। ইচ্ছেমতো হক্বের সংজ্ঞা বদলে দেওয়া যায়। ইচ্ছেমতো সাহিহ আক্বিদার সংজ্ঞা, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহর আক্বিদার সংজ্ঞা বদলে দেওয়া যায়। মানুষকে অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্ত করে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসরণের কথা বলে তাদেরকে তাওহিদের ক্ষেত্রে - কুফর বিত তুগুত আর ইমান বিল্লাহর ক্ষেত্রে, অন্ধ অনুসরণকারী বানিয়ে নেওয়া যায়।

আর ১০০ জন মানুষের মধ্যে ৯৯ মানুষের এতে কিছু যায় আসে না। তারা অন্ধ অনুসরণে সন্তুষ্ট থাকতে চায়। যারা দ্বীনের বুনিয়াদি বিষয়ে ভুল চোখ বুজে এড়িয়ে যেতে চান যখন ভুলটা নিজের লোকের হয়। তারা সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখার পরও ভুলের উপর কায়ম থাকতে চান। হয়তো এই আশায় যে তাওহিদের ব্যাপারে আপোষ করার পরও অমুক শায়খ, অমুক আল্লামা, অমুক ডঃ, অমুক ইসলামিক স্কলার তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, যেহেতু সে অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করে যাচ্ছে। লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

কি ভাবলেশহীন ভাবে, কি অবলীলায়, ঔদ্ধত্যের সাথে আজ হক্বের নামে জালিয়াতি করা হয়। দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। বুক ফুলিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহর আক্বিদার ব্যাপারে, শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ ও তার ছাত্রদের ব্যাপারে, ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব ও উলামায়ে নাজদের বিশুদ্ধ তাওহিদের দাওয়াহর ব্যাপারে নির্লজ্জ ভাব মিথ্যাচার করা হয়। গুলাত আল-মুরজিয়াদের আক্বিদাকে সাহাবীদের রাঃ আক্বিদা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, গর্ব ভরে ইসলামের বিকৃতি ঘটানো হয় অথচ কেউ তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। বরং প্রশ্ন তোলা হলে তাদের খাওয়ারিজ বলা হয়!

মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাবের কিতাবসমূহ খুলুন। নাওয়াক্বিদুল ইসলাম সম্পর্কে তার আলোচনা দেখুন। যদি আমলগত কুফর ইসলাম থেকে বের করে না দেয় তাহলে কিভাবে যাদুকর তার যাদুর কারনে



ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে? যদি আমলগত কুফর, সর্বদা কুফর আসগর হয় তাহলে কিভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের সাহায্য করার কারনে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে?

শায়খ আল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহর কিতাবাদি খুলুন - "যদি কেউ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়, তাহলে সে ভেতর বাহির উভয় দিক থেকে কাফির হয়ে যাবে। চাই গালিদাতা এটা হারাম মনে করুক বা হালাল মনে করুক, অথবা যেকোন ধরনের বিশ্বাসই না রাখুক। এটাই ফুকাহা এবং আহলুস সুন্নাহর মাহহাব যারা "ইমান কথা ও কাজের নাম" এর প্রবক্তা।

[আস সরিমুল মাসনুল ৫১২-৫১৩]

"মানুষ যখন ঐক্যমতপূর্ণ হারামকে হালাল বানায়, কিংবা ঐক্যমতপূর্ণ হালালকে হারাম বানায় কিংবা ঐক্যমতপূর্ণ আইন পরিবর্তন করে, তখন সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যায়।"

[মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩য় খন, ২৬৭ পৃষ্ঠা]

যদি শুধু অন্তরের কুফরই মানুষকে কাফিরে পরিণত করে তাহলে শায়খুল ইসলামের এই কথাগুলোর অর্থ কি?

তবে কি ইবনু তাইমিয়াহ, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব ও উলামায়ে নাজদ খাওয়ারিজ?

নাকি মুজাফফর বিন মহসিন "সালাফিদের আক্বিদা" নামে সেই আক্বিদা প্রচার করে যা হল চরমপন্থী মুরজিয়াদের আক্বিদা যারা মনে করে ব্যক্তি যতো আমলগত কুফর করুক, আমলগত শিরক করুক, যতোক্ষণ তার কুফর আমলগত ততোক্ষণ সে মুসলিম থাকবে?

দেখুনঃ মুজাফফার বিন মহসিনের বিষাক্ত আক্বিদা -

<https://www.youtube.com/watch?v=N1tpjAgsJ8g>

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহর আক্বিদা - ইবনু তাইমিয়াহর আক্বিদা, উলামায়ে নাজদের আক্বিদা, সালাফি দাওয়াহর সন্তদের আক্বিদা স্পষ্ট। আর মুজাফফার বিন মুহসিন ও আনুগত্যপন্থী সরকারি সালাফিদের আক্বিদা স্পষ্ট। আর হকের পর বাতিল ছাড়া কী-ই বা অবশিষ্ট থাকে?

আমি মিথ্যার উপর সত্য নিষ্ক্ষেপ করি; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং নিমিষেই তা বিলুপ্ত হয়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ তোমরা যা বলছ তার জন্য। [আল-আম্বিয়া, ১৮]

পূর্বের ভিডিও/পোস্ট একত্রে

<https://www.facebook.com/ClarificationOfTheDoubts/photos/a.1418764465010599.1073741828.1418446935042352/1847764108777297/?type=3>

#সৌদি

#সরকারিখসালাফি

#মুরজিয়া





সর্বরোগের মহৌষধ

=====

সর্বরোগের মহৌষধ!

কথাটা শুনেছেন নিশ্চয়?

এখন যেমন জায়গায় জায়গায় "তিনশো টাকার এনার্জী লাইট মাত্র একশো টাকায়" পাওয়া যায়, তেমনি ভাবে একসময় টাকার যেকোন বস্তু সড়কে অথবা মোড়ে গেলেই একথাটা শোনা যেত - সর্বরোগের মহৌষধ।

ঘামতে ঘামতে কাধে জীর্ণশীর্ণ ঝুলি ঝোলানো মধ্যবয়স্ক কিছু লোককে দেখা যেত গলার রগ ফুলিয়ে ননস্টপ চাপাবাজি করে যেতে।

এই ওষুধে নিরাময় হবে মাথার অসুখ, পেটের অসুখ, বাতের ব্যাথা, ব্যাথাবেদনা, মাথা ব্যাথা, মাথাধরা, মাথাকামড়ানি, গা শিরশিরানি, ডায়েবেটিস সব। যদি আপনার রাতে ঘুম না হয় কিংবা সারাদিন দুর্বল লাগে তারও সমাধান দিবে এই অসুখ। এইডস এবং ক্যান্সারের চিকিৎসাও করবে এই ওষুধ।

বিশেষ ফর্মুলায় বানানো এই ওষুধের হাদিয়া মাত্র ৬৫ টাকা...মাত্র ৬৫ টাকা।

সর্বরোগের মহৌষধ কেনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের খুব একটা আগ্রহ দেখা না গেলেও বিক্রেতার চারপাশে ভালো একটা ভিড় জমে উঠতো সব সময়। বিক্রিবাট্টা খারাপ হবার কারনেই বোধহয় এখন আর এই ক্যানভাসারদের দেখা যায় না।

তবে আমরা বর্তমানে অনলাইনে এক বিশেষ ধরনের মহৌষধ দেখতে পাচ্ছি। আমরা যখন দালিলিক ভাবে #সরকারি_সালাফি-দের ভুল তুলে ধরছি এবং বারবার দালিলিক ভাবে আমাদের কোন ভুল থাকলে তা নিয়ে আলোচনার আহবান করছি তখন দেখা যাচ্ছে যারা আমাদের বিরোধিতা করছেন তারা প্রথম দিকে বিভিন্ন ভাবে ত্যানা প্যাচানোর পর সুবিধে করে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এই মহৌষধের দ্বারস্থ হচ্ছেন।



আমাদের সব দলিল, প্রমাণ ও যুক্তির বিপরীতে এই মহৌষধ প্রয়োগ করে তারা নিজেদের ঠিক প্রমাণ করার শেষ চেষ্টা চালাচ্ছেন। আর এই মহৌষধ হল একটা বাক্য - "আরে ওরা তো খারেজি!"

"আরে ওরা তো খারেজি!" এই এক বাক্য দিয়ে তারা সব যুক্তি, দলিল ও প্রমাণখন্ডন করার আশ্রয় চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই মহৌষধ দিয়ে নিজেদের সৃষ্টি বিভ্রান্তির জালকে টিকিয়ে রাখতে চাইছেন, আর জালে আটকে পড়া মানুষগুলো জাল থেকে বের হওয়া থেকে বিরত করতে চাইছেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল প্রখর রোদ মাথায় সর্বরোগের ঔষধ বিক্রি করতে গিয়ে ক্যানভাসাররা নিজেরাই অসুস্থ হয়ে যেতো। আর তাদের মহৌষধ দিয়ে তাদের নিজেদেরই চিকিৎসা হতো না। আর কথায় কথায় খারেজি বলে বেড়ানো এই ঔষধ বিক্রেতারাও নিজেরাই আসলে খারেজি কি - তাই জানে না - যদিও এই এক কথার উপর ভরসা করে নিজেদের "সহিহ" হওয়াকে প্রমাণ করতে চায়।

কি হাস্যকর, দুর্ভাগ্যজনক এক অবস্থা। কিতাবের অনুসরণ ছেড়ে ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণের এই হল পরিনিতি।

সুতরাং যদি আপনারা সর্বরোগের মহৌষধ চান তাহলে "আরে! ওরা তো খারেজি!" - এই মহাযুক্তি, মহা দলিল, অকাট্য প্রমাণ নিয়ে সম্ভ্রষ্ট থাকার চেষ্টা করতে চান।

আর আপনি যদি প্রকৃতপক্ষে সত্যসন্ধানী হয়ে থাকেন তাহলে কিতাব ও সুন্নাহ, সালাফ আস সালাহিনের অবস্থান ও পূর্ববর্তী হকুপত্বী আলিম - যাদের ব্যাপারে উম্মাহ একমত তাদের অবস্থানের আলোকে আমাদের কথা ও তাদের কথাকে বিবেচনা করুন।

আর প্রকৃত সত্যান্বেষী কখনো সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পায় না। মনে রাখবেন আপনি প্রতারণিত হতে না চাইলে আপনার প্রতারণিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব না। আর হেদায়েত শুধু আল্লাহরই পক্ষ থেকে।

আমাদের আক্ৰিদ্ধা ও মানহাজ ॥

যারা আমাদের আক্ৰিদ্ধা ও মানহাজের ব্যাপারে
জানতে চেয়েছেন তাদের জন্য
এই বইগুলো দেওয়া হল।



/ClarificationOfTheDoubts

অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, আমাদের আক্ৰিদ্ধা ও মানহাজ সম্পর্কে। আমরা কোন মাসলাক, কোন দল, কোন ঘরানার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করি এই প্রশ্নও এসেছে।

অনেকে কোন প্রমাণ ছাড়াই ধারণা করেছেন আর সে ধারণা প্রকাশও করেছেন যে আমরা বোধহয় কোন মাসলাক-মায়হাব বা দলগত হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট কোন দল, বা ঘরানার বিরুদ্ধে কথা বলছি। আল্লাহর কাছে এমন করা থেকে আশ্রয় চাই।

কোন ব্যক্তিগত বা দলগত অনুরাগ বা বিরাগের থেকে না, বরং শুধু হকের অনুসরণ এবং হকের প্রতি দায়িত্ব পালনের আবশ্যিকতা থেকেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

যারা আমাদের আক্ৰিদ্ধা ও মানহাজের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন তাদের জন্য নিচের বইগুলো দেওয়া হল।
এই হল আমাদের আক্ৰিদ্ধা ও মানহাজ -

#১) তাওহিদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান

ক) কালিমাতুত তাওহিদঃ <http://bit.ly/2hzYvZu>

খ) তাওতকে প্রত্যাখ্যান ও ঈমান আনয়নঃ <http://bit.ly/2ipliao>

গ) তিনটি মূলনীতিঃ <http://bit.ly/2ipliao>

ঘ) মিল্লাতে ইব্রাহিমঃ <http://bit.ly/2hU5PN9>

২) মানহাজ -

এই হল আমাদের মানহাজঃ <http://bit.ly/2hTSleR>

৩) তাকফিরের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি/মূলনীতি -

তাকফিরের ব্যাপারে সতর্ক হোনঃ <http://bit.ly/2ilmBFV>



৪) মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি- <http://bit.ly/2hwWvOf>

এছাড়া দ্বীনের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের জন্য, সেই কৃত্রিমতা বিবর্জিত বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি যা ছিল আস-সালাফ আস-সালাহিনের জন্য তা সম্পর্কে জানার জন্য, তার সাথে পরিচিত হবার জন্য পড়তে পারেন, নিচের বইগুলো -

৫) ইবাদতের ব্যাপারে নসীহাহ - <http://bit.ly/2hU3qCg>

৬) আবু মুয়াজের তাওবাহ- <http://bit.ly/2iMS6HX>

৭)...সুতরাং, ওদেরকে ভয় করো না - <http://bit.ly/2ifYcUo>

#ভিজিট করুনঃ <https://medium.com/@clarification>

বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিকের কোন এক লেখায় অনেকটা এরকম এক গল্প ছিল -

এক বিদ্বান পণ্ডিত। সারা দেশ ঘুরে বয়ান, তর্ক করে বেড়ায়। কোন প্রশ্নে তাকে আটকানো যায় না। কিন্তু এক মূর্খ লোক তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসলো। "আমার কাছে এমন প্রশ্ন আছে যার উত্তর আপনি দিতে পারবেন না"। মূর্খ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হলে সে প্রশ্ন করলো - "ফুনফুনাফুন ফুন?"

এটাই প্রশ্ন। হতভম্ব পণ্ডিত বসে আছেন। ঘামছেন। আর বুকের টিপটিপানি শুনছেন? এই প্রশ্নের মানে কি? এর উত্তর কি?!

মূর্খ আবার প্রশ্ন করলো, এবার চেচিয়ে - "ফুনফুনাফুন ফুন?"

পণ্ডিত লা-জওয়াব। গ্রামের মানুষ মজা পেয়ে গেছে। সবাই তালি দিচ্ছে, বিজয়ের বেশে মূর্খ স্টেজে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। পণ্ডিত বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে আছেন..."

মাঝে মাঝে এমন কিছু জাহালতপূর্ণ কথা শোনা যায় যে কথার জবাব দেওয়া বা ভুল তুলে ধরার চাইতে জাহালতের মাত্রার কারণে সৃষ্ট বিস্ময় ব্যক্তিকে অভিভূত করে ফেলে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশে শায়খ আবদুল কাদির জিলানি রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ওয়াজ-মাহফিলের কিসসার কথা চিন্তা করে দেখতে পারেন। এই কিসসাগুলো এতোটাই হাস্যকর, এতোটাই জাহালতপূর্ণ, এটা যে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে, বলতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে - এটাই অবিশ্বাস্য মনে হয়।

ঠিক কিভাবে এই ধরনের বিস্ময়কে কাটিয়ে ওঠা যায় তা আমরা ঠিক জানি না। তবে আজ আমরা এমন একটি বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। বক্তা খুবই বিখ্যাত ব্যক্তি। - তাবলীগ জামাতের মাওলানা তারিক জামিল। ইতিপূর্বে এতো বিখ্যাত কোন ব্যক্তির বক্তব্য নিয়ে আমরা আলোচনা করি নি। তবে যে জামাতেরই লোক হোক, যতো বিখ্যাতই হোক দ্বীনের ব্যাপারে সব কিছুকে পরিমাপ করতে হবে কুরআন-হাদিস ও সালাফ আস-সালেহিনের বুকের আলোকে।

আর যদি সেই দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয় তাহলে মাওলানা তারিক জামিলের নিম্নোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে দুটি কথা বলা যায় -

হয় তিনি চরম পর্যায়ের অজ্ঞ ব্যক্তি, অথবা
তিনি চরম পর্যায়ের গোমরাহ ব্যক্তি

আর যদি আমরা ভালো ধারণা রাখতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম সম্ভাবনাটিকেই বেছে নিতে হয়। যে ব্যক্তিকে ﷺ আল্লাহ রাসুল ইয়যাহ মানব জাতির জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করলেন, যে মানুষগুলোর ব্যাপারে তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বললেন তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট - তাদেরকে বাদ দিয়ে যখন অন্যত্র দ্বীনের ব্যাপারে নির্দেশনা চাইতে বলা হয়, তখন আসলেই আর কি বলা যেতে পারে তা বোধগম্য না।

দেখুনঃ

মাওলানা তারিক জামিলের আশ্চর্য বয়ানঃ <https://youtu.be/gE54ybcNkxQ>

সরকারি সালাফিদের নিকট প্রশ্ন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ কি খারেজি আলেম!!!!??

#ভূমিকাঃ

সরকারি সালাফিরা বলে থাকে, শাসকের বিরোধিতা করাই হচ্ছে খারেজিদের স্বভাব। যারাই শাসকের বিরোধিতা করে তাদেরকে সরকারি সালাফিরা ঢালাও ভাবে খারেজি বলে ফতোয়া দেয়া শুরু করেন...

হোক সে শাসক কাউ কাফের কিংবা মুরতাদ...

অথচ, জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানেই সেটা খুরাজ নয়। শাসকের বিরোধিতা মানেই খুরাজ নয়, এই সহজ বিষয়টি এসকল জ্ঞানপাপী আলেমরা হয় জানেন না অথবা জেনেও প্রকাশ করেন না।

আহলুস সুন্নাহ'র আলেমদের মতে খাওয়ারিজদের রয়েছে কিছু বিশেষ সিফাত।

এক্সক্লুসিভলি শাসকের বিরোধিতা মানেই কেউ খাওয়ারিজ হয়ে গেল এমনটা কখনই নয়...

আর কাফের শাসকদের বিরোধিতা তো ওয়াজিব... কিন্তু এখানে আমরা কাফের শাসকদের ব্যাপারে আলোচনা করব না, ইতঃপূর্বে তা বিস্তারিত হয়েছে...

এখানে সরকারি সালাফি ও তাদের ভক্তবৃন্দের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে আসা হচ্ছে।

#মূল_অংশঃ

ইমাম আহমাদ ইবনে নসর আল খুজায়ী রহ., আব্বাসিয় খলিফা ওয়াসিক আল আব্বাসির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন।

আব্বাসিয় খলিফা ওয়াসিক আল আব্বাসি একজন মুসলিম শাসক ছিলেন, তথাপি - ইমাম আহমদ রহ. খলিফা ওয়াসিক আল আব্বাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে ইমাম আহমদ ইবনে নছর আল খুজায়ী রহ. এর প্রশংসা করেন।

আহমদ ইবনে নাছর রহ. সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

"আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন! আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে উদার মানুষ আর হতে পারে না। তিনি আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দিয়েছেন।"

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১০/৩০৩)

#ডাউনলোডঃ

মহান মুজাহিদ ইমাম আহমাদ বিন নাসর আল খুজা'ঈ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই অসাধারণ লেখাটি পড়ুন... ৮ পৃষ্ঠা মাত্র - <http://docdro.id/K40IAYD>

#সরকারি_সালাফি দের নিকট আমাদের প্রশ্ন -

"এখন, শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জিহাদ সাব্যস্ত করা এবং শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীর মৃত্যুকে শহিদি মৃত্যু সাব্যস্ত করা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃও কি খাওয়ারিজ সাব্যস্ত হবেন?"

প্রকৃত মুওয়াহিদি আলেমদের যে যুক্তির উপর ভিত্তি করে আপনারা খারেজি বলে থাকেন, সেই একই যুক্তিতে কি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ খারেজি হবেন না?

আব্দুল হামিদ ফাইজি, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, ডক্টর সাইফুল্লাহ, মুজাফফর বিন মহসিন, আবদুল্লাহ শাহেদ মাদানি, মতিউর রহমান মাদানি, শহিদুল্লাহ খান মাদানি, আমানুল্লাহ মাদানি, আব্দুর রকিব মাদানি, আবু বকর জাকারিয়া, এনামুল হক এবং অন্যান্যদের মধ্য হতে যে কারো হতে উত্তর আশা করছি... ইংল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা, মিশর, আরবের সমগোত্রীয় মুরজিয়া (মাদখালি,জামি) ব্যক্তিদের হতে এনে দিলেও হবে ইনশাআল্লাহ...

...আমরা অপেক্ষায় রইলাম!

সহজ ভাবে শুরু করা যাক।

ইসলামি শরীয়াহ কি পরিপূর্ণ?

-হ্যাঁ

এই শরীয়াহ কি ফাইনাল? মানে এরপর কি আর কোন শরীয়াহ নাযিল হবে?

- এই শরীয়াহই ফাইনাল। কেয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য এই একই শরীয়াহ।

এই শরীয়তে কি কোন পরিবর্তন করা যাবে?

- যে এমন মনে করলো সে কুফর করলো।

আচ্ছা এই শরীয়তকে সত্য বলে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু ধরেন আমি ঠিক করলাম আমি এই শরীয়াত মেনে চলবো না। এটা কি করা যাবে?

-না। কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির সকলের উপর ফরয ইসলামি শরীয়াতকে স্বীকার করা এবং মানা।

আচ্ছা ধরেন আমি মানলাম যে আল্লাহ এক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। কিন্তু আমি কুর'আন-হাদিসের কোনো হুকুমের বদলে ওই বিষয়ে তাওরাত বা ইঞ্জিলের কোন একটা হুকুম মানতে চাইলাম? এটাতে সমস্যা কি?

-এটা গ্রহণযোগ্য না। ইবনে কাসির আলিমদের ইজমা বর্ণনা করে বলেছেন - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উপর নাযিলকৃত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হবার পর যদি কেউ বিশুদ্ধ তাওরাত বা ইঞ্জিলের অনুসরণ করে তবে সেটা কুফর।

শরীয়ত কি একটাই?

-হ্যাঁ একটাই।

ধরেন পাবলিক এক্সামগুলোতে প্রশ্নের সেট থাকে না? ক সেট, খ সেট - এরকম শরীয়তের মধ্যে কোন সেট নাই? ধরেন খুব ভালো ঈমানদারদের জন্য একরকম শরীয়ত, মধ্যমদের জন্য আরেকরকম, ফেলটুসদের জন্য আরেকরকম?

- কোন ভাবেই না। শরীয়াহ একটা। এটা সম্পূর্ণ। এখানে কোন পরিবর্তনের সুযোগ নাই। এটা মানা বাধ্যতামূলক। এখানে আর কোন সুযোগ নাই। একবার আল্লাহ কোন হুকুম দিয়ে দেয়ার পর সৃষ্টির সাধ্য নাই সেটা পাল্টানোর। পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত এখন রদ হয়ে গেছে। এখন একমাত্র গ্রহণযোগ্য শরীয়ত ইসলাম।

তাহলে কোন সমস্যার জন্য আমরা পূর্ববর্তী জাতিদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবো না?

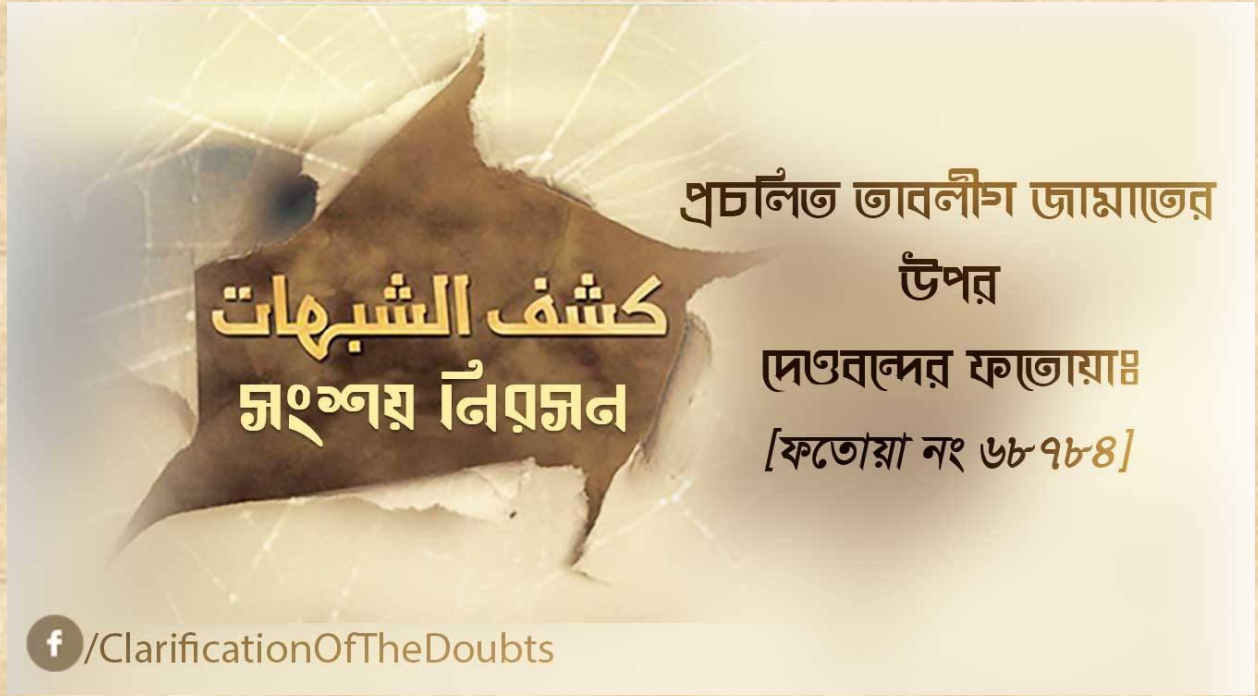
-অবশ্যই পারবেন। আল্লাহ তো আমাদের এই জাতিদের কথা জানিয়েছেন শিক্ষাগ্রহণের জন্য। আপনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু যে বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে স্পষ্ট হুকুম আছে সেই বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের হুকুম ফেলে আপনি অন্য শরীয়তের হুকুম খুজতে পারবেন না।

যদি কেউ এমন কথা বলে? কোন দায়ী বা আলেম, মাওলানা, কিংবা আল্লামা?

এই প্রশ্নের উত্তর দর্শকদের জন্য ছেড়ে দিলাম।

দেখুন মাওলানা তারিক জামিল ও তাবলীগী ভাইদের অসার মানহাজ - এর বাস্তবতা -

<https://www.youtube.com/watch?v=P5ovTYCyJsg&feature=youtu.be>



প্রচলিত তাবলীগ জামাতের উপর দেওবন্দের ফতোয়াঃ (ফতোয়া নং ৬৮৭৮৪)

<http://nobodhara.net/2017/08/16/fatwa-tablig/>

"দারুল উলুম দেওবন্দের কোন আলিমই তাবলীগ বিরোধী নন। কিন্তু হ্যাঁ, তাবলীগের অনেকে ভুল কথা বলেন এবং চরম ধরনের মত প্রকাশ করেন। যেমনঃ

১) তারা কুর'আনের উল্লেখিত জিহাদের খাস আয়াতগুলো তাবলীগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। যা সুস্পষ্টতই কুর'আনের বিকৃতি।

২) তারা বলে - দ্বীনি মাদ্রাসা কোন কাজের না। এ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। দ্বীনের জ্ঞান আসে শুধু জামাতের সাথে বের হওয়ার মাধ্যমে।

৩) তারা বলে - উলামারা এতোদিন পর্যন্ত কি করেছে? তারা কিছুই করেনি। দ্বীনের যা প্রচার হয়েছে, সেটা আলিমরা করেনি। তাবলীগ জামাতের মেহনতের মাধ্যমে দ্বীন ছড়িয়েছে।

উলামা দ্বীনের মাত্র ৪% কাজ করেছে, আর বাকি ৯৬% কাজ করেছে তাবলীগ জামাত। আর এই ৪% কাজও উলামারা আল্লাহর জন্য করেনি, করেছে বেতনের জন্য।

৪) কোনো আলেম তাফসির করতে গেলে তারা থামিয়ে দেয়, এবং বলে শুধু ফাজায়েলে আ'মাল-ই পড়তে হবে। আর কোন বই পড়া হবে না।

৫) তাকওয়া আর তাযকিয়্যাতুন নফসের কোন প্রয়োজন নেই। যা কিছু দরকার তার সবকিছুই জামাতের সাথে বের হলে পাওয়া যাবে।

৬) প্রতি বছর এক চিল্লা না দিলে তারা কোন আলিমকে মাসজিদের ইমাম কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয় না।

আর যদি অজ্ঞানতাবশত এমন কাউকে তারা নিয়োগ দিয়ে দেয় আর পরে তা জানতে পারে যে সেই আলিম প্রতি বছর চল্লিশ দিন সময় লাগান নি, তাহলে তারা ইমাম এবং মাদ্রাসার শিক্ষকের পদ থেকে অব্যহতি দেয়। এমন কারো সাথে তারা নিজেদের মেয়েকে বিয়েও দেয় না।

৭) তারা উলামাদের তুচ্ছ জ্ঞান করে। ক্রমাগত তাদের সাথে তর্ক করতে থাকে।

৮) চিল্লা না দিলে তারা কাউকে দ্বীনদার তো দূরের কথা মুসলিমও মনে করে না।

৯) যে নিযামুদ্দিনের তাবলিগে অংশগ্রহণ করে না, তার কাজ দ্বীনের যতোবড় খেদমতই হোক না কেন, তারা তার কাজকে দ্বীনের কাজই মনে করে না।

তাদের এরকম আরো অনেক মত ও অবস্থান আছে যা দেখার পর মুফতি সাইদ আহমেদ পালনপুরি ছাড়াও আরো অনেক উলামা ও বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন,

"তাবলীগ জামাত একটি #ফিরকাতে পরিণত হচ্ছে।"

তাবলীগ জামাত কুরআন ও হাদিসের পথকে বাদ দিয়ে নব উদ্ভাবিত পথ ও নব উদ্ভাবিত দ্বীন গ্রহণ করছে।

আর এসব কিছুই ঘটেছে তাদের #চরমপন্থার কারনে।

দারুল ইফতা

দারুল উলুম দেওবন্দ

মূল উর্দু ফাতওয়ার লিঙ্কঃ

<http://darulifta-deoband.com/home/ur/Dawah--Tableeg/68784>

#চরমপন্থী_তাবলীগ

বিশ্ব তাবলীগের দায়িত্বশীল/প্রধান মাওলানা সাদ সাহেবের পথদ্রষ্টতার ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া ফতোয়া নং - ১৪৭২৮৬

#প্রচলিত_তাবলীগ_জামাত

#প্রাকথকখনঃ তাবলীগ জামাত দেওবন্দ মাদ্রাসার আলেমদের একজনের প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং এ মাসলাকের অনুসারী আলেমরা তাবলীগের ভ্রান্তির ব্যাপারে বরাবরই মৌনতা অবলম্বন করে এসেছেন...

ডক্টর জাকির নায়েক, জামাতে ইসলামী প্রভৃতি দলের কিছু ভ্রান্তির ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দ হুংকার ছাড়লেও তাবলীগের গোমরাহী সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পরও উনারা মৌনতা অবলম্বন করেছেন দীর্ঘ সময়...

অনেক তাবলীগী ভাই মাওলানা সাদের গোমরাহি ব্যক্তি পর্যায়ে বলে দাবী করছেন। আসলে বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত... সে সকল ভাইদের নিকট আমাদের প্রশ্ন,

ক) ডক্টর জাকির নায়েকের ব্যক্তিগত ক্রটির কারণে আমরা তো পিস টিভিকে ছাড় দেন নি।

খ) মাওলানা মওদুদীর ব্যক্তিগত ক্রটির কারণে জামাতে ইসলামিকে ছাড় দেন নি...

নিজের বেলায় এমন অন্ধত্ব কেন? আল্লাহ তা'আলার কাছে বে-ইনসাফি হতে আশ্রয় চাই...

বাস্তবতা হচ্ছে, মাওলানা সাদ সাহেবের গোমরাহির ন্যায় মারাত্মক বিচ্যুতি জ্ঞানহীনতার দরুন তাবলীগের সকল পর্যায়ের প্রায় সকল মুরাব্বি-সাথীদের কম-বেশী রয়েছে।

সারকথা, তাবলীগ জামাতের ব্যাপারে দেওবন্দের মূল্যায়নই যদি এমন হয় তাহলে তাবলীগ জামাতের গোমরাহির সীমা কোথায় পৌঁছে গেছে তা সহজেই আঁচ করা যায়...

আল্লাহ তা'আলা তাবলীগ জামাত ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের হিদায়াত নসিব করুন। আমিন।

#ফতোয়াটি পড়ুনঃ

বর্তমান তাবলীগ জামাতের গোমরাহির ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া পড়ে না থাকলে পড়ে নিন - <http://bit.ly/2ioSd03>

দ্বিতীয় ফতোয়াঃ সাদ সাহেবের গোমরাহির ব্যাপারে

=====

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ হক্কানি উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণের আবদার হলো, জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্কালাবি সাহেবের চিন্তাচেতনার ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দ নিজেদের মতামত যেনো স্পষ্ট করে দেয়।

হালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নির্ভরযোগ্য বেশ কয়েকজন উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে চিঠিও মিলেছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকেও দারুল উলুম দেওবন্দের ইফতা বিভাগে প্রশ্ন এসেছে বহু।

তাবলিগের ভেতরকার মতনৈক্য ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনাকথা আলোচনা বৈ সরাসরি পেশ করতে চাই,

গেলো বছর কয়েক ধরে ইস্তিফতা ও পত্র মারফত মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্কালাবি সাহেবের মতাদর্শ-চিন্তাচেতনা সম্পর্কিত তথ্য দারুল উলুম দেওবন্দে মেলে। সেগুলো যাচাইয়ের পর স্পষ্টভাবে তার বয়ানে কোরআন ও হাদিসের ভুলত্রুটি তথা মারজুহ ব্যাখ্যা, গলদ ইস্তিদলাল, মনগড়া ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়।

কিছু কথায় আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বেয়াদবিমূলক আচরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ অনেক ব্যাপার এমন রয়েছে, যার ফলে আলোচ্য ব্যক্তি জমহুরে উম্মাহ ও ইজমায়ে সালাফের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যেতে থাকেন।

বেশকিছু ফিকহি মাসায়েলেও তিনি গ্রহণযোগ্য দারুল ইফতাসমূহের দেয়া ফতোয়ার বিপরীত মূলনীতিহীন মত কায়ম করে আমজনতার সামনে তাগিদে সঙ্গ বয়ান করে থাকেন। তাবলিগ জামাতের কাজের গুরুত্ব তিনি এভাবে বয়ান করে থাকেন, যার মাধ্যমে দীনের অন্যান্য শাখার ওপর কঠোরভাবে দোষত্রুটি আরোপ করা এবং হীনতা প্রদর্শিত হয়; সালাফে সালাহিনের দাওয়াতি পুরোনো পন্থার রদ ও অস্বীকার লাজিম আসে। ফলে আকাবির ও আসলাফের মাহাত্ম্যও ঘাঁটতি, হীনতা প্রদর্শিত হয়।

তার এই মতাদর্শ তাবলিগজামাতের সাবেক দায়িত্বশীল হজরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ., হজরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ., হজরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব রহ.-এর একেবারে বিপরীত।

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের বয়ানসমূহের যতোটুকুন আমাদের অবধি পৌঁছেছে, আর যেগুলোর সম্বন্ধ তার প্রতি সত্যই প্রমাণিত হয়েছে, তার মধ্য থেকে কিছু এমন -

(#সাদ_সাহেবের_গোমরাহ_বক্তব্যের_কিছুখতুলে_ধরা_হলো)

০১. রাব্বুল আলামিনের ডাকে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম নিজ কওম ও জামাত ছেড়ে একাগ্রতায় চলে যান। ফলে বনী ইসরাইলের ৫ লাখ ৮৮ হাজার মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। মূল তো ছিলেন তিনিই। আর তিনিই ছিলেন দায়িত্বশীল। মূল যিনি, তার থাকা চাই। হজরত হারুন আলাইহিস সালাম তো ছিলেন তার সহযোগী।

০২. নকল ও হরকত তওবার পূর্ণতা ও আত্মশুদ্ধির জন্য। তওবার তিনটে শর্ত তো লোকে জানে। কিন্তু চতুর্থটি কারোর জানা নেই। ভুলে গেছে। আর সেটি হলো আল্লাহর পথে বের হওয়া। এটিকে মানুষ ভুলিয়ে দিয়েছে। নিরানবইভাগ খুনির সাক্ষাৎ কোনো পাদ্রীর সঙ্গে হয়েছে। পাদ্রী তাকে নিরাশ করেছে। এরপর তার দেখা এক আলেমের সঙ্গে হয়েছে। আলেম তাকে বলেছে, ‘তুমি অমুক বস্তিতে বেরিয়ে পড়ো।’

অতঃপর সেই খুনি বেরোলো। আর আল্লাহ তা'য়ালার তওবা কবুল করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, তওবার জন্য আল্লাহর পথে বেরোনো শর্ত। অন্যথায় তওবা কবুল হয় না। এই শর্তটি মানুষ ভুলে গেছে। অন্য তিনটে শর্ত বয়ান করে কেবল। অথচ চতুর্থ শর্ত অর্থাৎ আল্লাহর পথে বেরোনোর শর্তটি ভুলে গেছে একেবারেই।

০৩. হেদায়েতপ্রাপ্তির স্থল একমাত্র মসজিদ। যেখানে কেবল ধর্মীয় পড়াশোনা হয়, তাদের সম্পর্ক যদি মসজিদের সঙ্গে কায়েম না হয়, তাহলে আল্লাহর শপথ সেখানেও দীন রয়েছে বলে ধরা হবে না। সেখানে ধর্মীয় পড়াশোনা হতে পারে, কিন্তু দীন বা ধর্ম হবে না।

(এই চয়নে মসজিদের সম্পর্কের সঙ্গে তার উদ্দেশ্য মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া নয়। এজন্য এ কথা তিনি মসজিদের গুরুত্ব এবং দীনের কথা মসজিদেই নিয়ে করার ব্যাপারে নিজের বিশেষ মতাদর্শ বয়ানকালে বলেন। যার বিস্তারিত অডিও বিদ্যমান। তার এই দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে গেছে এমন, দীনের কথা মসজিদের বাইরে বলা সুনতের বিপরীত; আশ্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরামের মতাদর্শের খেলাফ)।

০৪. পারিশ্রমিক নিয়ে দীন শেখানো দীন বিক্রির নামান্তর। ব্যভিচারকারী, কোরআনে কারিম শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর আগে জান্নাতে যাবে।

০৫. আমার মতে ক্যামেরা সিস্টেম মোবাইল পকেটে রাখাবস্থায় নামাজ হয় না। উলামায়ে কেরাম থেকে যতো ইচ্ছে ফতোয়া নাও, ক্যামেরা সিস্টেম মোবাইলে কোরআনে কারিম শোনা, দেখে দেখে পড়া কোরআনে কারিমের অপমান করার মতো। এর দ্বারা গোনাহ বৈ সওয়াব মিলবে না। এর কারণে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারিমের ওপর আমল করা থেকে বঞ্চিত করে দেবেন।

যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে বৈধতার ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তারা নিঃসন্দেহে 'উলামায়ে স'। তাদের মন-মস্তিস্ক ইহুদি, খৃস্টানদের চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত। তারা একদম মূর্খ আলেম। আমার মতে যে আলেম এর বৈধতার ফতোয়া দেয়, আল্লাহর শপথ! তার অন্তর আল্লাহ তায়ালায় কালামের মাহাত্ম্যশূন্য। এ কথা আমি এজন্য বলছি, আমায় একজন আলেম জিজ্ঞেস করেছেন, 'এতে অসুবিধে কী?' আমি বলছি, 'আসলে এই আলেমের অন্তর আল্লাহ তা'য়ালার বড়ত্বশূন্য; চাই তার বুখারি শরিফই মুখস্থ হোক না কেনো। আরে, বুখারি শরিফ তো অমুসলিমদেরও মুখস্থ থাকতে পারে।

০৬. কোরআনে কারিম বুঝে বুঝে পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। যে এই ওয়াজিব ছেড়ে দেবে, তার ওয়াজিব ছেড়ে দেবার গোনাহ মিলবে।

০৭. আমার আফসোস হয় তখন, যখন কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় 'তোমার ইসলাহি সম্পর্ক কার সঙ্গে?' কেনো বলুন না তখন, আমার ইসলাহি সম্পর্ক এই দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের সঙ্গে! এ কথার ওপর বিশ্বাস করো, দাওয়াতের কাজ তরবিয়তের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং জামিন তথা দায়িত্বশীল। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কর্মীদের পা তোলার মূল কারণ এটাই। আমার তো সেসব লোকের জন্য চিন্তা হয়, যারা এখানে বসে বলে- ছয় নম্বর পূর্ণ দীন নয়।' নিজের দইকে নিজেই টক বর্ণনাকারী কখনও ব্যবসা করতে পারে না।

আমার বড় আফসোস হলো, যখন আমাদের একজন তাবলিগি ভাই আমায় বললো, 'আমার এক মাসের ছুটি দরকার। অমুক শায়খের সঙ্গে এতেকাফের উদ্দেশ্যে যেতে হবে। আমি বললাম, আজ অবধি তোমরা

দাওয়াত ও ইবাদতকে এক করো নি। তোমাদের কমপক্ষে চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেলো তাবলিগের কাজে। এতোদিন পর একজন এসে এভাবে বলে- ‘আমার ছুটি প্রয়োজন। এক মাস এতেকাফের জন্য যেতে চাই।’ আমি বললাম, যে ইবাদতের জন্য দাওয়াত থেকে ছুটি চাচ্ছে, সে দাওয়াত বিনে ইবাদতে উন্নতি করতে পারে কী করে?

আমি পরীক্ষারভাবে বলছি, আমালে নবুওয়াত এবং আমালে বেলায়েতের মাঝে যেই পার্থক্য, সেটি কেবল নকল ও হরকত না হবার।

আমি স্পষ্টভাবে বলছি, আমরা কেবল দীন শেখবার জন্য তাশকিলে বেরোই না। কারণ দীন শেখবার তো আরও পথপন্থা রয়েছে। সুতরাং তাবলিগে বেরোনোটা কেনো জরুরি? দীনই তো শেখা দরকার। মাদরাসা থেকে শেখো, খানকা থেকে শেখো।”

(#সাদ_সাহেবের_বক্তব্য_শেষ)

তার বয়ানের কিছু এমন অংশও পৌঁছেছে, যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের মতে দাওয়াতের প্রশস্ত বুকের ভেতর কেবল তাবলিগি জামাতের বর্তমান ব্যবস্থাপনাই অন্তর্ভুক্ত। একে কেবল তিনি আশিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবায়ে কেরামের পথপন্থার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন। আর এই বিশেষ সিস্টেমকে সুন্নত ও হুবহু আশিয়ায়ে কেরামের মেহনতের মতো সাব্যস্ত করেন। অথচ উম্মতের সর্বসম্মত মাসলাক হলো, দাওয়াত ও তাবলিগ একটি সামগ্রিক বিষয়।

শরীয়তে যার এমন কোনো বিশেষ পদ্ধতি আবশ্যিক করা হয়নি, যা পরিত্যাগের ফলে সুন্নত ছেড়ে দেয়া সাব্যস্ত হয়। বিভিন্ন কালে দাওয়াত ও তাবলিগের নানান পদ্ধতি ছিলো। কোনো যমানায়ই দাওয়াতের দায়িত্ব থেকে কোনোরূপ একপেশে আঞ্জাম প্রকাশ পায়নি।

সাহাবায়ে কেরামের পরে তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন আইম্মায়ে কেরাম, মুজতাহিদিন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মাশায়েখ, আওলিয়ায়ে কেরাম এবং নিকটতম সময়ে আমাদের আকাবিরে কেরাম দুনিয়ায় দীন কায়েম রাখতে নানামুখী পথপন্থা অবলম্বন করেছেন।

সংক্ষিপ্ততার কারণে আমরা এই সামান্য কথাগুলিই পেশ করলাম। এছাড়াও এমন অনেক কথাও আমাদের অবধি পৌঁছেছে, যা জমহুর উলামায়ে কেরাম থেকে দূরে সরে একটি নব উদ্ভাবিত বিশেষ মতাদর্শের প্রমাণবাহক। তার এসব কথা ভুল হওয়াটা একদম স্পষ্ট। সেজন্য এখানে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই।

এর আগেও দারুল উলুম দেওবন্দের তরফ থেকে বার কয়েক পত্র মারফত এবং দারুল উলুম দেওবন্দে তাবলিগের ইজতেমাকালে বাংলা অলি মসজিদের প্রতিনিধিদলের সামনেও এসবের ওপর মনোযোগ দেবার কোশেশ করানো হয়েছিলো। কিন্তু সেসব চিঠিপত্রের আজ অবধি কোনো জবাব মেলে নি।

তাবলিগজামাত একটি খালিস ধর্মীয় জামাত। যা আমল ও মাসলাক হিসেবে জমহুরে উম্মাহ ও আকাবিরের পদ্ধতি থেকে দূরে সরে গিয়ে সংরক্ষিত থাকতে পারে না। আশিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে বেয়াদবিমূলক মন্তব্য, উল্টো ধ্যানধারণা, মনগড়া তাফসির, হাদিস-আসারের মনগড়া ব্যাখ্যার সঙ্গে হক্কানি উলামায়ে কেরাম কখনও ঐক্যমত পোষণ করতে পারেন না।

আর এর ওপর চূপ থাকাও যায় না। কারণ এধরনের চিন্তাচেতনার ফলে পরবর্তীতে পুরো তাবলিগ জামাতকে হকপথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়ার মতো হয়। যেমনিভাবে আগেও কতক ইসলামি ও দীনি জামাতের সঙ্গে এমন ঘটনাই ঘটেছে।

এজন্য আমরা এসব উত্থাপিত প্রশ্নের আলোকে উম্মাহ বিশেষকরে সাধারণ তাবলিগি ভাইদেরকে এ কথাগুলি সম্বন্ধে অবহিত করানোকে নিজেদের কর্তব্য মনে করছি, মৌলবি মুহাম্মদ সাদ সাহেব স্বল্প ইলমের কারণে নিজের চিন্তাভাবনা, মতাদর্শ এবং কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যায় জমহুর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সঠিক পথপন্থা থেকে সরে যাচ্ছেন। যা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতার পথপন্থা। এ কারণে এসবের ওপর চূপ থাকাটা সমীচীন নয়। কারণ যদিও এই চিন্তাচেতনা একজনের, কিন্তু এসব সাধারণ মানুষের মাঝে খুব প্রবল বেগে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

জামাতের হালকায় প্রভাবিত ইতিদালি মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলদেরকেও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আকাবিরের প্রতিষ্ঠিত এই জামাতকে জমহুর উম্মাহ ও আকাবির দায়িত্বশীলদের পথপন্থায় কায়ম রাখবার আশ্রয় কোশেচ করুন।

আর মৌলবি মুহাম্মদ সাদ সাহেবের যে ভ্রান্ত চিন্তাচেতনা সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে, সেসব সংশোধনের পূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যান।

যদি এর ওপর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে আশঙ্কা হয়, আগামীতে তাবলিগ জামাতের কারণে উম্মাহর একটি বৃহৎ অংশ #পথভ্রষ্টতার শিকার হয়ে #গোমরাহ_দলের রূপ নেবে।

আমাদের প্রার্থনা হলো, রাব্বুল আলামিন যেনো তাবলিগ জামাতের হেফাজত করেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাবিরের পথে একনিষ্ঠভাবে জারি ও প্রবহমান রাখেন। আমিন। সুম্মা আমিন।

পুনশ্চ : আগে এধরনের অগ্রহণযোগ্য কথাবার্তা তাবলিগ জামাতের কিছু লোকের থেকে প্রকাশ পেয়েছিলো। সেকালে উলামায়ে দেওবন্দ, যেমন হজরত শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. ও অন্যান্যরা তাদের সতর্ক করেন। তারা থেমে গেছেন। কিন্তু এখন স্বয়ং দায়িত্বশীলই এধরনের, বরং এরচেও বড়ধরনের কথাবার্তা (যেমনি উপরোল্লিখিত আলোচনায় স্পষ্ট) বয়ানে উল্লেখ করছেন, তাকে সতর্কও করানো হচ্ছে, কিন্তু তিনি ভ্রক্ষেপই করছেন না।

ফলে সাধারণকে এধরনের ফেৎনা থেকে রক্ষা করতে এই সিদ্ধান্ত ও ফতোয়ার সত্যায়ন করা হলো।

দারুল ইফতা,
দারুল উলুম দেওবন্দ,
ইউ পি, ভারত।

মূল উর্দু ফতোয়াঃ <http://darulifta-deoband.com/home/ur/Dawah--Tableeg/147286>

অনেকেই হকের উপরে থাকার দাবি করেন। হকপত্নী হবার, সঠিক পথের উপর থাকার দাবি করেন। কেউ কেউ হককে নিজেদের উপাধি বানিয়ে নেয়। কেউ অতীত কৃতিত্ব কিংবা গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে বর্তমানকে ভুলে যেতে চায়।

আর আমরা সাধারণ মানুষেরা, বোকাসোকা, সাধাসিধে, গোবেচারারা...যা আমাদের বোঝানো হয় তাই বুঝে যাই। যে বুঝে গেলানো হয় তাই গিলে যাই। যখন চোখ বন্ধ করতে বলা হয়, শক্ত করে চোখ বন্ধ করে ফেলি। যখন শুনতে মানা করা হয় তখন শক্ত দু হাতে কান চেপে ধরি। আর কিছু বলার তো প্রশ্নই আসে না। আফটার অল যাদের নামই হক তাদের উপর কথা কিভাবে বলা চলে? আমরা কি অমুকের চেয়ে বেশি বুঝতে পারি?

কিন্তু কিছু সময় আছে যখন এই লুকিয়ে থাকা বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যায়। নগ্নভাবে, কদর্য বাস্তবতা এমনভাবে চোখের সামনে চলে আসে, এতো প্রকটভাবে মাথার ভেতরে বাস্তবতাকে গেথে দেয় যে তারপর চোখ বন্ধ করার পরও মাথা থেকে সেই নগ্ন, কদর্য, বাস্তবতাকে সরানো যায় না। আর তখন সাধাসিধে, বোকাসোকা লোকগুলোই বুঝতে পারে মুখে হকের দাবি আর হকের অনুসারী এক না। তখন গোবেচারারাও বুঝতে পারে অতীতের কৃতিত্ব দিয়ে বর্তমানের অধঃপতনকে ঢাকা যায় না।

মানুষ বুঝতে শেখে তাহরীফ-তাউয়ীল করে কখনো হকের সংজ্ঞা পাল্টে দেওয়া যায় না। বোকারাও বুঝে যায় সারা গায়ে ইরজার ব্যধি নিয়ে, মাথাবিহীন তাওহীদের ফেরিওয়ালা হয়ে আর যাই হোক হক্কানিয়্যাতের দাবিদার হওয়া যায় না। আর সবসময় কিছু কিছু মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা গেলেও সব সময় সব মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। বলেছিলাম বছরের সেরা চমকটা থাকছে বছরের শেষে। একটু দেরি হয়ে গেলেও আল্লাহর ইচ্ছায় কথা রাখতে হাজির।

"এদেশের কওমি আলেমদের মতে দেওবন্দীরা কি সম্ভ্রাসী?"

ইউটিউবে দেখুন- <https://youtu.be/8SkVgW7qDBw>

#ইরজা

#সরকারপন্থি_আলেম

বর্তমান বিশ্বের অবস্থা তো আরও ভয়ঙ্কর।
নিজেদের মুসলিম দাবি করে - এমন লোকেরাও আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে পূর্বপুরুষদের
মনগড়া আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে। হয়তো পূর্বের সেসব লোকেরা প্রতাপশালী
ব্যক্তি ছিলো, যাদের কথা সবাই মেনে নিত।

আর তারা মনে করত কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে এভাবেই শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করা উচিত;
অথচ এটা হলো সুস্পষ্ট কুফুরি!

অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে দাবি করে, অথচ তারা আলাহর আইন অনুযায়ী
শাসন পরিচালনা করে না;
বরং প্রচলিত প্রথা ও নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রণীত বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে।
ইসলামি শারীআহ ছাড়া অন্য আইন দ্বারা শাসন পরিচালনা করা যে অবৈধ, তা তাদেরকে
জানানো সত্ত্বেও তারা তা মেনে নেয় না; বরং অন্য আইন দ্বারা শাসন পরিচালনাকে তারা বৈধ মনে করে।
অতএব তারাও কাফির।

- সালিহ আল ফাওজান, আকিদাতুত তাওহিদ, পৃষ্ঠা ১৬৪ -

আমাদের ভূমির যে সকল আলেমরা নিজেদের সালাফি ও সালাফি আকিদার প্রচারক হিসেবে দাবী করেন
তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব -

সৌদি ইসলামি গবেষণা ফাতওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর সালিহ আল ফাওজানের আকিদা
দেখে নিন...

সিয়ান পাবলিকেশন্স প্রকাশিত 'আকিদাতুত তাওহিদ' এর অনুবাদ করেছেন ডক্টর মাঞ্জুরে এলাহি...

... বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেয়া হলো...

“সৌদি সরকার সম্পর্কে শারিয়া’হ-র রায়”

হে মুসলিম সমাজ, ফিতনা থেকে সতর্ক হয়েছেন তো ? •Friday, 6 January 2017

উত্তর প্রদানে -শায়খ আবু বাসির মুস্তফা আত-তারতুসি (হাফিজাহুল্লাহ)

প্রশ্নঃ

আমি মনে করি, সৌদি সরকারের অধীনে সৌদি আরবে যা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে, তা আপনার মত মানুষদের কাছে গোপন নয়। যদি আপনি (আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন) যুবকদের আবশ্যিক করণীয়গুলোর ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিতেন, বিশেষকরে সরকার যেহেতু ঈমান ও জিহাদের অনুসারীদের বন্দি অথবা হত্যা করার মাধ্যমে টার্গেট করা শুরু করেছে। এবং শায়খ ইয়ুসুফ আল উয়ায়রির ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল তাও আমাদের থেকে দূরে নয়। একারণে যুবকদের দলগুলো, সৌদি সরকার ইতিমধ্যে যা করেছে এবং ভবিষ্যতে যা করতে পারে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য কিছু সংখ্যক যুবক অস্ত্রশস্ত্র কেনা শুরু করেছে। অন্য কিছু যুবক সৌদি আরবে, আলজেরিয়াতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকা করেছে। আর তারা এটাও বুঝে যে একটা বিরাট ফিতনা ও হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হতে চলছে, বিশেষকরে যদি সরকার ইলম ও জিহাদের লোকদের দমন অব্যাহত রাখে। একারণে তারা নিজেদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র কেনা অপরিহার্য মনে করেছে-আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বিস্ফোরক পর্যন্ত। এবং গৃহযুদ্ধ বা বিপ্লব বা এ ধরনের ঘটনার বিবেচনায়, তাদের এবং তাদের নিজেদের পরিবারগুলো কে রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নেয়াটাকে তারা নিজেদের জন্য আবশ্যিক মনে করে।

এই যুবকদের প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদানকারীদের মধ্যে এবং তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অংশিদারীদের মধ্যে রয়েছেন উলামা মাশায়েখ, যাঁদেরকে তারা তাঁদের জ্ঞানের কারণে বিশ্বাস করেন এবং যাঁরা আরবের এবং নিজেদের চারপাশের বাস্তবতার সাক্ষী। কিন্তু আপনি জানেন (আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন) তাদের বাড়ী ঘর অবরোধ করা হয়েছে এবং তাদের অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দি করা হয়েছে। আর এমনটা করা হয় যখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়।

এমনকি সরকার এসব উলামাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও রচনা করেছে। যেমন তারা যখন শায়েখ আলী আল-খুদাইর, শায়খ নাসির আল-ফাহদ, এবং শায়খ আহমাদ আল-খালিদীকে গ্রেফতার করেছিল, তখন তারা এই মাশায়েখদের সাথে অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাওয়ার কথা প্রচার করেছিল! এবং এর পূর্বে সরকার তাদের বিরুদ্ধে সৌদি সরকারকে উৎখাত করার জন্য ‘মুওয়াহিদিন’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার অভিযোগ এনেছিল। এবং রিয়াদে বিস্ফোরণের পিছনে তাদের হাত রয়েছে- এমন অভিযোগ ও তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল, যদিও এই মাশায়েখরা উভয় অভিযোগই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হে শায়খ! যুবকরা সন্দেহহীন এবং একই সাথে ভীত। তাদের কি করা ফরজ তা জিজ্ঞাসা করতেও তারা ভয় পায়। এবং যদি তারা কাউকে প্রশ্ন করে তবে প্রশ্নের উত্তরে সে এড়িয়ে যায় অথবা সংক্ষেপে উত্তর দেয়। গ্র্যান্ড উলামা কমিটির গ্রহণযোগ্যতা অনেক যুবকের কাছেই হ্রাস পেয়েছে এবং তারা গ্যাভ উলামা কমিটির যেকোন সিদ্ধান্তকেই এমনভাবে দেখে যেন সিদ্ধান্তটি সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অথবা অন্য কোন মন্ত্রণালয়ের। একারণে আমরা আশা করি আপনি আমাদেরকে একটি ব্যাখ্যা দিবেন এবং উপদেশ দিবেন।

উত্তরঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সব কিছুর প্রভু।



প্রশ্নটি অনেক বড়। আমি আশা করেছিলাম সৌদি সরকার যুবকদের এ পরিমাণে চেপে ধরবে না যে তারা এইরকম প্রশ্ন করতে বাধ্য হবে। এবং আমি এর কাছাকাছি অনেক প্রশ্ন পেয়েছি। দুটি পবিত্র মসজিদ এবং এখানকার ইবাদতকারীদের দেখে আমি আশা করেছিলাম যে সরকার নিজেদের এই অবস্থায় ফেলবে না এবং তারা আমাদেরকে একাকি থাকতে দিবে যেভাবে আমরা তাদেরকে তাদের মত থাকতে দিয়েছি। কিন্তু সরকার শক্তি প্রদর্শন এবং আমাদের অপদস্থকরণ অব্যাহত রেখেছে এবং আমাদের প্রকাশ্য শত্রু হয়েছে এবং আরব উপদ্বীপ ও এর বাইরের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিশ্বের কাফির তাগুতদের প্রকাশ্য সাহায্য করছে। তারা এটা করছে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের নামে যদিও তারা নিজেরাই সন্ত্রাস ও অপরাধের হোতা। প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার জন্য নিচের ঘটনা গুলো উল্লেখ করা প্রয়োজনঃ

[১] সৌদি সরকার হচ্ছে কিছু হক্ক ও কিছু বাতিলের মিশ্রণ। এর হক্ক বিষয়গুলো মৌখিক দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন তাদের পতাকায় তাওহীদের চিহ্ন এবং তাদের দাবি যে তারা একটি সালাফি ইসলামি রাষ্ট্র এবং তারা শারিয়া'হ বাস্তবায়ন করে এবং অন্যান্য দাবিসমূহ, যেগুলোর ব্যাপারে আমরা আশা করেছিলাম তারা সত্য বলেছিল এবং এ দাবি গুলো এখনো অনেক মুসলমানদের প্রতারণিত করে চলছে।

আর এ সরকারের বাতিল বিষয়সমূহ বস্তুগত বাস্তবতায়, দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ঘটনাবলীতে অনেকটা স্পষ্ট। এই বাস্তব ঘটনাবলীই মৌখিক দাবির মোকাবিলায় সৌদি সরকারের প্রকৃত অবস্থার স্পষ্ট প্রমাণ।

এ সরকারের মিথ্যাচারের প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে নিচের ঘটনাবলীতেঃ

১. ক) এটা এমন একটা সরকার যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন করে না বরং তারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শাসন করে এবং বাকি ক্ষেত্রগুলোতে করে না। এ সরকার আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশে অবিশ্বাস করে। সৌদি আইন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি সহজেই যে কোন ব্যক্তির চোখে পড়বে। আর এটা অনেক শারিয়া'হ নুসুসি দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক; যে দলিলগুলো জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কুরআন এবং সুন্নাহ শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যিকতা নির্দেশ করে।

যেমন আল্লাহর বাণীঃ

“সুতরাং যে কোন বিষয়ে তোমরা যদি মতভেদ কর, তবে বিষয়টিকে ফিরিয়ে নাও আল্লাহ এবং রসুলের দিকে, যদি তোমরা সত্যই আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস কর। ইহাই অধিকতর কল্যাণকর এবং চূড়ান্ত বিবেচনায় উপযুক্ত”।

সুতরাং আল্লাহর বানী “যে কোন বিষয়ে” - এটি সাধারণ অর্থবোধক, যেটা মানুষ মতভেদ করতে পারে এমন যেকোনো বিষয়কে নির্দেশ করে।

১. খ) এটি একটি অপরিণত সরকার, দীর্ঘদিন ধরে যার শক্ত ধারণা এই যে, এটি এর টিকে থাকার জন্য নিজের উপর কিংবা এর জনসাধারণের উপর নির্ভর করতে পারে না। একারণেই অতীতে আল-সউদ তাদের হাত পেতেছিল ব্রিটিশদের নিকট- আর এমনটি করেছিল মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের অনুসারীদের ইখওয়ান আন্দোলনের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং রাজত্ব শক্তিশালী করার জন্য অবস্থা এমন ছিল যে সৌদি সরকারের প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশদের নিকট থেকে বেতন পেতেন যে তথ্যটি তার একজন নাতি পরিস্কার ভাবে বলে গেছেন।

আর আজকে আব্দুল আজিজের ছেলেদের নেতৃত্বে সরকার নিজেকে আমেরিকার কোলের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্কোপ করেছে, আমেরিকার নীতি অনুযায়ী চলছে, আমেরিকার প্রত্যেকটা আশা-আকাংক্ষা পূরণ

করছে, এই বিনিময়ে যে আমেরিকা সৌদি রাজত্বকে রক্ষা করবে, একে পরিত্যাগ করবে না অথবা পরিবর্তনের চেষ্টা করবে না। যদি এরা (সৌদি সরকার) এদের ইসলামের দাবিতে আন্তরিক হত এবং ভূখন্ডের রক্ষকের দাবিতেও তবে এরা নিজেদের ধার্মিক জনসাধারণ এবং ব্যাপক বস্ত্রগত সম্পদ কাজে লাগিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী সমূহের একটা তৈরি করতে পারত- ক্ষমতা ও দৃঢ় ঈমান সম্পন্ন একটা বাহিনী, যারা আমেরিকানদের অন্তরে আতংক সৃষ্টি করতে সক্ষম হত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা এর কিছুই করতে পারেনি। এ সরকারের অবস্থা অন্য আরেকটি আরব সরকারের মতই। জনগণের পক্ষ হতে সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা অথবা বিরোধিতা মোকাবিলায় একটি বাহিনী প্রস্তুত করার চাইতে বেশি কিছুই এ সরকার করেনি। এ সরকারের অবস্থা যেনঃ “আমার বিরুদ্ধে সিংহ, কিন্তু যুদ্ধে উট পাখি।”

১. গ) এ সরকার বর্ণভিত্তিক, জাতীয়তা ভিত্তিক (আঞ্চলিকতার উপর)। এ সরকার অন্য জাতির সাথে এই অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে জোট বাধে এবং বিরোধিতা করে। এ সরকার আল্লাহর বান্দাদের অধিকার ও দায়িত্ব সমূহ সৌদি জাতীয়তা ও সৌদি ভূখন্ডের সীমানার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করে। এর অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের ভিত্তি আক্কাবাহ ও দ্বীন নয়। একই কথা প্রযোজ্য অন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারেও।

আর এটি একটি স্পষ্ট কুফর বা কুফর বাওয়াহ। “সৌদি স্থায়ী ফাতওয়া কমিটি” (আল-লাজনাহ আদ-দায়ীমাহ) তাদের একটি ফতওয়াতে বলেছেঃ

“যে কেউ ইহুদী, খ্রিস্টান, এবং অন্য অবিশ্বাসীদের জাতীয়তা ব্যতীত আর কিছু দিয়ে মুসলমানদের থেকে আলাদা করে না এবং তাদের সকল বিসয়সমূহ এক করে ফেলে, সে একজন কাফির।”

এবং ফতোয়াটিতে তারা সত্য বলেছেন কিন্তু সম্মানিতদের নিকট আমাদের প্রশ্ন হলঃ সৌদি সরকার কি এরকম নয়? আপনারা ফতোয়াটিতে যেমন বলেছেন, সৌদি সরকার কি তার তুলনায় ভিন্ন রকম? ব্যাপারটা কি এমন নয় যে কাফির, যিন্দিক সৌদি জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত থাকার কারণে- নির্দিষ্ট অধিকার, সুবিধা, আনুকূল্য পেয়ে থাকেন যা সৌদি আরবের বাইরের একজন শায়খুল ইসলামও পান না?

একাকী অবিবাহিত নারীদের সমস্যা এর চূড়ায় পৌঁছেছে কিন্তু এ স্বত্ত্বেও সৌদি আইন অনুযায়ী একজন সৌদি মহিলা, সৌদি আরবের বাইরের একজন পুরুষ, যার দীন ও চরিত্র সম্পর্কে ঐ মহিলা সন্তুষ্ট, তাকে বিয়ে করতে পারে না। একইভাবে একজন সৌদি পুরুষ ও সৌদি আরবের বাইরের একজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পৌঁছায় এবং আরও কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে এবং রাজ কতৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি লাভ করে, যদিও এসব শর্তের সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রমাণ নেই।

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য বলেছেন যখন তিনি বলেছেন,

“তোমরা যদি বিয়ে না কর তবে জমিনে ফিতনা এবং ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত মন্দ দেখা দিবে।”

১. ঘ) মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে যে সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখি সেগুলোর ব্যাপারে সৌদি সরকার তার সেনা বাহিনী সাথে নিয়ে সত্যিকার অর্থে অথবা ভনিতা করেও কোন সমর্থন দেখায়নি। আমাদের একটা ইসলামি জিহাদি আন্দোলন দেখান যারা মুসলিমদের ভূখন্ডে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা কায়ম করতে চেয়েছে এবং তাগুতের অত্যাচার দূর করতে চেয়েছে এবং এই কাজে তাদেরকে, সৌদি সরকার অথবা এর আর্মি সমর্থন করেছে (সাধারণ সৌদি মুসলিমরা ব্যতীত)। শত শত মুসলিমদের তাদের নিজেদের ভূখন্ডে হত্যা করা হয়েছে তাদের জমিজমা অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে।

এসব কিছু প্রতি সৌদি সরকার ও এর আর্মির অবস্থান কিরূপ ছিল? কিছু না তারা সর্বোচ্চ যা করতে পারত তা হল মাশায়খদের ওইসব নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য দুয়া করার অনুমতি প্রদান অথবা সাধারণ মুসলিমদের রাগ প্রশমিত করার জন্য আর্থিক সাহায্যের জন্য টাকা সংগ্রহ করে, অতঃপর সেই টাকা মুসলিমদের হত্যাকারী রাষ্ট্রসমূহের সরকারের কাছে পাঠানো যেমনটা ঘটেছিল যখন চেকনিয়ার মুসলিমদের জন্য সৌদি মুসলিমদের দেওয়া টাকা ঘাতক রাশিয়ান সরকারের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল যাতে এই ঘাতকরা মুসলিমদের উপর যে নিষ্ঠুরতা ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তা আরও বাড়তে পারে!

আমাকে বলুন-মাত্র একবার হলেও সৌদি সরকার ও এর আর্মি কখনও আল্লাহর জন্য রাগ প্রদর্শন করেছে। হিন্দুরা ভারতে এবং কাশ্মিরে বছরের পর বছর ধরে মুসলমানদের হত্যা করেছে। এরপরও সৌদি সরকার ভারতের সাথে পূর্ণাঙ্গ কূটনীতিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে। রাশিয়ান ক্রুসেডারদের হাতে অনেক বছর যাবত চেকনিয়ার মুসলমানরা নিহত হচ্ছে এরপরও সৌদি সরকার রাশিয়ানদের সাথে পূর্ণাঙ্গ কূটনীতিক সম্পর্ক চালু রেখেছে। ফিলিপাইনে মুসলমানরা বছরের পর বছর ধরে ফিলিপাইনের ক্রুসেডারদের হাতে মারা যাচ্ছে। কিন্তু সৌদি সরকার ফিলিপাইনের সাথে পূর্ণাঙ্গ কূটনীতিক সম্পর্ক চালু রেখেছে। এমনকি সৌদি সরকার তাদের কাছ থেকে সহযোগিতাও চায়, যেন কোন অপরাধই তারা করেনি! এমনকি কম্যুনিস্ট চীনের সাথেও সৌদি সরকারের ভাল কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব রয়েছে। এরকম উদাহরণ আরও অনেক রয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে লড়াইরত অনেক রাষ্ট্র রয়েছে। এদের মধ্যে থেকে একটি রাষ্ট্র দেখান যার সাথে সৌদি সরকার সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, ঐ রাষ্ট্রের ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণে। নাই, এমন কোন উদাহরণ নাই।

এটা এমন একটা সরকার যা আল্লাহর জন্য রাগ প্রদর্শন করে না, একবারের জন্যও না একবারের জন্যও আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা দেখায় না! এ সরকারকে কিভাবে ইসলামিক বলা যাবে? কিভাবে? কিভাবে এই বাস্তব ঘটনা গুলোর সাথে তাদের কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন করার দাবির বৈপরীত্য দূর করা সম্ভব?

১. গ) উম্মাহর বিরুদ্ধে, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে কোন যুদ্ধে উম্মাহর শত্রুদের সাথে পরিস্কার মিত্রতা এ সরকার কখনও গোপন করেনি যেমন দেখুন আমেরিকাকে, যা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর লড়াই চালাচ্ছে তারা মুসলিমদের ভূমি আক্রমণ ও দখল করেছে এসঙ্গেও আমেরিকা এ সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ছাড় এবং সব ধরনের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে এমনকি সৌদি সরকার মুসলিমদেরকে মসজিদে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে দুয়া করতে নিষেধ করেছে। আর আরব উপদ্বীপে আমেরিকার সামরিক ঘাটির খবর আমাদের থেকে দূরে নয়!

১. চ) এটা এমন একটা সরকার যারা আল্লাহর পথে জিহাদ কে সমূলে শেষ করেছে। এ সরকারের শব্দ ভাঙার ও চিন্তা-ভাবনা থেকে জিহাদ মুছে ফেলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, এ সরকার এর নিজের লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে, তাদের দমন করেছে, উলামাদের বন্দী করা হয়েছে। এবং এ সরকার একটি আর্মি তৈরি করেছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য সিংহাসন ও সরকারের রাজত্বের সংরক্ষণ।

১. ছ) এ সরকার জাতিসংঘ ও অন্যদের থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সংস্থা, সংবিধান, জোট, এবং চুক্তিতে প্রবেশ করেছে-যে গুলোর প্রত্যেকটাই আল্লাহর শারিয়্যা'র স্পষ্ট বিরোধী।

১. জ) এ সরকার অনেক টিভি চ্যানেল পোষে এবং অর্থায়ন করে। এ টিভি চ্যানেল গুলো অনৈতিকতা ও কুফর প্রচার করে। একইভাবে এ সরকারের অধীনে এবং এর আর্থিক সাহায্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন চলছে। এগুলো কুফর, নাস্তিকতা, এবং ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচার করেছে

এবং এগুলো লোকজনের কাছে সুপরিচিত। সুতরাং এ প্রচার মাধ্যম গুলোর এবং এগুলো যা প্রচার করছে তার জন্য সরকারই দায়ী। যখন সৌদি রাজা কে অপমান করা হয় অথবা তার মর্যাদা কে প্রশ্ন বিদ্ধ করা হয়, তখন এ সরকার দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে খুঁজে বের করে এবং তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্যাতন, বন্দিকরণ, এবং শাস্তি দেয়া হয়, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু যখন প্রকাশ্য দিবালোকে আল্লাহকে অপমান করা হয়- যেমনটা করা হয়েছে সৌদি জিন্দিক তুর্কি আল-হামদ লিখিত গল্প “আল কারাদিব”- এ। যাতে বলা হয়েছেঃ “সুতরাং আল্লাহ এবং শয়তান হল একই আবিষ্কারের দুই রূপ”- তাকে কোন ধরনের অভিযোগ বা জবাবদিহিতা ছাড়া তার ইচ্ছামত মুক্তভাবে চলতে দেয়া হয়েছে দেশ জুড়ে এমনকি তার লিখিত কুফর এবং ভ্রান্ত মতবাদে পূর্ণ বই রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে প্রকাশ করা হয়!! আপনি চিন্তা করুন যদি বলা হতঃ “ফাহাদ অথবা ক্রাউন প্রিন্স এবং শয়তান হল একই আবিষ্কারের দুই রূপ”, তবে কি লেখক এক রাতও তার বাড়িতে ঘুমাতে পারত? অথবা ঐ লেখকের বই প্রকাশ ও বিপণনের অনুমতি দেয়া হত?

এটাই কি তাদের দাবীকৃত তাওহীদী রাষ্ট্র? শাসনকারী রাজা কি মর্যাদায় আল্লাহর চাইতে বড় এবং উচ্চতর? এবং যদি বলা হয়, হতেও পারে রাজা, আল্লাহকে অপমান করার ঘটনাগুলো জানেনা।

এর জবাব হচ্ছেঃ তবে কিভাবে তারা এমন সবাইকে জানে, যারা তাদের রাজা অথবা কোন প্রিন্সের ব্যাপারে কথা বলে, এমনকি যদিও তার কথা গোপনে টেলিফোনেও হয় কিন্তু যা লিখে ছাপানোর পর বিলি করা হয় তার ব্যাপারে তারা (সরকার) কিভাবে অজ্ঞ থাকে? আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সত্য বলেছেন যখন তিনি বলেছেনঃ

“মানুষের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নেয়, তাদেরকে সেভাবে ভালবাসে যেভাবে আল্লাহকে ভালবাসে। এবং যারা বিশ্বাসী তাদের আল্লাহর জন্য অধিক ভালবাসা রয়েছে এবং যদি অত্যাচারীরা দেখত যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, যে সকল ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অতি কঠোর।”

এবং আল্লাহ বলেছেনঃ “তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর না, যখন তিনি তোমাদের ধাপে ধাপে সৃষ্টি করেছেন?”

১. বা) সৌদি শাসক এবং প্রিন্সরা উম্মাহর সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালন করে। একারণে এ সম্পদের একটি অংশ শাসক এবং প্রিন্সদের পকেটে এবং পেটে ঢুকে যার মাধ্যমে তারা নিজেদের কামনা বাসনা ইচ্ছামত পূরন করতে পারে... এবং তারা প্রশ্ন ও জবাবদিহিতার উর্দে, যত বেশি পরিমাণই তারা খরচ করুক না কেন... এবং তারা এ জিজ্ঞাসার উর্দেঃ “তুমি এটা কোথায় পেলে?” এবং উম্মাহর সম্পদের একটা বড় অংশ উম্মাহর শত্রুদের পকেটে এবং স্বার্থ পূরনে ঢালা হয়... আর অসহায়, অত্যাচারিত মানুষগুলো যারা কোন কিছু করতে পারে না, তাদেরকে অপচরী, অত্যাচারী তাগুতদের টেবিলে উচ্ছিষ্ট থাকা খাবারের উপর ছেড়ে দেয়া হয়!

সুতরাং, সৌদি সরকারের এই সবগুলো রূপ একসাথে (এবং আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো উল্লেখ করা হয় নাই) আমাদের এ সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে, সৌদি সরকার একটি কাফির সরকার। ইসলাম হচ্ছে পর্বতের এক উপত্যকায় আর আল-সউদের সরকার রয়েছে পর্বতের অন্য উপত্যকায়।

একইভাবে প্রত্যেকেই, যারা এই সরকারের সমর্থক, রক্ষক, এবং এ সরকারের বৈধতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারী এবং এদের মধ্যে রয়েছে রাজা, প্রিন্সরা এবং এদের সাথে সংযুক্তরা যারা এদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, তারা প্রত্যেকেই কাফির এবং মুরতাদ।

যে কেউ আল্লাহর দীন সম্পর্কে জানে এবং এ সরকার ও এর সমর্থকদের বাস্তবতার কথা জানে, তার এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকা মানায় না। এবং আমরা সৌদি সরকার সম্পর্কে যা বলি, এর অত্যাচারী আর্মি সম্পর্কেও একই কথা বলি।

কারণ, অন্যান্য আরব দেশগুলোর আর্মিদের মত এ আর্মিও একমাত্র উদ্দেশ্য তাগুতদের সাহায্য করা এবং এদের সিংহাসন এবং স্বার্থ সংরক্ষণ করা। সুতরাং এটা এমন একটা আর্মি যা শাসনকারী তাগুতের নির্দেশ মত চলে এবং এ আর্মির বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ভিত্তি ও হল তাগুত শাসক।

তাগুত শাসক যাদের সাথে শান্তি স্থাপন করে, এই আর্মিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করে যদিও যাদের সাথে শান্তি স্থাপন করা হয়েছে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইরত কাফিরও হয়। এবং তাগুত যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এই আর্মিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যদিও যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, সে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল মানুষও হয়।

এটা অজ্ঞাত যে এই আর্মি আল্লাহর পথে একবারের জন্য হলেও যুদ্ধ করেছে! যদিও অনেকগুলো যুদ্ধক্ষেত্র রয়েছে...। একারণে এই ধরনের একটা আর্মিকে ইসলামি আর্মি বলা অসম্ভব, যদিও এর অধিকাংশ সৈন্য এবং কমান্ডাররা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং একারণে তাদের মধ্যকার কেউ কেউ রেহাই পেতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই আর্মির গঠন এবং উদ্দেশ্যের বিচারে এই আর্মিকে ইসলামি বলা অসম্ভব। অথবা একথা বলাও অসম্ভব যে এই আর্মি আল্লাহর পথে লড়াই করে আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার জন্য।

[২] সৌদি সরকার সম্পর্কে দেয়া এ ফতোয়াটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এবং ফতোয়াটি ইহা নির্দেশ করে না যে সৌদি সরকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারী প্রত্যেকেই অথবা এর প্রত্যেক সমর্থকই আবশ্যিকভাবে কাফির। এর কারণ হচ্ছে অনেকের এ সরকার সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে। এই ভুল ধারণাগুলি প্রচার করেন কিছু মাশায়েখ এবং সরকারের এজেন্টরা।

একারণে এ ফতোয়াটি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করার জন্য আবশ্যিক হচ্ছে ‘কাউকে কাফির ঘোষণার’ শর্তসমূহ পূরণ হওয়া এবং ‘কাউকে কাফির ঘোষণার’ প্রতিরোধী কারণগুলো অনুপস্থিত থাকা। সরকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারী অনেকেই এ সরকার সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত বাস্তবতা গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ। অনেকেই সরকারের বাস্তবতা গুলো সম্পর্কে জানেন কিন্তু বিশ্বাস করেন না।

এবং অনেকেই সরকারের এ বাস্তবতা গুলো সম্পর্কে জানেন কিন্তু এটা জানেন না যে এগুলো একজন কে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়। অনেকেই জানেন যে এই কাজ গুলো একজন কে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, তথাপি তারা আপনাকে বলবেঃ “আমি আমাদের মহান শায়খদের অনুসরণ করি, তারা আমার এবং আপনার চেয়ে বেশি জানেন এবং তারা আমাকে একটি ফতোয়া দিয়েছেন যেটা আপনার ফতোয়া এবং ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন।”

এই সকল কারনে সরকার এবং তাগুত শাসকের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারী কোন ব্যক্তির উপর এ ফতোয়াটি প্রয়োগ করতে গেলে এইসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

[৩] সৌদি সরকারের উপর দেয়া ফতোয়াটি অন্য জায়গায় প্রয়োগ করা যাবে না যেমন সমগ্র সৌদি সমাজ অথবা এখানকার বিভিন্ন সংস্থার উপর প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ সৌদি সমাজ হল মুসলিমদের সমাজ এবং মানুষরা বেশিরভাগই ধার্মিক এবং তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।

[৪] সৌদি সরকার সম্পর্কে জ্ঞানী লোকদের মাঝে বিরাজমান ভুলগুলোর কিছু সংখ্যক কারণ রয়েছেঃ



৪.ক) একটি ভুল হল অনেক মাশায়েখ এবং দ্বীনের দিকে আহ্বানকারীরা সরকারের শুধু ভাল দিক গুলোই দেখেন এবং তারা সরকার থেকে এসবের বাইরে অন্য কিছু দেখতে চান না এবং গুনতেও চান না... এ কারনেই যখন তাদের কোন একজন কথা বলেন, আপনি তাকে বলতে গুনবেনঃ “ওয়ালিউল-আমর: আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন-মসজিদ নির্মাণের জন্য, কুরআন ছাপানোর জন্য এবং কুরআন হেফজ করার জন্য স্কুল নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন... এবং তিনি অমুক অমুক বই ছাপানোর আদেশ দিয়েছেন নিজের ব্যক্তিগত খরচে।”

এবং তিনি একাধিকবার বলবেনঃ “আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করি... এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর কেননা তিনি আমাদের এরকম একজন ইমাম এবং রাজা দিয়েছেন।” এবং এসব অসচেতন লোকেরা নিজেরা বিপথগামী হয়েছে এবং অন্যদের বিপথগামী করছে। এ সরকার যে পূর্বে উল্লেখিত কাজগুলোর বেশি কিছু করতে পারে না তা এসব অসচেতনদের নজর এড়িয়ে যায়। এসব লোকেরা এ সরকারের যেসব কাজের কথা উল্লেখ করেন সেই কাজগুলো অনেক মুরতাদ ধর্ম নিরপেক্ষ আরব সরকার ও করে থাকে, অথবা সেই কাজগুলোর চাইতে বেশি কাজও।

৪.খ) আরেকটি ভুল হল অনেক সৌদি মাশায়েখ এবং দ্বীনের দিকে আহ্বানকারীরা সৌদি সরকারের সাথে অন্য আরব দেশগুলোর সরকারের এবং এসব সরকার কর্তৃক ধর্মীয় নির্যাতনের তুলনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে সৌদি সরকার এসব সরকারের চাইতে হাজার গুন ভাল। এখান থেকে তারা সৌদি সরকারের প্রতি সম্ভ্রষ্ট হয়ে যান, এমনকি সরকারের সাথে সম্পর্ক বাড়াতেও পারেন। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হন এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করেন।

আমরা স্বীকার করি, সৌদি সরকারের পূর্বে উল্লেখিত ভুলগুলো থাকলেও এ সরকার অনেক আরব দেশের সরকারের চাইতে ভাল... কিন্তু এ ব্যাপারটা আমাদেরকে একটি কাফির সরকারের সাথে যুক্ত হতে বা কাফির সরকার নিয়ে সম্ভ্রষ্ট থাকার অনুমোদন দেয় না, যদিও এ সরকারের কুফর, অন্য আরব সরকারগুলোর কুফরের তুলনায় সবচেয়ে কমও হয়। সত্যিকার অর্থে এখানে তুলনা হচ্ছে একটি কুফর এবং এর চাইতে বড় আরেকটি কুফরের মধ্যে অথবা একটি বৃহত্তর কুফর এবং এ কুফরের চাইতে বড় কুফরের মধ্যে এবং তুলনার বিষয়টি এর (অর্থাৎ কুফরের) বাইরে যায় না।

৪.গ) আরেকটি ভুল হল, এমন অনেক মাশায়েখ এবং দ্বীনের দিকে আহ্বানকারী আছেন যারা সৌদি আরবের বাইরে থাকেন এবং হজ্জের আবশ্যিকতা সম্পাদনের জন্য এবং পবিত্র হারামাইনের প্রতি বিশেষ অনুভূতি থাকার কারণে, সরকারের অপরাধগুলো এবং এর কুফর সম্পর্কে চুপ থাকাটাকেই বেছে নেন... এবং হয়ত তারা ছাড় দিবেন এবং অতিরঞ্জন করবেন... সুতরাং তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হন এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করেন... আর কোন দৃঢ়তা এবং ক্ষমতা নাই আল্লাহর ব্যতীত।

[৫] সুতরাং যদি বলা হয়ঃ সৌদি সরকারের কুফরী কি এ সরকারের বিরুদ্ধাচারন আবশ্যক করে ? (অর্থাৎ এর বিরুদ্ধে লড়াই করে একে উৎখাত করা কি আবশ্যক?)

আমি বলিঃ হ্যাঁ। শারিয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে এ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ ওয়াজিব। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিরুদ্ধাচারণের জন্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী, বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির দরকার রয়েছে এবং আমি মনে করি না যে এসব শর্তাবলী, ধাপ সমূহ এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বে লড়াই শুরু করা উচিত। এবং শর্তাবলীর একটি হলঃ কাফির সরকারের বিরুদ্ধাচারনের ধারণাটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মাঝে দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকা। এসব শর্তাবলী, ধাপ সমূহ এবং প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পূর্বে, কুফর ও বে-ইনসাফির উপর অটল থাকা শাসক তাগুতদের মধ্যকার যাদের ফিতনা জমিন এবং মানুষের

জন্য হুমকি স্বরূপ, তাদের হত্যা করতে ব্যক্তিগতভাবে কোন মুসলিমের উপর শারিয়াহ অনুযায়ী কোন বাধা নাই, তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যাতে বৃহত্তর ফিতনার উদ্ভব না হয়। কুফর ও বে-ইনসাফির উপর অটল থাকা শাসক তাগুতদের কাউকে হত্যা করে, জনসাধারণের পথ থেকে তাকে সরানো, লড়াই শুরু করা এবং সম্পূর্ণ সরকারকে তার বিশেষ সংস্থা গুলো সহ উৎখাতের চাইতে সহজ।

[৬] সুতরাং, যদি বলা হয়ঃ গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ, আর্মি, খবর প্রদানকারী, সরকারের এজেন্টদের প্রতি অবস্থান কিরূপ?

আমি বলিঃ গোয়েন্দা সংস্থা এবং খবর প্রদানকারী এজেন্টরা তাগুতের পক্ষে কাজ করা কুকুরের ন্যায় দারোয়ান। তাদের কাজই হল তাগুত এবং তার শাসন-নির্যাতন প্রতিরক্ষা করা। আমি নির্দিষ্ট শর্তাবলী, ধাপ সমূহ এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ব্যতীত এসব সংস্থার বিরুদ্ধাচারনের উপদেশ দেই না, তবে ব্যতিক্রম সে যার ফিতনা দ্বারা জমিন এবং জনসাধারণ মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত। সাময়িক সার্বিক বিরুদ্ধাচারন না করার কারণ হচ্ছে বিশেষকরে ভূখন্ড সমূহে যেমন সৌদি আরবে সংঘাতের সীমারেখা বৃদ্ধির আশংকা এবং শান্তিপূর্ণ সাধারণ মানুষদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলার আশংকা।

আত্মরক্ষার ক্ষেত্রটিও ব্যতিক্রম। সুতরাং তারা যদি আপনাকে ধরতে আসে, হে মুজাহিদ ভাই, এবং আপনাকে হত্যা করতে চায় অথবা বন্দী করে নির্যাতন করে দ্বীন থেকে বের করে দিতে চায়, তবে সর্বাত্মকভাবে তাদের মোকাবিলা করুন। পরিস্কার অন্তর নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়ুন এবং তাদের মুখোমুখি হন, পালিয়ে যাবেন না।

এবং আপনি আপনার নিজেকে এবং আপনার দ্বীন এবং সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যদি তাদের হাতে নিহত হন, তবে আপনি জান্নাতের অধিবাসীদের একজন। আর তারা আপনাকে হত্যা করে অথবা বন্দী করে অথবা নির্যাতনের মাধ্যমে দ্বীন থেকে বের করার চেষ্টার মাধ্যমে তাগুতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি আপনার হাতে নিহত হয়, তবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সহীহ হাদিসে এটা বর্ণিত হয়েছে।

এটাই হচ্ছে উত্তর, আপনার প্রশ্নের এবং যে সব ভাই এর প্রশ্ন, আপনার প্রশ্নের কাছাকাছি। এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত কিছুর প্রভু।

পথদ্রষ্ট খাওয়ারিজ গোষ্ঠী IS এর উদ্দেশ্য

বাগদাদি একজন মুতাঘাল্লীব

#জাহান্নামের_কুকুর

আল-বাগদাদি (IS এর আমির) একজন মুতাঘাল্লীব

...মুজাহিদ শায়খ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনি হাফিজাহুল্লাহ

যখন বলা হয়েছিল আল-বাগদাদির “খিলাফাহ” মুসলিমদের মধ্যে শূরার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, জবাবে আল-আদনানি (IS এর মুখপাত্র) বলেছিল “তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে জোরপূর্বক আমরা এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করেছি”।

তাদের [জামাতুল বাগদাদির] প্রশ্ন হল, তারা কত্ব অর্জন করেছে আর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করেছে, তাহলে কেন আমরা তাদের আনুগত্য মেনে নিচ্ছি না?

এর #জবাব হলঃ

১। আল-বাগদাদি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু এলাকা জয় করতে সক্ষম হয়েছে, সকল মুসলিম ভূমি না।

২। আমরা জামাতুল বাগদাদির জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা কি আল-বাগদাদিকে খালিফাহ মনে করো? নাকি ইমাম মুতাঘাল্লীব [জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী নেতা] মনে করো? যদি সে খালিফাহ হয়ে থাকে, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মানহাজের উপর নেই। কারণ খিলাফাহ (মুসলিমদের উপর জোর খাঁটিয়ে) প্রতিষ্ঠা করা হয় না।

৩। যদি সে আসলে ইমাম মুতাঘাল্লীব হয়ে থাকে, তাহলে আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই, আহলুল ইলমের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির বলেছেন মুতাঘাল্লীব ব্যক্তি ফাসেক। ইবন হাজার আল-হায়তামী, আল-সাওয়াইক আল মুহরিক্বা [যা শি’আদের যুক্তিখন্ডনের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল] কিতাবের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় বলেছেন:

মুতাঘাল্লীব শাসক একজন ফাসেক ব্যক্তি যাকে শাস্তি দেয়া উচিত। সে যাদের উপর শক্তি অর্জন করেছে তাঁদেরকে নাসীহাহ করা এবং আমর বিল মারুফের কোন যোগ্যতা রাখে না। বরং তাঁকে প্রত্যাখ্যান ও কাবু করা উচিত, এবং তার অন্যায় এবং নিন্দনীয় অবস্থা সম্পর্কে মানুষকে অবশ্যই জানাতে হবে।

যদি তোমরা দাবি করো যে আল-বাগদাদি একজন ইমাম মুতাঘাল্লীব/মুতাঘাল্লীব শাসক, তাহল তামাদের তার ফাসেকী এবং তার ফাসেক হওয়াকে স্বীকার করে নেয়া উচিত। তোমরা কি এটা স্বীকার করবে? যারাই বলছে এই খিলাফাহ তাঘাল্লুবের [বলপ্রয়োগে কতৃৎ অর্জন] মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা ৮, প্রকৃত পক্ষে এই দাবিই করছে যে আল-বাগদাদি হল এক #ফাসেক ব্যক্তি।

৪। আহলুল ইলমের বক্তব্য হল, কোন মুসলিমের উচিত না একজন মুতাঘাল্লীব শাসককে সাথে যুক্ত হওয়া কিংবা তাকে সমর্থন করা। তাহলে কেন তোমরা আল-বাগদাদীর ভূমিতে মুসলিমদের হিজরত করার জন্য আহবান জানাচ্ছে?

বরং সমীচীন হল এটিই যে আল-বাগদাদিকে শক্তিপ্রয়োগে ঐ সব অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে হবে যেগুলোর উপর সে সম্পূর্ণ কতৃৎ অর্জন করে নি।

একারণে, শামের দলসমূহকে অবশ্যই বাগদাদিকে প্রতিহত ও বিতাড়িত করতে হবে, কারণ সে একজন ফাসেক ও মুতাঘাল্লীব।

[শাইখের বক্তব্য সমাপ্ত]

আই এজার এজার যুক্তি খাউন

- শায়খ আবদুল্লাহ আল মুহাইসিনি হাফিজাহুল্লাহ -

পথভ্রষ্ট খাওয়ারিজদের যুক্তি “IS হক্‌ কারণ শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে!”

খন্ডন করছেন - শাইখ আবদুল্লাহ আল-মুহাইসিনি হাফিজাহুল্লাহ।

জামাতুল বাগদাদির সদস্য এবং সমর্থকরা বলেঃ

আইএস যদি হক্‌র উপর না থাকে, তাহলে কেন আল্লাহ-র শত্রু কুফফার আইসিসের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। ওয়ারাকা বিন নাওফাল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেছিলেনঃ “তুমি যে ধরনের বাণী পেয়েছো, এ ধরনের বাণী যখনই কেউ পেয়েছে, তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে”

এই বিভ্রান্তির জবাবঃ

১। প্রথমত এরকম একটি বিভ্রান্তিকে হক্‌পন্থি হওয়া বা মানহাজের সঠিক কিম্বা ভুল হবার স্বপক্ষে দালীল হিসেবে উপস্থাপন করা প্রকৃতপক্ষে জামাতুল বাগদাদীর বিচ্যুতি, বিভ্রান্তি, খাহেশাতের অনুসরণ, এবং অসুস্থ হৃদয়সমূহের পরিচায়ক।

আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেনঃ

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যর্থতার উদ্দেশে তন্মুখ্যকার রূপকগুলোর।

[আলে ইমরান, আয়াত ৭]

আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেনঃ

“যদি তুমি সেসব লোকেদের দেখতে পাও যারা মুতাশাবীহাত [সংশয়পূর্ণ রূপক আয়াত] অনুসরণ করে, তাহলে বুঝবে এরাই সেসব লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছেন।”

কুর’আন-সুন্নাহ এবং সালাফদের মানহাজের ভিত্তিতে কে হক্‌পন্থী আর কে বাতিলপন্থী তা বিচার করা হয়। জামাতুল বাগদাদির বাতিল হওয়া শারীয়াহ দ্বারা প্রমাণিত, তাই এধরনের হাজার “প্রমাণ” তাদের কাজে আসবে না।

২। দ্বিতীয়ত, শত্রুতা কখনো সত্য বা মিথ্যার প্রমাণ, পরিচায়ক বা মাপকাঠি হতে পারে না। যদি শত্রু সংখ্যা কারো সত্য হবার প্রমাণ হতো, তাহলে তো গান্ধাফি বিরাট হকুপস্থি ছিল। সারা পৃথিবী তার বিরুদ্ধে শত্রুতার ঘোষণা করেছিলম এবং তাকে উৎখাত করেছিল।

এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে, এরকম আরো অনেক দল আর ব্যক্তি আছে যাদের বিরুদ্ধে অনেক শত্রু একত্রিত হয়েছিল, কিন্তু সেটা তাদের হকুপস্থি বানিয়ে দেয় নি। সুতরাং যাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ঘোষণা করা হয় তারা সবাই হকুপস্থি না। তবে সকল হকুপস্থিকে নিঃসন্দেহে শত্রুতার মুখোমুখি হতে হয়।

৩। তৃতীয়ত, ওয়ারাকা বিন নাওফালের বক্তব্যের অর্থ এই না যে, নিজেকে হকু প্রমাণ করার জন্য একজন ব্যক্তির উচিত সবার সাথে শত্রুতা শুরু করা। একমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথার অনুসরণের মাধ্যমে কারো সত্যের উপর থাকা প্রমাণিত হয়।

পবিত্র রক্তকে সম্মান করা, এবং মুসলিমদের উপর তাকফির করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই সত্যের উপর চলার প্রমাণ পাওয়া যায়। খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেনঃ

“তাদেরকে [শত্রুদের] উসকে দিয়ো না।”

তার মানে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যের উপর ছিলেন না?! [জামাতুল বাগদাদির যুক্তি অনুযায়ী - অর্থাৎ হকের মাপকাঠি হল শত্রু সংখ্যার আধিক্য] কারণ তিনি শত্রুদের নিষ্ক্রিয় করতে চেয়েছিলেন? নাকি যখন তিনি ﷺ মাদীনার ইহুদীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন, তখন তিনি ﷺ সত্যের উপর ছিলেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সত্য থেকে অনেক দূরে ছিলেন?! নাউযুবিল্লাহ।

৪। বাতিল কখনো বাতিলের মোকাবেলা করতে পারে না। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল, এবং গোটা বিশ্ব তাদের সমর্থন দিয়েছিল। জার্মানির বিরুদ্ধে পৃথিবী কাঁপানো এই যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর অর্থ এই না যে জার্মানি হকের উপর ছিল, বা জার্মানির মানহাজ বিশুদ্ধ ছিল।

৫। পঞ্চমত, মুজাহিদিন শত্রুর মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের সবদিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে, আর জামাতুল বাগদাদী মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আর মুজাহিদিন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। কিন্তু তাদের আচরণ এবং মানহাজ জামাতুল বাগদাদির আচরণ এবং মানহাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৬। যদি জামাতুল বাগদাদির এই যুক্তিকে আমরা মেনে নেই, তাহলে এই যুক্তি অনুযায়ী তো অবশ্যই আল-ক্বাইদা ও তালিবান হকের উপর আছে। কারণ সমগ্র বিশ্ব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সুতরাং, জামাতুল বাগদাদীর এই যুক্তি অনুযায়ী নিঃসন্দেহে আল-ক্বাইদা এবং তালিবান হকের উপর আছে। কিন্তু জামাতুল বাগদাদী আর আল-ক্বাইদার আক্বিদা ও মানহাজ তো ভিন্ন। জামাতুল বাগদাদীর মতে আল-ক্বাইদার মানহাজ বাতিল। তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব হয়?

৭। সপ্তমত, এরকম ভুল যুক্তির বদলে আমরা বরং এই বলি যেঃ এই উম্মাহ এবং উলেমা কোন বিষয়ের বিবেচনা করেন, সেটাকে কুর'আন ও সুন্নাহ-র আলোকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় নাকি তার ভিত্তিতে। অর্থাৎ যদি কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে মিথ্যা না প্রমাণ করা যায় তবে সেটা হক বলে পরিগণিত হবে। আর জামাতুল বাগদাদীর বাতিল হওয়া বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন ভাবে প্রমাণিত, এবং এ বিষয়ে উম্মাহ এবং আলেমগণ একমত।

[শাইখের বক্তব্য সমাপ্ত]



বেরলভী মতবাদ

ভিত্তিহীন আকীদা ও ভ্রান্ত ধ্যানধারণা



f /ClarificationOfTheDoubts

বেরলভী মতবাদ : ভিত্তিহীন আকীদা ও ভ্রান্ত ধ্যানধারণা

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ

বেরলভী [১] জামাত যাদেরকে রেজাখানী বা রেজভীও বলা হয়, যারা নিজেদেরকে সুন্নী বা আহলে সুন্নাত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে।

তাদের অনেক ভিত্তিহীন আকীদা, ভ্রান্ত ধ্যানধারণা ও মনগড়া রসম-রেওয়াজ রয়েছে। খুব সংক্ষেপে তার একটি তালিকা এখানে তুলে ধরা হল।

#ভিত্তিহীন_আকীদা

১. গায়রুল্লাহর জন্য ইলমে গায়েবের আকীদা

আহলে হকের আকীদা হচ্ছে, আলিমুল গাইব অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাঁর জন্য অদৃশ্য বলতে কিছুই নেই। দৃশ্য-অদৃশ্যের পার্থক্য মাখলুকের জন্য। আল্লাহ সমানভাবে আলিমুল গাইব ও আলিমুশ শাহাদাহ।

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুই তাঁর কাছে প্রকাশ্য। ইলমে যাতী ও ইলমে মুহীত তথা নিজস্ব ও সর্বব্যাপী ইলম একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। তবে নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য জগতের বহু জ্ঞান দান করেছেন।

আর নবীগণের মধ্যে সাইয়েদুল আশিয়া ওয়াল মুরসালীন, খাতামাতুল্লাবিয়ীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাকাম এ বিষয়ে সকলের উর্ধ্বে। আল্লাহ পাক তাঁকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন সমষ্টিগতভাবে অন্য কোনো রাসূলকেও তা দান করা হয়নি।

কিন্তু এরপরও এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গাইব ছিলেন বা “ভবিষ্যতে যা হবে ও অতীতে যা হয়েছে সকল বিষয়ে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর সামনে যা ঘটত তা যেমন তিনি জানতেন, দূরের-কাছের অন্য সবকিছুই জানতেন; যা ওহী আসত তা যেমন জানতেন, যা ওহী হত না তাও তেমনি জানতেন”!!

কারণ, এ তো হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর বিশেষ সিফাতের মধ্যে শরীক করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। কেননা কুরআনে কারীম থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আলিমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই গুণবাচক নাম।

তেমনি অসংখ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক কিছু আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাননি। কারণ, ঐসব বিষয় তার নবুওত ও রেসালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। যেমন কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো আয়াত বা সূরা তাঁর কাছে ওহীরূপে আসার পূর্বে তা তাঁর জানা ছিল না।

উল্লেখিত সহীহ আকীদার উপর মাওলানা মনযূর নোমানী রাহ. লিখিত ‘বাওয়ারিকুল গায়েব’ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে একটি দুটি নয়, চল্লিশটি আয়াতে কারীমা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে উপরোক্ত সহীহ আকীদার পক্ষে একশ পঞ্চাশ খানা হাদীস অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া এই বিষয়ে হযরত মাওলানা সরফরায খান সফদার রাহ.-এর কিতাব ‘ইয়ালাতুর রাইব আন ইলমিল গাইব’ তো আলেমদের হাতে আছেই।

উল্লেখিত ঈমানী আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত বেরলভীদের আকীদা হচ্ছেঃ দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছে। একই সাথে অতীতে যা কিছু হয়েছে ও কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতে যা কিছু হবে সব বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন!

সৃষ্টির সূচনা থেকে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সামান্যতম বিষয়ও তার জ্ঞানের বহির্ভূত ছিল না। উক্ত বাতিল আকীদা প্রচারের জন্য স্বয়ং আহমদ রেযা খান একাধিক বই লিখেছে। যেমন ‘ইম্বাউল মুস্তফা’ ও ‘আদ দাওলাতুল মাক্বিয়াহ বিল মাদ্দাতিল গাইবিয়াহ’। আরো দেখা যায়, প্রসিদ্ধ বেরলভী আলেম মৌলভী নাজিমুদ্দীন মুরাদাবাদী রচিত ‘আলকালিমাতে উলয়া’ পৃ. ৩, ৪৩, ও ৬৩। এবং কাজী ফযল আহমদ লুথিয়ানভী রচিত ‘আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত’ পৃ. ১৩৭।

২. হাযির-নাযির শীর্ষক আকীদা

=====

পরিভাষায় হাযির-নাযির ঐ সত্তাকে বলে যার শক্তি ও জ্ঞান সর্বাবস্থায় সকল স্থানকে বেষ্টন করে আছে। কোনো কিছু তাঁর ইলম ও কুদরতের বাইরে নয়। তিনি সকল কিছু দেখেন। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না।

এমন সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এটি অতি স্পষ্ট ও অকাট্য এবং কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ কারণে উল্লেখিত অর্থে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হাযির-নাযির মনে করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও শিরকী আকীদা।

এই আকীদার ভ্রান্তি ও ভিত্তিহীনতা বোঝার জন্য দেখা যেতে পারে মাওলানা সরফরায খান লিখিত কুরআন ও হাদীসের দলীলসমূহের এক উত্তম সংকলন ‘তাবরীদুন নাওয়াযির ফী তাহকীকিল হাযির ওয়ান নাযির’।

কিন্তু আফসোস, বেরলভীরা উল্লেখিত শিরকী আকীদার প্রবক্তা। তারা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই নয়, বুযুর্গানে দ্বীনকেও হাযির-নাযির মানে।

সম্মানিত পাঠক লক্ষ করুন, উল্লেখিত ভ্রান্ত আকীদাকে কীভাবে কুরআন হাদীস ও উলামায়ে কেরামের উক্তির উপর আরোপ করে দেওয়া হল,

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

৩. মোখতারে কুল শীর্ষক আকীদা

=====

ইসলামের সুস্পষ্ট ও সর্বজন বিদিত একটি আকীদা, যার পক্ষে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদী ছাড়াও অনেক আয়াত ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে, তা এই যে, সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর মালিক-মোখতার একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

কিন্তু বেরলভী জামাতের আকীদা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোখতারে কুল মনে করে।

আহমদ রেযা খান লিখেছেন,

حضور ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں، دنیا و آخرت کی مرادیں سب حضور کے اختیار میں

ہیں۔ (برکات الإمداد لأهل الاستمداد ص ۵۰)

অর্থাৎ হযুর সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। দুনিয়া-আখিরাতের সকল মকসুদ ও উদ্দেশ্য তাঁরই ইখতিয়ারাধীন। - বারাকাতুল ইমদাদ লিআহলিল ইসতিমদাদ, আহমদ রেযা খান পৃ. ৮

আরো বলেছেন-

رب العزة جل جلاله نے اپنے کرم کے خزانے اپنی نعمتوں کے خوان حضور کے قبضے میں دئے جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے، کوئی نعمت کوئی دولت کسی کو کبھی نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے صلے اللہ علیہ وسلم (ملفوظات ج ۸ ص ۹۵-۹۶)

অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী প্রভু আপন দানের ভান্ডার নিআমতের খাযানা হযুরের কজায় দিয়ে দিয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা দিবেন যাকে ইচ্ছা দিবেন না। সমস্ত ফায়সালা কার্যকর হয় একমাত্র হযুরের দরবার থেকেই। আর যে কেউ যখনই কোনো নিআমত কোনো দৌলত পায় তা পায় হযুরের রাজ-ফরমান থেকেই। [মালফুজাত, আহমদ রেযা খান খ. ৪ পৃ. ৭০-৭১]

আহমদ রেযা খান সাহেবের উপরোক্ত বাক্যগুলো পড়ুন, এরপর কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহের উপর চিন্তা করুন।

দেখুন কুরআন কী বলে আর আহমদ রেযা খান সাহেব কী বলেন!

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّيَ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً ۖ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا

বলে দাও, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালকের ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বলুন, আমি মালিক নই তোমাদের ক্ষতি সাধনের আর না সুপথে আনয়নের। বলে দাও, আল্লাহ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না আর আমিও তাকে ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল পাব না।

অবশ্য (আমাকে যে জিনিসের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তা হল) আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছানো ও তাঁর বাণী প্রচার। কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। [সূরা জিন (৭২): ২০-২৩]

২.

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ

বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ।

[সূরা আনআম (৬): ৫০]

৩.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

বলুন, আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের মালিক নই; কিন্তু আল্লাহ যা চান। আমি যদি গায়েব জানতাম তবে প্রচুর ভাল-ভাল জিনিস নিয়ে নিতাম এবং কোনো কষ্ট আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা- যারা আমার কথা মানে তাদের জন্য।

[সূরা আরাফ (৭) : ১৮৮]

৪.

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীগণকে।

[সূরা কাসাস (২৮) : ৫৬]

বেরলভী জামাত শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই নয়, অনেক বুয়ুর্গানে দ্বীনকেও মোখতারে কুল ও কুন ফায়াকুনের অধিকারী মনে করে।

এ প্রসঙ্গে আহমদ রেযা খানের পুত্র মুস্তফা রেযা খান লেখেন -

اولياء میں ایک مرتبہ ہے التکوین کا جو چیز جس وقت چاہتے ہیں فوراً ہو جاتی ہے ، جسے کن کہا وہی (ہو گیا) (شرح استمداد ص ۲۷)

অর্থাৎ আউলিয়ায় কেরামের একটি মাকাম হচ্ছে আসহাবে 'তাকভীন' গণের মাকাম। তারা যখন যা ইচ্ছা করেন তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়। যে সম্পর্কেই 'কুন' 'হও' বলেন তা-ই হয়ে যায়।

[শরহে ইসতিমদাদ পৃ. ২৮]

বরং খোদ আহমদ রেযা খান শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী রাহ. সম্পর্কে লিখেছেন-

ذی تصرف بھی ، ماذون بھی، مختار بھی
کار عالم کا مدبر بھی عبد القادر

অর্থাৎ শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। অনুমতি প্রাপ্ত ও ইচ্ছা-ইখতিয়ারের অধিকারী এবং জগতের কার্যাবলীর পরিচালকও।

[হাদায়েকে বখশিশ, আহমদ রেযা খান ১ : ২৭]

বেরলভী জামাত যেহেতু গায়রুল্লাহকে মোখতারে কুল তথা সর্বক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাই গায়রুল্লাহকে প্রয়োজন পূরণকারী ও বিপদ-আপদ বিদূরনকারী বলেও বিশ্বাস করে, তাই তারা উপায় উপকরণের উদ্দেশ্যে মৃত ও জীবিত বুয়ুর্গদের কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করাকে জায়েয মনে করে, যা “إياك نستعين”-এর মধ্যে ঘোষিত ‘তাওহীদুল ইসতিআনাহ’-এর পরিপন্থী #স্পষ্টথর্ষিক। তাদের এই শিরকী আকীদার উল্লেখ আহমদ রেযা খানের আল আমনু ওয়াল উলা (الأمن والعلی) (لناعتي المصطفى بدافع البلاء) এবং মুস্তফা রেযা খানের শরহে ইসতিমদাদ ইত্যাদি বইপত্রে রয়েছে।

৪. নূর-বাশার শীর্ষক আকীদা

=====

কুরআনে কারীমের ঘোষণা ও ইন্দিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা এই যে, আল্লাহর রাসূল বাশার তথা মানব ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন সাইয়েদুল বাশার মানবকুল শিরোমণি। আল্লাহ পাক তাঁকে হেদায়েতের নূর ও ‘সিরাজুম মুনীর’ রূপে প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু বেরলভী জনসাধারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবসত্তার অস্বীকারকারী। তাদের আকীদা- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাকে নূর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, যা কুরআন - হাদীসের ঘোষণার সম্পূর্ণ বিরোধী।

এ সম্পর্কে সহীহ আকীদ জানতে দেখুন :

মাওলানা সরফরায খান রচিত ‘নূর ও বাশার’। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী কৃত ‘বাশারিয়াতে আশিয়া কুরআন মাজীদ মে’, সাইয়েদ লাল শাহ বুখারীর ‘বাশারিয়াতে রাসূল’ ও মাওলানা মতিউর রহমানের ‘প্রচলিত জাল হাদীস’।

৫. কবর পূজা ও অন্যান্য শিরক

=====

বেরলভী জনসাধারণের একটি বড় অংশ #মাজার_পূজারী।

বেরলভী সম্প্রদায়ের আলেমরা তাদের জনসাধারণকে যখন এই সবক দিয়েছে যে, প্রত্যেক বুয়ুর্গই হাযির-নাযির। মোখতারে কুল। হাজত পূরণকারী ও বিপদাপদ বিদূরনকারী।

তখন তারা মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ও বালা মসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বুয়ুর্গানে দ্বীনের কবরে তাওয়াফ ও সেজদা২ [২] কবরওয়ালার কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ, তাদের নাম জপা, গায়রুল্লাহর নামে মান্নত মানা, এবং গায়রুল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য পশু কুরবানীর মতো প্রকাশ্য শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে।

উল্লেখিত কর্মগুলো শিরক হওয়া দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

এ বিষয়ে কুরআন হাদীসের প্রমাণাদী জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :

মাওলানা মনযুর নোমানী রাহ. লিখিত ‘কুরআন আপসে কিয়া কাহতা হ্যায়’ ও ‘দ্বীন ও শরীয়ত’।

মাওলানা সরফরায খান লিখিত ‘ইতমামুল বুরহান ফী রদ্দি তাউযীহুল বয়ান’ ও ‘রাহে সুন্নাত’।

এই অধম লিখিত ‘তাসাউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ’।

#ভ্রান্ত_ধ্যানধারণা

উল্লেখিত ভিত্তিহীন আকীদাগুলো ছাড়াও যে সকল ভ্রান্ত ধারণার উপর বেরলভী চিন্তা-ঘরানার ভিত্তি তন্মধ্যে শুধু একটি মৌলিক ভ্রান্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। আর তা হচ্ছে বিদআতের সংজ্ঞার তাহরীফ ও বিকৃতি। এই

বিকৃতি সাধনের কারণে বেরলভী জামাতের আলেমগণ বিদআত ও কুসংস্কারের পক্ষের দলে পরিণত হয়েছেন।

খায়রুল কুরন তথা সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের সোনালী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিদআতের যে সংজ্ঞা ও পরিচয় প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, শরঈ দলীল-প্রমাণ দ্বারা যে বিষয়টি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রমাণিত নয় এমন কিছুকে দ্বীনের হুকুম মনে করে করার নামই বিদআত। বিষয়টি আকাইদ সংক্রান্ত হোক বা ইবাদত সংক্রান্ত, অথবা ইবাদতের সময় ও পদ্ধতি সংক্রান্ত হোক, কিংবা তা হোক দ্বীনের অন্য কোনো শাখার সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়।

(দ্র. আল ‘ইতিসাম, শাতেবী; আল মাদখাল, ইবনুল হাজ্জ; মেরকাত, মোল্লা আলী কারী; রাহে সুন্নাত, সরফরায খান; মুতালআয়ে বেরলভিয়াত, খালেদ মাহমুদ; ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম, মুহাম্মাদ ইউসুফ লুথিয়ানবী)

কিন্তু আহমদ রেযা খান ও তার সহযোগী মৌলভীরা এই সংজ্ঞা এভাবে বিকৃত করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আকীদা, ইবাদাত অথবা ইবাদাতের বিশেষ কোনো পদ্ধতি নিষিদ্ধ হওয়ার উপর কোনো আয়াত বা হাদীস না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এমন বিষয়কে দ্বীনের হুকুম সাব্যস্ত করতে অসুবিধা নেই।

এবং এটাকে বিদআত বলারও অবকাশ নেই।

আল আমনু ওয়াল উলা, আহমদ রেযা খান, পৃ. ১৫৭-১৫৮; জা-আল হক, মুফতী আহমাদ ইয়ার খান খ. ১ পৃ. ২৩০, ২৫৩, ২৫৪; ইশতেহারে আতইয়াব, মুফতী নাজিমুদ্দীন মুরাদাবাদী পৃ. ১৯ (মুতালআয়ে বেরলভিয়াত খ. ৩ পৃ. ২১৫-৩৩৮-এর মাধ্যমে)]

অথচ যা কিছু নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আয়াত বা হাদীস থাকবে তা তো হারাম বা মাকরুহে তাহরীমী হবে। বিদআত তো নিষিদ্ধ এই জন্য যে শরঈ দলীল ছাড়া একে শরীয়তের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বেরলভী সম্প্রদায় বিদআতের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা সরাসরি হাদীসের খেলাফ।

হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থাৎ যে কেউ দ্বীন নয় এমন কিছুকে আমাদের এই দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত করলে তা পরিত্যাজ্য।

- সহীহ বুখারী, হাদীস ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭১৮

বিদআত ও কুসংস্কারের পক্ষপাত

=====

বেরলভী উলামা মাশায়েখের প্রধান কীর্তি সম্ভবত এটাই যে, তারা দ্বীনের বিষয়ে এই নতুন নিয়ম উদ্ভাবনের মাধ্যমে (অর্থাৎ কোনো কিছু বিদআত বলার জন্য তার নিষিদ্ধতার উপর স্বতন্ত্র আয়াত বা হাদীস থাকা চাই), শরঈ প্রমাণাদীর তাহরীফ ও বিকৃতির মাধ্যমে, শরঈ উসূল ও মৌলনীতিকে পদদলিত করে..

এবং ভিত্তিহীন ও অবাস্তব কিছু বর্ণনার আশ্রয় নিয়ে সমাজে প্রচলিত বিদআত রসম- রেওয়ায এবং মুনকার ও গর্হিত কর্মকাণ্ডের পক্ষে জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং এগুলোকে ইলমী সনদ দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

যে সমস্যা বিদআতকে তারা মুবাহ-মুসতাহসান বলে সমাজে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে তার তালিকা অনেক দীর্ঘ।

এখানে নিমেগসহ নমুনাস্বরূপ কিছু বিষয় তুলে ধরা হল।

১. ঈদে মিলাদুন্নবী নামে ইসলামে নতুন ঈদের আবিষ্কার।
২. রসমী মিলাদকেই দ্বীন মনে করা।
৩. উরস করা।
৪. মাজার পাকা করা ও তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা।
৫. কবরে বাতি জ্বালানো।
৬. কবরের উপর চাদর বিছানো ও ফুল ছড়ানো।
৭. মাযারে এক ধরনের মুতাকিফ বনে থাকা।
৮. জানাযার পরে দুআর রসম।
৯. কবরের উপরে আযান দেওয়ার রসম।
১০. আযান ও ইকামতে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে উভয় চোখে লাগানো।
১১. ঈসালে সাওয়াবের জন্য কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা।
১২. খাবার সামনে নিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ফাতেহা পড়ার রসম।
১৩. আযানের পূর্বে দুরূদ ও সালামের রসম।

বেরলভী উলামা ও মাশায়েখের কিতাবাদী উল্লেখিত বেদআতসমূহের পক্ষপাতপূর্ণ। এর অধিকাংশ বিষয়ের উল্লেখ তো তাদের প্রসিদ্ধ বই ‘জা-আল হকে’ রয়েছে।

এ ছাড়াও মৌলভী আব্দুস সামী সাহেবের লেখা আনওয়ারে সাতেআও দেখা যেতে পারে। আর ঐ সমস্ত বিষয় বিদআত হওয়ার প্রমাণাদী জানতে চাইলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাবাদী দেখুন।

এ সংক্ষিপ্ত তালিকায় কয়েকটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করা হল। বেরলভী মতবাদ সম্পর্কে আরো অধিক জানতে হলে পড়তে পারেন ডা. খালেদ মাহমুদ লিখিত ‘মুতালাআয়ে বেরলভিয়্যাত’ যা অনেক আগেই ছেপে এসেছে।

এ গ্রন্থটি বেরলভী মতবাদ সম্পর্কে একটি বিশ্বকোষ যা ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণ সমৃদ্ধ। আর زلزاله বইয়ের মিথ্যা অপবাদসমূহের স্বরূপ জানার জন্য পড়ুন: মাওলানা মুহাম্মাদ আরেফ সাম্বলী নদভী কৃত

بریلوي فتنه کا نیا روپ

উল্লেখ্য, বেরলভী ঘরানার কোনো কোনো আলেম এসব শিরক ও বিদআতের অনেক কিছুই প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু বেরলভী জনসাধারণের উপর তাদের বিশেষ কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। কত ভালো হত যদি অন্যান্য বেরলভী আলেমগণও এ আলেমগণের সমর্থন করতেন এবং তাদের চিন্তাগুলো প্রচার করার চেষ্টা করতেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা পাকিস্থানের বেরলভী ঘরানার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নাঈমিয়া করাচীর শাইখুল হাদীস আল্লামা গোলাম রাসূল সাঈদীর কথা উল্লেখিত করতে পারি। তার কিতাব শরহে সহীহ মুসলিম সাত খ প্রকাশিত হয়েছে।

এতে তিনি ‘ইলমে গাইব’, ‘নূর ও বাশার’, গায়রুল্লাহর জন্য মান্নাত ইত্যাদি বিষয়ে বেরলভীদের মাঝে প্রচলিত ধ্যানধারণার বিপরীত মতামতকেই দলীলসহ সমর্থন করেছেন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক



০৩/০১/১৪২৫ হি.

[এটি আমার পুরনো একটি লেখা। মনে নেই এর প্রেক্ষাপট কী ছিল। হঠাৎ হাতের কাছে পেয়ে সময়-উপযোগী মনে হওয়ায় এখন আলকাউসারে ছাপা হচ্ছে।

[আবদুল মালেক ১৮. ১০. ১৪৩৭ হি.]

[১] ইমাম মুজাহিদ হযরত মাওলানা সায়েদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (জন্ম ১২০১ হি.- শাহাদত ১২৪৬ .) রায়বেরেলীর অধিবাসী ছিলেন। এজন্য তিনিও বেরলভীবলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আহমদ রেযা খান সাহেব (জন্ম: ১২৭২ হি. মোতাবেক ১৮৫৬ খৃ. মৃত্যু: ১৩৪০ হি. মোতাবেক ১৯২১ খৃ.)

রায়বেরেলীর নয় বরং বেরেলীর অধিবাসী ছিলেন। তাকে বেরলভী বলা হয় বেরেলী এলাকার হিসেবে। বেরলভী জামাত তারই অনুসারী। (আবদুল মালেক)

[২] গায়রুল্লাহর জন্য ‘সিজদায়ে তাহিয়া’ বা সম্মানের সেজদা হারাম হওয়ার বিষয়ে আহমদ রেযা খান সাহেবের স্বতন্ত্র পুস্তিকা রয়েছে। যার নাম الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية কিন্তু এ পুস্তিকার কোনো প্রভাব মাযারপন্থী বেরলভীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয় না।



শায়খ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ এবং তার অনুসারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী, যারা তাদের দাবি দ্বারা পৃথিবী
ভরে ফেলছে?"

উত্তর দিচ্ছেন শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ

উত্তরের লিঙ্কঃ <http://tinyurl.com/zn7qbd5>

গুগল ডকঃ <http://bit.ly/2j0D6Yk>

"ইরজা/ মুরজিয়া" কী? জানুন - <http://bit.ly/2iFeROr>



বাংলাভাষী স্বঘোষিত 'সালাফি' আলেমদের একজন হচ্ছেন শায়খ আব্দুল হামিদ ফাইজি... অসংখ্য বই তিনি লিখেছেন।

পূর্বে আমরা শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের ব্যাপারে তথাকথিত সালাফিদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম।

(পোস্টের লিঙ্ক - <http://bit.ly/2ij9wyN>)

তাদের WhatsApp গ্রুপের একজন সদস্য এই প্রশ্নটিই ছবছ করেন... নিচে দেখুন -

আসসালামু আলাইকুম,

শাইখ, ফেসবুক থেকে কালেক্ট করা একটি প্রশ্ন :

ইমাম আহমাদ ইবনে নসর আল খুজায়ী রহ., আব্বাসিয় খলিফা ওয়াসিক আল আব্বাসির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন। আব্বাসিয় খলিফা ওয়াসিক আল আব্বাসি একজন মুসলিম শাসক ছিলেন, তথাপি - ইমাম আহমাদ রহ. খলিফা ওয়াসিক আল আব্বাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে ইমাম আহমাদ ইবনে নহর আল খুজায়ী রহ. এর প্রশংসা করেন। আহমাদ ইবনে নাহর রহ. সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, "আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন! আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে উদার মানুষ আর হতে পারেনা। তিনি আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দিয়েছেন।"

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১০/৩০৩)

প্রশ্নটি হচ্ছে :

এখন, শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জিহাদ সাব্যস্ত করা এবং শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীর মৃত্যুকে শহিদি মৃত্যু সাব্যস্ত করা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ কি সঠিক ছিলেন?

শায়খ আব্দুল হামিদ ফাইজি #উত্তরে বলেন, "কোনো মুসলিম রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা কোনো ইমাম বলতে পারবে না।"

#অডিও_উত্তর শুনুন - <http://bit.ly/2j5BBds>

অথচ, আমরা পরিষ্কার দেখিয়েছি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ, ইমাম ইবনে কাসির রহঃ - মুসলিম রাষ্ট্রনেতা ওয়াসিক বিল্লাহ'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীর প্রশংসা করেছেন...

এবং ইসলামের একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন... শাসকের হাতে নিহত হওয়ার পরও "জঙ্গি/সন্ত্রাসী" আখ্যায়িত না করে শহিদ আখ্যায়িত করেছেন।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার ১০ম খন্ডের ৫১৭-৫২১ নং পৃষ্ঠা থেকে আপনি নিজ দায়িত্বে ইমাম ইবনে কাসির রহঃ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ'র বক্তব্য দেখে নিতে পারেন -

<https://habibur.com/kitab/bidaya1/10/1548/>

শায়খ আব্দুল হামিদ ফাইজির নিকট প্রশ্ন - "আমরা কি তাহলে এটাই ধরে নিব যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ, ইমাম ইবনে কাসির রহঃ- আপনাদের ইমাম নন?"

নিশ্চয়ই আমরা বিদ'আতি ও বিদ'আত থেকে মুক্ত...

নিশ্চয়ই আমরা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ এবং ইমাম ইবনে কাসির রহঃ কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ'র মহান ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দান করি...

এরপরও কীভাবে কোনো ব্যক্তি এসকল আলেমদের সালাফি বলতে পারে যে আলেমরা সালাফদের বক্তব্যকে অস্বীকার করে!!!!!!?

আল্লাহুম্মা ফাশহাদ! আলা হাল বাল্লাগতু!

#সরকারি_সালাফি



#সরকারি_সালাফি

শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়ার একটি বয়ান। দেখুনঃ

<https://www.youtube.com/watch?v=5qLEuTk1YHo>

এখানে তিনি জঘন্য ২টি অপব্যখ্যা করেছেন...

এবং, চমৎকারভাবে নিজেকে নিজেই রদ করেছেন... সকল সরকারি সালাফিদের কুযুক্তি তিনি নিজেই রদ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

#অপব্যখ্যা_১ঃ হাদিসে জিহাদ শব্দ আসেনি... এসেছে কিতাল শব্দ... অর্থাৎ, যুদ্ধ... পড়ুন হাদিসটি...

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَنْزِلُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَى لَنَا . فَيَقُولُ لَا . إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءُ . تَكْرِمَةً لِلَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন।

(সহিহ মুসলিম :: বই ১ :: কিতাবুল ঈমান অধ্যায় :: হাদিস ২৯৩/ ২৯২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

... অর্থাৎ, হাদিসের অর্থই তিনি হয় জানেন না অথবা জালিয়াতি হয়েছে... আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত সত্য জানেন।

#আনন্দের বিষয় হচ্ছে, এই হাদিসের কিতালের সাথে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নেই তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন!! আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্ আকবার!!

এতদিন উনারা সকলেই বলে এসেছেন যুদ্ধ হতে হবে রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে। রাষ্ট্রকে শর্ত হিসেবে উনারা ফরজে আইন জিহাদের জন্যও সাব্যস্ত করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! তিনি নিজের পূর্ববর্তী মত এবং সকল সরকারি সালাফিদের মতকে রদ করে পরিষ্কার করে দিলেন যে, এই হাদিসের কিতালের সাথে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নেই...

হাদিসে যেমন এসেছে "উম্মতের একটি দল" ! রাষ্ট্র নয়... (তিনি কথাটি একাধিকবার বলেছেন। তাই মুখ ফসকের বেরিয়েছে এমন বলার সুযোগ দেখছি না!)

আল্লাহ্ তা'আলা শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়াকে উত্তম প্রতিদান দিন।

#অপব্যখ্যা_২ঃ আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে নিজেকে সালাফি দাবী করলেও উনি জিহাদের এমনসব মূলহিদি অর্থ করছেন যা কেবল মাত্র তাবলীগী, ভ্রান্ত সুফি এবং ইখওয়ানি-জামাতি-চরমোনাই গোষ্ঠী করে থাকে...

জিহাদের এমন অপব্যখ্যা সালাফিদের থেকে এই প্রথম পেলাম... আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এমন তাহরিফ থেকে আশ্রয় চাই...

চলুন দেখা যাক সালাফিদের ব্যখ্যায় জিহাদের সংজ্ঞা :

১) হানাফি ফিকহের আলোকে,

الجهاد بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزوجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك

অর্থ, জিহাদ হলো আল্লাহর পথে জান, মাল, জবান ইত্যাদির সর্বশক্তি দিয়ে

(কাফিরের মোকাবেলায়) যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

(বাদায়ে ওয়াস সানায়ে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

২) শাফেঈ ফিকহের আলোকে

الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار لا علاء كلمة الله

অর্থ, জিহাদ হলো আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের মোকাবেলায়

যুদ্ধের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যয় করা।

(ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৭ম খন্ড, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

৩) মালেকি ফিকহের আলোকে,

الجهاد قتال المسلم كافرا غير ذي عهد لا علاء كلمة الله

অর্থ, জিহাদ হলো যে সকল কাফেরদের সাথে মুসলমানরা চুক্তিবদ্ধ নয় তাদের সাথে যুদ্ধ করা।

(আশ-শারহুস সগীর, বাবুল জিহাদ)

৪) হাম্বলি ফিকহের আলোকে,

الجهاد قتال الكفار



অর্থঃ “জিহাদ হচ্ছে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা।” (মাতালিবুন্নাহা)

দ্রষ্টব্য : উক্ত অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এস এম রোকন উদ্দিন উপস্থিত ছিল... । আল্লাহই প্রকৃত কারণ ভালো জানেন... । কেননা একজন আহলুল ইলমের (যিনি কি না আবার তাফসিরও লিখেছেন!) কাছ থেকে এমন অদ্ভুত কথাবার্তা আশ্চর্যজনকই বটে!!

যাই হোক,

যার ইচ্ছা হয় হিদায়াতের অনুসরণ করুক । এবং যার ইচ্ছা হয় পথভ্রষ্ট হোক!

আল্লাহুমা ফাশহাদ! আলা হাল বাল্লাগতু ।

খারেজি- বহুল প্রচলিত ও বহুল অপব্যবহৃত একটি শব্দ। এটি এমন একটি শব্দ যাকে ঘিরে রয়েছে চরম পর্যায়ের বিভ্রান্তি, ধোঁয়াশা, অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার।

এক শ্রেণীর আলেম ও তাদের অনুসারীদের কাছে যারাই তাদের বিরোধিতা করে তারা সবাই হয় খারেজি নয় বিদাতি অথবা উভয়ই। এই ধরনের মানুষের কাছে যারাই শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলে তারাই খারেজি। হাদিস ও শরীয়াহর বিকৃতি প্রকৃতিগত হয়ে যাওয়াই এ ধরনের আলেম ও তাদের অনুসারীরা ঢালাও ভাবে মুসলিম শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব হাদিস ও দলিল কাফির-মুর্তাদ-তাগুত শাসক গোষ্ঠীর জন্য ব্যবহার করে। আমাদের এই ফেইসবুকেও এই ধরনের লোক প্রচুর আছে। এক দুই হালি সেলিব্রিটিও আছে। তাই খারেজি ট্যাগ আমাদের উপরও ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এই ধরনের লোকেদের, এসব [#সরকারি_সালাফি](#)-দের অনুসৃত মূলনীতি অনুযায়ী হুসাইন রাঃ, আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর রাঃ, ইমাম আবু হানিফা, নাফসে যাকিয়্যা, এরা সবাই খারেজি। তাই এই মহান ব্যক্তিদের মতো খারেজি হতে পেরে আমরা গর্বিত।

আরেক শ্রেণী আছে যাদের কথা ও আচরণ থেকে মনে হয় চোখের পাশাপাশি অন্তরেও তারা পশ্চিমা লেন্স সুপার-গ্লু দিয়ে স্টেটে নিয়েছে। এদের বক্তব্য ও বিবৃতি থেকে মনে হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর শরীয়াহর চাইতে আমেরিকা ও তার গোলামদের শরীয়াহ্ এদের কাছে বেশি অনুসরণীয়। আর তাই মুসলিমদের প্রবাহিত রক্ত নিয়ে এদের কোন মাথাব্যথা না থাকলেও কাফিরদের হালাল রক্ত নিয়ে চরম মাথাব্যথা। আর তাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরদের এরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেও, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলিম এদের ‘কাছে খারেজি’। দ্বীন বেচে দিন কাটিয়ে দেওয়া এসব লোক আর তাদের অনুসারীদের সংখ্যাও নিছক কম না।

তবে একথাও সত্য, খারেজিরা হল মুসলিম উম্মাহর প্রথম বিদাতি জামাহ, এবং এই জামাতের এক-একটি ধারা বের হতে থাকবে।

আব্দুলগাফ ইবনে উমার রাঃ বলেন, রাসূল ﷺ ‘যখনই তাদের (খারেজিদের) কোন দল বের হবে তাদেরকে কেটে ফেলা হবে’ এই কথাটা প্রায় ২০ বারের বেশি সময় বলার পরে বললেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের (অর্থাৎ খারেজীদের) মধ্য থেকেই দাজ্জাল বের হবে।”

[শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, সহিহ ইবনে মাজাহঃ ১/৭৫-৭৬, নং-১৪৪।]

আর বাস্তবতা হল আধুনিক সময়ে তাগুতের গোলাম মুরজিয়া ও তাদের ব্যধির ব্যাপকতা, প্রসার ও তীব্রতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক আন্তরিক ভাই না বুঝেই খারেজিদের ফিতনায় পতিত হন এবং খারেজিদের মানহাজের অনুসারী হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে এই দুই বাতিল ফিরকা অনেকটা একে অপরের পরিপূরকের মতো। যখনই এদের একটির বিস্তার ঘটে তখনই প্রতিক্রিয়া হিসেবে অন্যটির আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহর অবস্থান এই দুইয়ের মাঝখানে। আহলুস সুন্নাহর মানহাজ মুরজিয়া শিথিলতা থেকে মুক্ত, আর খারেজিদের চরমপন্থা থেকেও মুক্ত। মুরজিয়াদের কাছে আমাদের মানহাজ চরমপন্থা মনে হবে, আর খারেজিদের কাছে আমাদের মানহাজ শিথিলতা মনে হবে। আলহামদুলিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

খাওয়ারিজ হলো জাহান্নামের কুকুর। [সাহিহ ইবন মাজাহ]

উপরের হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, খারেজিদের বিভিন্ন দলের উদ্ভব ঘটবে, যাদের নাম, স্থান, কাল, পাত্র ভিন্ন হবে, কিন্তু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারা খারেজি হবে। মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলতে কি বোঝানো হচ্ছে?

উলামা-মাশায়েখগণ তাদের বইয়ে যেখানে তারা বিভিন্ন ফিরকা, আক্বিদা ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন সেখানে একমত পোষণ করেছেন যে, সব দলের দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে।

এক- এমন বৈশিষ্ট্য যা ঐ দলের চিন্তাধারার সাথে মৌলিক ভাবে জড়িত, অর্থাৎ মৌলিক বৈশিষ্ট্য, এবং দুই, এমন বৈশিষ্ট্য যার প্রাদুর্ভাব ঐ দলের মধ্যে আছে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যেসব বৈশিষ্ট্য ঐ দলের সদস্যদের মধ্যে দেখা যায়।

ধরুন, আপনি ইমরান অথবা ফয়সাল নামের কারো ব্যাপারে বললেন যে সে একজন "শাহবাগী"। তাহলে এই ক্ষেত্রে তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল সে ইসলামবিদ্বেষী চেতনানাৎসি, যে দেশপ্রেম, মানবতা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, চেতনা, নারীবাদ, ৭১ এসবের নাম দিয়ে তার ইসলামবিদ্বেষকে আড়াল করার চেষ্টা করা। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য ছাড়া তার কিন্তু অন্যান্য আরো বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, ইমরান একজন শাহবাগী। সে গালিবাজ, সে লম্পট, সে গোসল করতে পছন্দ করে না, সে নিজেকে দেশি গুয়েভারা মনে করে তার প্রিয় খাবার আইটেম হল গাজা, ইয়াবা ও বিরিয়ানি ইত্যাদি। এগুলো তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারনে কিন্তু আপনি তাকে "শাহবাগী" বলবেন না। বরং চেতনা, মানবতা, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা ইত্যাদির মোড়কে ইসলামবিদ্বেষের প্রচার করার কারনে আপনি তাকে শাহবাগি বলছেন। এটি তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আর যদি এই বৈশিষ্ট্য কারো মাঝে না থাকে তাহলে সে শাহবাগী না। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি শাহবাগীদের মাঝে বিদ্যমান অন্য কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা জানি, যাতে করে মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি কেউ চিনতে নাও পারে তবুও সে যেন এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত করতে পারে।

দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা খারিজিদের সকল জামা'য়ার মধ্যেই উপস্থিত। অন্যভাবে বলা যায় এ দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকার কারনেই এসব জামাহকে খারিজি বলা হয়। সে বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

আসুন বিস্তারিত জানা শায়খ আল-আল্লামা সুলাইমান বিন নাসির আল উলওয়ানের ফাকাল্লাহু আশরাহ সুযোগ্য ছাত্র শায়খ আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনির হাফিয়াহুল্লাহ কাছ থেকে।

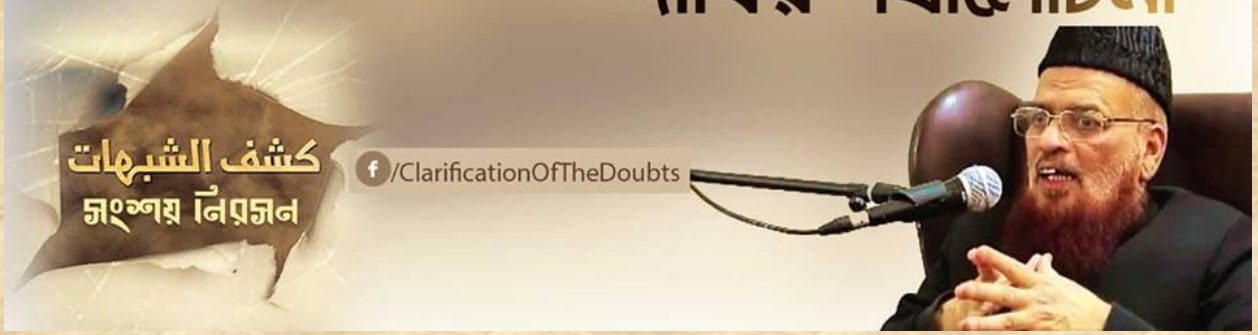
দেখুন, 'খাওয়ারিজদের বৈশিষ্ট্য'।

ইউটিউব লিঙ্কঃ <https://www.youtube.com/watch?v=84V9SYJjvY&>

#খারেজি

#জাহান্নামের_কুকুর

দারুল ইসলাম ও দারুল হরব প্রসঙ্গে মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা.এর “দাবির পর্যালোচনা”



প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পতনের পর নতুন করে এ মাসআলার আলোচনার প্রয়োজন পড়ে। কারণ কাফেররা বিশাল খেলাফতকে ভেঙে টুকরা টুকরা করে একেক অংশে নামধারী একেক মুসলমানকে শাসন ক্ষমতায় বসায়।

তারা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে।

আর যারা আল্লাহ তা'আলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আইন্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমতে তারা মুরতাদ। এ ব্যাপারে আইন্মায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের পর্যাণ্ড ফতোয়াও এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে।

তদ্রূপ আইন্মায়ে কেরাম এ ব্যাপারেও একমত যে, ইসলামী শাসনাধীন কোন রাষ্ট্র কাফের বা মুরতাদরা দখল করে নিয়ে তাতে ইসলামী শাসন রহিত করে কুফরী তথা শরীয়ত বিরোধী শাসন চালু করে দিলে,

...এবং মুসলমানরা তাদের থেকে তা উদ্ধার করে ইসলামী শাসন জারি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে উক্ত রাষ্ট্র আর 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র থাকে না, বরং 'দারুল কুফর' তথা কুফরী রাষ্ট্র হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে আইন্মায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।

এ হিসেবে বর্তমানে শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল হরব। নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের অনেক লেখা এবং ফতোয়া এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে।

কিন্তু বর্তমান উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এ উভয়টি বিষয়েই ভিন্নমত পোষণ করেন।

মাওলানা আহমাদ আল হিন্দি হাফিজাহুল্লাহ-র অসাধারণ এই দালিলীক আলোচনাটি পড়ুন -

<http://bit.ly/2ks9FSO>

আইএস, আইসিস, তানযিম আদ-দাওলাহ, জামাতুল বাগদাদি - বিভিন্ন নামে পরিচিত এই দলটি খিলাফতের দাবিদার। এরাই প্রথম না। এর আগে মিশরের শুকরি মুস্তফার প্রতিষ্ঠিত জামাতুল মুসলিমিন (তাকফির ওয়াল হিজরাহ - নামে পরিচিত) খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দাবি করেছিল। এই দলের সদস্যরা কিছুদিন আগ পর্যন্ত আবু ঈসা আল-কুরাইশি কে খালিফাহ মানতো। তাদের দাওয়াহ এবং আক্বিদার মূল ভিত্তি ছিল - যারা তাদের আমীরকে বাইয়াত দেয় না তারা কাফির। যারা তাদের জামাহর বাইরে মৃত্যুবরণ করে তারা কুফর আকবরের পর মৃত্যুবরণ করে।

ইরাকের বাগদাদী-আদনানীর দল আইএস - জামাতুল মুসলিমীনের একটি হাইব্রিড ভারসান। এরাও বিশ্বাস যারা তাদের আমীরকে বাইয়াত দেয় না তাদের রক্ত হালাল। যারা তাদের জামাতের বাইরে আছে তারা কুফর আকবরের উপর মৃত্যুবরণ করে। এরা বিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফর আকবর যা একজন মুসলিমকে মুরতাদের পরিণত করে।

জামাতুল মুসলিমীনের সাথে আইএসের পার্থক্য হল আল্লাহ তাদেরকে কিছু ভূমির উপর সাময়িক বিজয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বিজয়কে আইএস উম্মাহর জন্য কাজে লাগাতে রাজি হয় নি। তারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করতে চায় না। তারা বাইয়াতের জন্য যুদ্ধ করে। তারা মুসলিমদের নির্যাতন থেকে মুক্ত করার জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধ করেনি, তারা যুদ্ধ করেছে তাদের "রাষ্ট্র" কে সম্প্রসারণের জন্য।

আর সাময়িক কিছুটা নিয়ন্ত্রণ পেয়ে তারা মুসলিম উম্মাহর উপর নিজেদের চাপিয়ে দিয়েছে। যখন মতপার্থক্য হয়েছে তখন শরীয়াহ দ্বারা তার ফায়সালা করতে অস্বীকার করেছে এবং মুসলিমদের রক্তকে হালাল ঘোষণা দিয়ে মুসলিমদের পবিত্র রক্ত প্রবাহিত করেছে। এসব কিছু তারা করেছে নিজেদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবিকে সামনে রেখে।

কিন্তু তাদের এই দাবি কি বাস্তবসম্মত? শরীয়াহ এবং বাস্তবতা অনুযায়ী তাদের এই দাবি কি গ্রহণযোগ্য? দেখুন আইএস এর ভন্ডামি এবং তাদের ভুয়া খিলাফতের দাবি নিয়ে শায়খ আবু ক্বাতাদা আল ফিলিস্তিনির হাফিয়াহুল্লাহ-র বক্তব্য।

আইএস - এর ভুয়া খিলাফাহ

ইউটিউবে দেখুনঃ https://www.youtube.com/watch?v=mc42eAGGg_o

"খিলাফতের অন্তরালে" : inyurl.com/fakekhilafa

#খারেজি

#জাহান্নামের_কুকুর

#ভুয়া_খিলাফাহ

মনে করুন এক আত্মীয়ের আমন্ত্রণে তার বাসায় কোন অনুষ্ঠানে গেছেন। লক্ষ্য করলেন আপনি ঢুকা মাত্রই সবার মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। কারো চেহারায় কেমন যেন বিব্রত ভাব। কারো চেহারায় বিরক্তি। কয়েকজন কৌতুকভরা দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।

অস্বস্তি চাপা দিয়ে আপনি আস্তে আস্তে কাছাকাছি একটি টেবিলে বসলেন। বসা মাত্রই এতোক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকা লোকগুলো চুপ করে গেল। আপনি বুঝতে পারছেন না কি হয়েছে। একটু পর আপনার ঠিক উল্টোপাশে বসে থাকা লোকটা বিদ্রূপ আর বিরক্তি মাখা হাসি দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। লোকটাকে আপনি চেনেন। আপনার সাথে দা-কুমড়ো সম্পর্ক। রাগে মাথা ঝিমঝিম করে উঠলেও আপনি বসে রইলেন।

ছিহ! কি দুর্গন্ধ। কোথা থেকে আসে এসব - বলেই উঠে পরলো টেবিলের আরেকজন লোক। এই লোককেও আপনি চেনেন। প্রথম লোকটার সাথে এর খুব খাতির। প্রচণ্ড রাগ আর অপমানবোধ করছেন। কাল রাত থেকে শরীরটা ভালো না, তাও ভদ্রটা করে এসেছেন। অথচ পরিষ্কার বুঝতে পারছেন এরা আপনাকে অপমান করতে চাইছে। টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। আমন্ত্রনদাতার সাথে একবার দেখা করেই বের হয়ে যাবেন। এই সংকল্প।

রুমের মধ্যে আমন্ত্রনদাতাকে খোঁজার সময় দূর থেকে আপনাকে দেখতে পেয়ে চিন্তিত মুখে নিজেই ছুটে এলেন তিনি। কাছে এসে আপনি কিছু বলার আগেই আলতো করে আপনার হাত চেপে ধরে গলার স্বর নামিয়ে আপনাকে বললো, ভাইজান, রুম থেকে বের হয়ে হাতের ডানদিকে টয়লেট....

অবাক হয়ে আপনি লোকটার হাত সরিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। লোকটাকে ভালো বলেই জানতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই লোক ডেকে এনে সবার সাথে চক্রান্ত করে আপনাকে অপমান করছে। গটগট করে হাটছেন। মাথায় আগুন ধরে গেছেন। রুমে ফিরে গিয়ে কিছু কথা শুনিতে দেবেন কি না ভাবছেন। এমন সময় দেখলেন সিঁড়ির দিয়ে উঠে আসছেন আপনার জ্যাঠা। আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। একেবারে ছোটকাল থেকে শুরু করে ছাত্রজীবন, কর্মজীবন প্রতি পর্যায়ে এই মানুষটা আপনাকে সাহায্য করেছেন। সাদা এক জোড়া জ্বর নিচে উঁকি দেওয়া বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটোতে সবসময় খুঁজে পেয়েছেন আস্থা।

মানুষটা আপনার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছেন। সম্ভবত আপনার চেহারা দেখেই কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছেন। ধীরে ধীরে কাছে এসে স্নেহভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন - ‘কি রে বাপ কি হয়েছে? শরীরটা খারাপ?’ তীব্র রাগের মাঝেও দুঃখে, অপমানে গলাটা একটু ধরে এলে। চুপ করে থাকলেন। এবার আগের চাইতেও নরম স্বরে বললেন - আমার গাড়িটা নিচে আছে। ড্রাইভারকে বললেই বাসায় নিয়ে যাবে। আর পথে কোন দোকানে থেমে ড্রাইভারকে দিয়ে একজোড়া লুঙ্গি কিনে নিস। ভেজা কাপড়টা বদলে ফেলিস। চিন্তা করিস না। এমন হতেই পারে।

এবার আর চেপে রাখতে পারলেন। প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করে উঠলেন। ধাক্কা দিলেন মানুষটাকে। বুড়ো লোকটা তাল সামলাতে না পেরে পরে গেল। জ্বাক্ষেপ না করে আপনি ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে নেমে গেলেন। মনে হচ্ছে মাথা দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। চারপাশে কি আছে, কি হচ্ছে ফোকাস করতে পারছেন না। দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে আপনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন কোন শয়তানী উদ্দেশ্য নিয়ে শুধুমাত্র আপনাকে অপমান করার জন্য আজকের এই পুরো নাটক সাজানো হয়েছে। আপনার প্রতি শত্রুতাবশত, হিংসা আর বিদ্বেষবশত এই জঘন্য নাটকের অবতারণা। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন - প্রতিশোধ নিতে হবে।

বেখেয়ালে হাটার সময় ধাক্কা খেলেন ফুটপাথে হাটতে থাকা এক লোকের সাথে। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও খেয়াল করলেন লোকটার সাথে ৪/৫ বছরের একটা বাচ্চাটা আছে। খেয়াল না করায় দুজনের সাথেই ধাক্কা খেয়েছেন। নিজের অন্যমনস্কতার জন্য ক্ষমা চাইলেন। লোকটা হতভম্ব হয়ে বারবার আপনাকে দেখছে। শেষবারের মতো ক্ষমা চেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় কানে এল বাচ্চাটা আল্লাদী গলায় বলছে - আব্বু দেখো পাগল আক্কেলটা কাপড়ে টয়লেট করে দিয়েছে!

মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দৌড়ানো শুরু করলেন ওদের দিকে। আজকে শালাদের জানেই মেরে ফেলবেন... পাঠক নিশ্চয় বুঝতেই পারছেন উপরের ঘটনা কাল্পনিক। তবে লোক হাসানো কিংবা কাউকে ছোট করার জন্য এই গল্পের অবতারণা করা হয় নি। কারো সাথে তুলনা করাও উদ্দেশ্য না। গল্পটা উপস্থাপন করা হয়েছে একটি সহজ কিন্তু সহজেই আমাদের মাঝে তৈরি হওয়া প্রবনতাকে তুলে ধরতে।

কাছের মানুষ, দূরের মানুষ, ঘরের মানুষ, অচেনা মানুষ সবাই যখন সবাই আপনার ব্যাপারে একই অভিযোগ তোলে তখন এটা মনে করা কতোটা যৌক্তিক যে সমগ্র বিশ্ব আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে আর আপনি নিষ্পাপ, নির্ভুল? নাকি এটার সম্ভাবনাই বেশি যে আপনি ভুলের মধ্যে আছেন কিন্তু তবুও ক্রমাগত নিজের ভুল অস্বীকার করার জেদ ধরে আছেন?

একগুঁয়েমি, আর গোয়ার্তুমি করে হয়তো নিজেকে বুঝ দিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু দুর্গন্ধ তাতে চাপা পড়ে না।

“তথৈবচ তাবলীগ...সমগোত্রীয় চরমোনাই পীরও এখন সোচ্চার।

ইউটিউবে দেখুনঃ <https://youtu.be/yWUhptMFBZQ>

#প্রচলিত_তাবলীগ_জামাত

nobodhara.net

বিশুদ্ধ আকিদা ও নববী মানহাজের দিকে আহ্বানকারী



f /nobodhara.net

আমাদের এই সময়টাতে ইসলাম সম্পর্কে জানার মাধ্যম অনেক। সুযোগ অনেক। ইন্টারনেট ‘ইলমের বিশাল ভান্ডার আমাদের হাতের নাগালে এনে দিয়েছে। শত শত বছর ধরে পরম যত্নে লিখিত বইয়ের লাইব্রেরি স্মার্ট ফোনের মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে পকেটে নিয়ে ঘোরা যায়। ‘ইলম অর্জনের জন্য এক হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের যে পরিমাণ কষ্টটুকু করতে হতো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পরিমাণ কষ্টও করতে হয় না।

তবে প্রযুক্তি ‘ইলম অর্জন অনেকাংশে সহজসাধ্য করলেও, আমাদের চিন্তাভাবনা এবং প্রকৃতির মাঝেও কিছু পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ধৈর্য লোপ পেয়েছে, অধ্যবসায় প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। কোন বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়নের পর চিন্তার পরিবর্তে এক লাইনে উত্তর পাওয়ার প্রতিই আমাদের ঝোকটা বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর দালিলিক ও বিস্তারিত আলোচনা পড়ার চাইতে, নানা সেলিব্রিটি বক্তাদের বিনোদন হবার উপযোগী এমন বক্তব্য, লেকচারকে আমরা ইলমের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। আর আমরা এমন একটা অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছি যা মুসলিম ইতিহাসে সম্ভবত এমন ভাবে আগে আর আসেনি। যদিও অধিকাংশ বিষয়ে জানার সুযোগ এখন অনেক, কিন্তু কিছু বিষয়ে জানাটা এখন খুবই কঠিন।

সভ্যতার যে সংঘাতে মুখোমুখি আমরা এসে দাঁড়িয়েছি তার কারনেই হয়তো ‘ইলমের এমন অনেক কিছুই আজ গোপন করা হচ্ছে যা প্রকাশ করা দীন ও উম্মাহর জন্য আবশ্যিক। হয়তো ইলমের এমন অনেক কিছুকেই আজ অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করা হচ্ছে যা আসলে অতীব প্রয়োজনীয়।

সহিহ বা হক্ক আকিদা শেখার অনেক সুযোগ, অনেক ম্যাটেরিয়াল আমরা পেলেও তাই সেখানে সম্পূর্ণ আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে না।

তাওহিদের ব্যাপারে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া গেলেও তাওহিদ আল-আমালি সম্পর্কে জানার সুযোগ তেমন হচ্ছে না।

সালাফ আস-সালেহিনের কথা বারংবার উচ্চারিত হলেও সালাফ-আস-সালেহেইনের উদাহরণ অনুসরণের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। আক্বাবিরদের কথা উচ্চারিত হলেও আক্বাবিরদের দেখানো পথ চিনিয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

আর তাই ‘ইলমপিপাসুরা যে ধারাগুলো নিজেদের সামনে পাচ্ছে, সমৃদ্ধ অতীত সত্ত্বেও সেগুলোর বাস্তবতা হল তারা বর্তমানে উৎসপথ থেকে বিচ্যুত।



ইসলামের শত্রুরা আবার ইসলামের শত্রুরা ভেতরে থেকে ইসলামকে পরিবর্তন করে ফেলার কাজে হাত দিয়েছে, আর এই জন্য তারা ব্যবহার করেছে নানা কৌশল।

নামীদামী ইসলামী বক্তাদের ব্যবহার করা থেকে শুরু করে সিলেবাসে পরিবর্তন - বিভিন্ন ভাবে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যারা পশ্চিমা ইসলাম প্রচার করে পশ্চিমা নিজ খরচে তাদের উম্মাহর উপরে ‘ইলমের ধারক-বাহক’ হিসেবে স্থাপন করতে চাচ্ছে।

নিজেদের প্রতিষ্ঠান, নেটওয়ার্ক, প্রচার যন্ত্র, প্রশাসনিক শক্তি সব কিছু ব্যবহার করে তারা এই পরিবর্তিত ইসলামকে, ইসলামের মূল ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আর তাই ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়গুলোর ব্যাপারে আজ নতুন সব ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, আর কিছু বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সত্যান্বেষীরা উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রশ্নের পাহাড় বড় হচ্ছে কিন্তু উত্তর মিলছে না।

আমাদের পূর্বপুরুষদের ‘ইলম অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হলেও বিশুদ্ধ আক্ফিদা ও নববী মানহাজের উৎস খুঁজে পেতে এতোটা বেগ তাদের পেতে হয় নি। আলহামদুলিল্লাহ, এটা নবী মুহাম্মাদের ﷺ নবুওয়্যাতের সত্যায়ন, কারণ তিনি ﷺ শেষ যমানার এই ফিতনার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য বলেছেন।

আজ ‘ইলম সহজলভ্য কিন্তু বিশুদ্ধতা দুর্লভ। ‘ইলমের দাবিদার অনেক, কিন্তু মৌলিক প্রশ্নগুলোর সঠিক, দালিলিক উত্তর দেয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আলেম অনেক কিন্তু নবীদের ওয়ারিশদের খুঁজে পাওয়া কঠিন।

প্রচলিত ধারাগুলো নিজ নিজ স্থানে সমৃদ্ধ। কিন্তু বর্তমানের চাহিদা পূরনে, প্রকাশ্যে নির্ভেজাল, নির্জলা সত্যকে ঘোষণা করতে ব্যর্থ। এই শূন্যতাকে ‘ইলমপিপাসুদের এই চাহিদাকে, পূরনের জন্য প্রয়োজন এক নতুনধারার।

চিন্তার নতুন এক বিপ্লবের যা পরবর্তীদের চিন্তাগত জঞ্জালকে ছুড়ে ফেলে উম্মাহকে আবারো সংযুক্ত করবে প্রথম প্রজন্মগুলোর বিশুদ্ধ পথে।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই, বিশুদ্ধ আক্ফিদা ও নববী মানহাজকে তুলে ধরার জন্য শুরু হল নবধারা -র পথচলা।

শতবর্ষের আবর্জনাকে ঝেড়ে ফেলে শেকড়ে ফিরে যাবার বিপ্লব। ছড়িয়ে থাকা অগণিত ফরমায়েশি ইটের স্তুপ নিচ থেকে চাপা পরে যাওয়া হিরে-মণি-মুক্তো খুঁজে বের করে আনার প্রত্যয়।

বাংলাভাষাভাষী ‘ইলমপিপাসু-দের জন্য অনলাইনে ওয়ান স্টপ ডেস্টিনেশন ইন শা আল্লাহ - nobodhara.net

বল: এটাই আমার পথ, আল্লাহর পথে আহবান জানাচ্ছি, আমি ও আমার অনুসারীরা, স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে। আল্লাহ মহান, পবিত্র; আমি কক্ষনো মুশরিকদের মধ্যে शामिल হব না। [সূরা ইউসুফ, ১০৮]



শিশুদের সাথে পেছনে বসে থাকার স্বপক্ষে সরকারি সালাফিদের একটি সাধারণ যুক্তি হচ্ছে

“শত্রুসংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ হলে তাদের মুকাবিলা বৈধ নয়।”

এদেশীয় সরকারি সালাফি আলেম ‘ডক্টর সাইফুল্লাহ’ আরাকান ইস্যুতে উক্ত ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন “সমান সমান না হলে মুকাবিলা ইসলামে জায়েজ নয়।”

(লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

অথচ, বদর, উহুদ, মুতা সহ অধিকাংশ যুদ্ধই এই ফতোয়া অনুযায়ী হারাম হওয়ার কথা! (নাউজুবিল্লাহ)

মূলত, বিষয়টি হচ্ছে, “কাফিরদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পালানো বৈধ। কিন্তু যদি মুসলিমদের সংখ্যা ১২০০০ এর অধিক হয় তাহলে দ্বিগুণ হলেও পালানো বৈধ নয়।”

অথচ, এই বিষয়টিকে যুদ্ধে শামিলের শর্ত বানিয়ে ফেলা হচ্ছে! কতই না নিকৃষ্ট গোমরাহি। বিস্তারিত জানতে পড়ুনঃ

কিতাব: আল-লুবাব ফিল জামই বাইনাস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব

যখন কাফেরের সংখ্যা ২ জনের চেয়ে অধিক হয়ে যায়, তখন একজন মুসলিমের জন্য মুমনিদের এমন কোন দলের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া, যেখানে সাহায্য রয়েছে, এটা জায়েয আছে। কিন্তু যদি পলায়ন করত: এমন সাধারণ মুসলিমদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়, যাদের সাথে সাহায্য নেই, তাহলে এটা আল্লাহ তা’আলার বাণীতে উল্লেখিত ধমকির অন্তর্ভুক্ত

...ومن يولهم يومئذ دبره -

“যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন অথবা নিজ দলে স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।”

অনুরূপ রাসূল সা: বলেছেন:

আমি প্রত্যেক মুসলিমের (আশ্রয় গ্রহণের) জন্য দল স্বরূপ।

অনুরূপ হযরত ওমর রা: এর নিকট যখন সংবাদ পৌঁছলো যে, উবাইদ ইবনে মাসউদ লড়াইয়ের দিন সামনে অগ্রসর হতে হতে নিহত হয়েছেন, কিন্তু পিছু হটেননি, তখন তিনি বললেন:

আল্লাহ আবু উবাইদের প্রতি রহম করুন! তিনি যদি আমার দিকে আশ্রয় গ্রহণ করতেন, তাহলে তো আমি তার জন্য দলস্বরূপ হতাম। অতঃপর যখন আবু উবাইদের সাথীগণ তার নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন, আমি আপনাদের (আশ্রয় গ্রহণের) জন্য দল। আর তিনি তাদেরকে ভৎসনা করলেন না।

এই হুকুমটি আমাদের মতে ততক্ষণ কার্যকর থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের সংখ্যা ১২ হাজারে না পৌঁছে। কিন্তু যখন মুসলিমদের সংখ্যা ১২ হাজারে পৌঁছবে, তখন তাদের জন্য তাদের দ্বিগুণ থেকেও পলায়ন করা জায়েয হবে না। তবে যুদ্ধের কৌশল হিসাবে এরূপ জায়েয আছে।

অর্থাৎ শত্রুদের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাতার জন্য এক স্থান থেকে সরে অন্য স্থানে যাওয়া- যেমন সংকীর্ণ স্থান থেকে প্রশস্ত স্থানের দিকে যাওয়া বা প্রশস্ত স্থান থেকে সংকীর্ণ স্থানের দিকে যাওয়া অথবা শত্রুদের জন্য

লুকিয়ে থাকা বা এধরনের অন্য কোন কৌশল, যেগুলো মূলত: যুদ্ধ থেকে ভেগে যাওয়া নয়, বরং এগুলো হচ্ছে মুসলিমদের দলের সাথে মিলিত হয়ে একসঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য।

অতঃপর যখন তাদের সংখ্যা ১২ হাজারে পৌঁছবে, তখন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ: বলেন: ‘সন্যবাহিনী যখন এই পরিমাণে পৌঁছে, তখন শত্রুদের সংখ্যা যতই হোক, মুসলিমদের জন্য তাদের শত্রুদের থেকে পলায়ন করা কোনভাবেই জায়েয নেই। শত্রুদের সংখ্যা যতই বেড়ে যাক। তিনি আমাদের উলামাদের মাঝে এব্যাপারে কোন ইখতিলাফ উল্লেখ করেননি।

তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত ইমাম যুহরী রহ: এর হাদীসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেন। উবায়দুল্লাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন: সর্বোত্তম সহচর চার জন। সর্বোত্তম প্রেরিত বাহিনী ৪০০ জন। সর্বোত্তম ‘সন্যবাহিনী ৪ হাজার। ১২ হাজারের কোন বাহিনী কখনো সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না।’ কোন বর্ণনায় আছে, যে দলের সদস্য ১২ হাজারে পৌঁছে, তারা কখনো পরাজিত হয় না, যদি তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে।

ইমাম ত্বহাবী রহ: বর্ণনা করেন: ইমাম মালেক রহ: কে প্রশ্ন করা হল, যে আল্লাহর বিধান থেকে বের হয়ে গেছে এবং ভিন্ন বিধান দ্বারা শাসন পরিচালনা করে, আমাদের জন্য কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে পিছিয়ে থাকা জায়েয আছে?

তখন তিনি বলেন: যদি তোমার সাথে তোমার মত ১২ হাজার থাকে, তাহলে তোমার জন্য পিছিয়ে থাকা জায়েয নেই। এমনটা না থাকলে তোমার পিছিয়ে থাকা জায়েয আছে। প্রশ্নকারী ছিল, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ:। এই মতটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ: এর থেকে বর্ণিত মতের অনুরূপ।

এক হাজার দু’হাজারের উপর বিজয় লাভ করবে- আবু জাফর আত-তাবারী:

হযরত ইকরিমা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তা’আলার বাণী- যদি তোমাদের মধ্য থেকে ২০ জন ধৈর্যশীল থাকে... এর ব্যাপারে বলেন:

মুসলমান একজন আর কাফের দশ জন। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা তাদের উপর সহজ বা হালকা করে দেন। তাই এখন তাদের উপর এই বিধান করেন যে, তাদের এক জন পুরুষ শত্রুদের দুজন পুরুষের মোকাবেলায় পলায়ন করতে পারবে না।

কিতাব: ফাতহুল কাদীর- ইমাম শাওকানী:

যখন নাযিল হল- তোমাদের বিশ জন ধৈর্যশীল (তাদের) দশ জনের উপর বিজয় লাভ করবে- তখন ফরজ করে দেওয়া হল যে, একজন দশ জন থেকে পলায়ন করতে পারবে না এবং বিশ জন দশ জনের থেকে পলায়ন করতে পারবে না। অতঃপর নাযিল হয়- এখন আল্লাহ তোমাদের উপর সহজ করে দিলেন...।

তখন ফরজ করা হল, ‘একশ জন, একশ’ জন থেকে পলায়ন করতে পারবে না। ইমাম সুফিয়ান ইবনে শুবরুমা বলেন: আমি আমার বিল মা’রুফ ও নেহী আনিল মুনকারকেও এরূপ মনে করি; যদি দুজন অন্যাযকারী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই আমার বিল মা’রুফ করতে হবে, আর যদি তিন জন থাকে তাহলে তার সাথে লড়াই না করারও সুযোগ আছে।

ইমাম বুখারী, নাহহাস তদ্বিয় কিতাব নাসিখ এ, ইবনে মারদুয়াহ ও বায়হাকী তদ্বিয় কিতাব সুনানে ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: যখন নাযিল হল- তোমাদের মধ্য থেকে দশ জন ধৈর্যশীল থাকলে দশ জনের উপর বিজয় লাভ করবে- তখন বিষয়টা মুসলিমদের নিকট কঠিন মনে হল, যেহেতু

এতে ফরজ করা হয়েছে যে, একজন দশ জন থেকে পলায়ন করতে পারবে না। তখন সহজ করার জন্য আয়াত নাযিল হল- এখন আলগা তোমাদের থেকে (চাপ) হালকা করে দিলেন। তিনি আরও বলেন: অতঃপর যখন আলগা তাদের উপর সংখ্যার ব্যাপারে সহজ করে দিলেন, তখন তাদের থেকে যতটুকু সহজ করা হল, ততটুকু পরিমাণ তাদের ধৈর্যও কমে গেল।

কিতাব: আইসারুত তাফাসীর-আবু বকর আলজাযায়েরী

এখান থেকে একথা পাওয়া গেল যে, কোন মুসলিমের জন্য দুজনের মোকাবেলা থেকে পলায়ন করা জায়েয নেই। তবে যদি শত্রু দুজনের বেশি হয়, তখন তার জন্য পলায়ন করা জায়েয আছে। এরকামভাবে সংখ্যা যতই হোক। যেমন দশ জনের জন্য বিশ জন থেকে পলায়ন করা হারাম হবে, কিন্তু তাদের জন্য ত্রিশ জন বা চল্লিশ জন থেকে পলায়ন করা জায়েয আছে।

এই বিধানটা হচ্ছে শুধু মাত্র কষ্ট লাঘবের জন্য, অন্যথায় একজন মুমিনের জন্য দশজন বা তার চেয়ে অধিকের সাথে মোকাবেলা করাও জায়েয আছে। যেমন মৃত্যুর দিন তিন হাজার সাহাবী অস্ত্রে সজ্জিত ১ লক্ষ ৫০ হাজার রোম ও আরবের যৌথ সেবানাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছেন।

আয়াতে **بِإِذْنِ اللَّهِ** আল্লাহর হুকুমে- এর অর্থ হল, তার সাহায্য ও শক্তিতে। কেননা আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া বিজয় সম্ভব নয়।

আবু জাফর আত-তাবারী:

হযরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, লোকদের (ভ্রান্ত) কথা যেন আপনাদেরকে ধোকাই না ফেলে। কারণ আমি অনেক লোককে শুনেছি, তারা বলে, একজন মুসলিমের জন্য তখনই যুদ্ধ করা উচিত হবে, যখন প্রত্যেকের উপর দুজন করে শত্রু ভাগে পড়ে এবং প্রত্যেক দুজনের উপর চারজন করে ভাগে পড়ে। তারপর এই অনুপাতে।

তাদের ধারণা হল, কেউ যদি এ সংখ্যায় পৌঁছার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ সংখ্যায় না পৌঁছবে যে, প্রত্যেকের উপর দুজন এবং প্রত্যেক দুজনের উপর চারজন, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ না করলেও তাদের কোন গুনাহ হবে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

[وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ] (سورة البقرة: ২০৭)

“লোকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ আত্মাকে বিক্রয় করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়াশীল।”

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

[فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ] (سورة النساء: ৮৪)

“তাই তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে থাক, তোমার উপর তো তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার নেই। আর মুমনিদেরকে উৎসাহিত করতে থাক।”

অতএব এটিও একটি উৎসাহ, যা আল্লাহ সূরা আনফালে তাদের উপর নাযিল করেছেন। তাই আপনি অক্ষম হবেন না। যুদ্ধ করুন। কারণ আল্লাহ যেটা ঘটাতে চান, তা মানুষের মাঝে কার্যকর হবেই।

লুতফর ফরাজি ও তাবলীগী ভাইদের অসার বক্তব্যের খন্ডন!

হে মুসলিম সমাজ, ফিতনা থেকে সতর্ক হয়েছেন তো ? •Monday, 27 March 2017

"তাবলীগে বের হয়ে একটি আমল ৪৯ কোটি আমলের সমতুল্য" - প্রায় সকল তাবলীগী ভাইয়ের ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত একটি বক্তব্য। তাবলীগী ভাইদের অন্যায় তাহরিফের সপক্ষে কলম ধরে দ্রুত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের একজন মাওলানা লুতফর ফরাজি।

(উনার সকল বক্তব্যকে ভুল বলা হচ্ছে না, মূলত ফি সাবিলিল্লাহ ও আকিদা সংক্রান্ত বিষয়ে উনার সাথে আহলে হকরা একমত নন)

প্রথমে, এই বক্তব্যের স্বপক্ষে মাওলানা লুতফর ফরাজির দেয়া দলীল দেখুন -

মূলত উক্ত ফযীলতটি দুটি হাদীসের সমন্বয়ে বলা হয়ে থাকে। একই হাদীস একসাথে উক্ত ফযীলত বর্ণিত হয়নি। হাদীস দুটি দেখলেই উপরোক্ত ফযীলত সত্য হবার প্রমাণ আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে।

عن خريم بن فاتك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبع مائة ضعف

অনুবাদ-হযরত খুরাইম বিন ফাতেক রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু খরচ করে তা তার আমলনামায় ৭ শত গুণ হিসেবে লেখা হয়।

[সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-১৬২৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৪৬৪৭;

সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস নং-৪৩৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৯০৩৬;

মুসনাদে তায়ালিসী, হাদীস নং-২২৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-১৯৭৭০;

গুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৩২৯৪]

এখানে লক্ষ্য কারণ। এক টাকা খরচ করলে এখানে সাত শত গুণ সওয়াব লেখার কথা এসেছে।

এবার দ্বিতীয় হাদীসটি দেখুন-

২য় হাদীস

عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذكر في سبيل الله تعالى يضعف فوق

النفقة بسبع مائة ضعف قال يحيى في حديثه بسبع مائة ألف ضعف

হযরত সাহল বিন মুয়াজ রাঃ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহকে স্মরণ করার সওয়াব আল্লাহর রাস্তায় খরচের সওয়াবের তুলনায় ৭ লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।

অন্য বর্ণনায় এসেছে সাত লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।

মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৫৬১৩; আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং-৪০৫;

মুসনাদুস সাহাবা ফি কুতুবিত তিসআ, হাদীস নং-১৫১৮৬;

কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল, হাদীস নং-১০৮৭৯;

জামেউল আহাদীস, হাদীস নং-৬৮৫৮

এবার উভয় হাদীসকে একত্র করুন। প্রথম হাদীস দ্বারা জানতে পারলাম। এক টাকা খরচে সওয়াব পাওয়া যায় ৭ শত গুণ। আর দ্বিতীয় হাদীসে জানতে পারলাম খরচের তুলনায় অন্য আমলে পাওয়া যায় ৭ লক্ষ সওয়াব বেশি। এর মানে হল, একটি আমল করলে প্রতি আমলে খরচ করলে যত পাওয়া যেত তারও সাত লক্ষ গুণ বেশি সওয়াব।

তাই এবার ৭ শতকে ৭ লক্ষ দিয়ে গুণ দিন। $৭০০ \times ৭০০০০০ = ৪৯,০০,০০,০০০$ ।

তাহলে কি বুঝা গেল? আল্লাহর রাস্তায় একটি আমল করা ঊনপঞ্চাশ কোটি আমল করার সওয়াবের সমতুল্য।

উল্লেখিত হাদীস দু'টি সনদ হিসেবে দুর্বল। কিন্তু জাল নয়। আর সকল গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণ একমত দুর্বল হাদীস ফযীলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। তাই এ ফযীলত বলতে কোন সমস্যা নেই।

জাযাকাল্লাহ।

ফতোয়ার লিঙ্কঃ <http://ahlehaqmedia.com/Avj...>

লুতফর ফরাজির দুর্বল ফিকহি বুঝের খন্ডন দেখুন।

একজন প্রাজ্ঞ দেওবন্দি, কওমি আলিমের কাছ থেকেই।

খন্ডনঃ

“অনেকে বলেন তাবলীগে ১ টাকা ব্যয় করলে ঊনপঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় করার ছওয়াব পাওয়া যায়। আবার অনেকে ঊনপঞ্চাশ কোটি না বলে ৭ লক্ষ বলেন। এ সংশ্লিষ্ট বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

পরিষ্কার করার জন্য বলছি,

এক হাদীসে এসেছে,

অর্থ. যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং সে পথে অর্থ ব্যয় করে, প্রতি এক দিরহামের বিনিময়ে তার থাকবে ৭ লক্ষ দিরহাম! (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৭৬১)

অপর এক হাদীসে এসেছে,

إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالدَّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ

অর্থ. নামায, রোযা ও যিকিরের ছওয়াব আল্লাহর রাস্তায় দান করার তুলনায় ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫০০)

৭ লক্ষকে ৭০০ দ্বারা পূরণ করলে ফল হয় ঊনপঞ্চাশ কোটি। এর দ্বারা পরিষ্কার হলো যে, তাবলীগের পথে ১ টাকা ৪৯ কোটি বা ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সওয়াব পাওয়ার কথাটা পুরাই ভুল। আকারণ, উল্লেখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা গেল, ৪৯ কোটি গুণ ছওয়াবের ফযীলতটি ইবাদতসংশ্লিষ্ট। আর ৭ লক্ষ গুণের ছওয়াবটি ব্যয়সংশ্লিষ্ট।

তাছাড়া ইবাদত ও ব্যয়ের আলোচ্য ফযীলতটিও ব্যাপক নয়। তা বরং আল্লাহর রাস্তার জিহাদের অক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এপর্যায়ে আলেম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি,

শরীয়তের কোনো হুকুম যখন خلاف বা যুক্তির বিপরীত পরিলক্ষিত হয়, তখন তা مؤرد তথা যে



ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সে ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে।

যমন - নামাযে উচ্চস্বরে হাসলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়।

এখানে উচ্চস্বরে হাসাকে অযু ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর উচ্চস্বরে হাসা অযু ভঙ্গের কারণ হওয়া যুক্তির বিপরীত। তাই مُؤَرِدٌ তথা যে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সে ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।- শুধু বৃকূসজদাওয়ালা নামাযের মধ্যকার উচ্চস্বরে হাসাকে অযু ভঙ্গের কারণ বলা হবে।

জানাযার নামাযের ও অন্য কোন সময়ের উচ্চস্বরে হাসাকে অযু ভঙ্গের কারণ বলা হবে না। তদ্রূপ টাকা খরচ করবে একটি, আর ছওয়াব হবে ৭ লক্ষ।

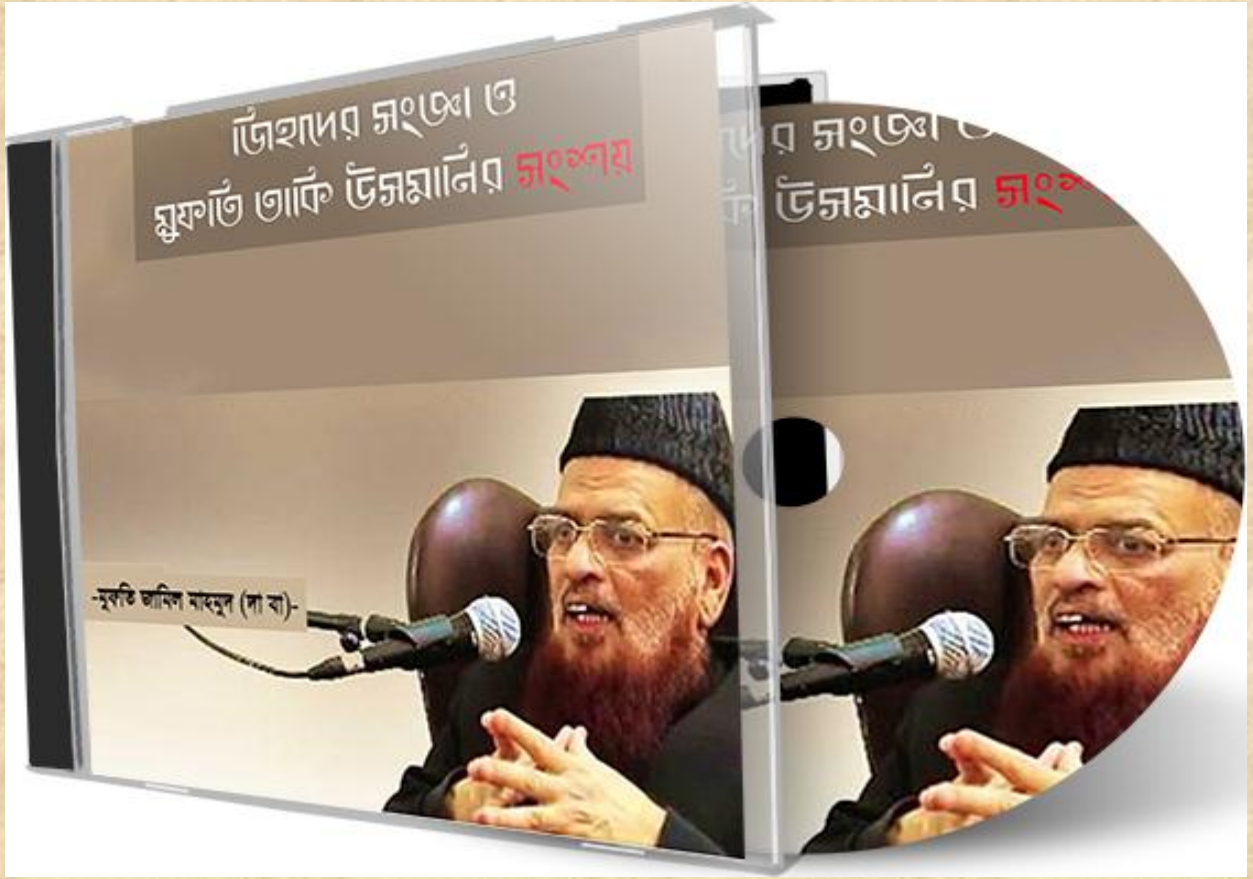
এটা কি খেলাফে কিয়াস ও যুক্তির বিপরীত নয়?

অতএব এ সাওয়াবের কথা যে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তার জিহাদ করার ব্যাপারে, সেক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

অতএব আলেমসমাজের সঠিক বিষয়টি মানুষের সামনে এখন ব্যাপকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। অন্যথায় বর্তমানে সমাজে যে, বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তা আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।”

বয়ান : মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ

সংকলন : মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ, দারুল উলুম মাদানিনগর!



অডিও লেকচার:

"জিহাদের সংজ্ঞা ও মুফতি তাকি উসমানি (দা বা)'র সংশয়"
- মুফতি জামিল মাহমুদ (দা বা)

সময়কালঃ ১০মিনিট ২০ সেকেন্ড

শুনুন/ ডাউনলোড করুনঃ

<http://tinyurl.com/JihadTaqiUsmani>

<https://archive.org/details/JihadAndTaqiUsmani>



মুরজিয়া সালাফি ও বনী ইজরায়েলি

“মুরজিয়ারা হচ্ছে কিবলামুখী ইহুদি” - ইমাম সাঈদ বিন জুবায়ের রহঃ

লিখেছেনঃ আরব বিশ্বের প্রখ্যাত আলেম শায়খ খালিদ আল হুসাইনান রহঃ

(যার লিখিত বই "দিনে রাতে ১হাজার সুন্নাহ" অনুবাদ করেছে আহলে হাদিস প্রকাশনী "তাওহিদ প্রকাশনী")

কিছু আহলে ইলমের (যেমন আমাদের দেশের সরকারি সালাফি/আহলে হাদিস 'আলেম'গণ) আকীদার বিষয়ে এবং বিদআতি ও পথভ্রষ্ট দলসমূহের প্রতিবাদ করার বিষয়ে খুব আগ্রহ ও গুরুত্ব।

অপরদিকে তিনি দেখেন, শাসক কুফর, শিরক ও ধর্মত্যাগে লিপ্ত, কিন্তু এতে তিনি স্বীয় দীন ও আকীদার ব্যাপারে গোঁস্বা ও গায়রত প্রকাশ করেন না।

এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে যথাসম্ভব ইঙ্গিতে সেরে যান; স্পষ্ট ও পরিস্কারভাবে বলেন না। আর এর জন্য নিজের সামর্থ্যমত বিভিন্ন ওয়র বানিয়ে নেন।

কিন্তু যদি দরীদ্র লোকদের কেউ তাতে লিপ্ত হয়, যার কোনো ক্ষমতা নেই, সামাজিক অবস্থান নেই, তখন সেই আলেমরা দীন ও আকীদার ব্যাপারে নিজের গোঁস্বা ও গায়রত প্রকাশ করে, বিভিন্ন মন্দ বৈশিষ্ট্যের সাথে তার বিবরণ তুলে ধরে, মানুষকে তার মজলিসে বসা থেকে সতর্ক করে, সেখানে আল ওয়ালা ওয়াল বারা (বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ) এর আকীদার ব্যবহার করে, উক্ত লোককে পরিত্যাগ করে এবং অন্য মানুষকে আদেশ করে তাকে পরিত্যাগ করার জন্য।

তাহলে সে শাসক বা যার দেশে ক্ষমতা আছে, তার ক্ষেত্রে এই আয়াতের উপর আমল করে:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) وقوله: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

“তোমরা গিয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহকে) ভয় করবে”।

এবং এই আয়াতের উপর: “তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে (বিতর্কের প্রয়োজন হলে) বিতর্ক করবে সর্বোত্তম পন্থায়”।

পক্ষান্তরে দরীদ্র, সাধারণ জনগণ এবং যাদের দেশে কোনো অবস্থান নেই, তাদের ক্ষেত্রে এই আয়াতের উপর আমল করে:

(فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)

“তাই তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে বলতে থাক আর মুশরিকদেরকে পরওয়া করো না।”

বনী ইসরাঈলীদের সাথে এর বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা: বলেন:

“তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছিল এজন্য যে, যখন তাদের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত, পক্ষান্তরে যখন তাদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর লোক চুরি করত, তার উপর হদ প্রয়োগ করত”।

(বুখারী মুসলিম)

আরেকটি আশ্চর্য ও বিরল ব্যাপার হল, তারা তাদের ভাষণে ও দরসে ঘোষণা দেয়, এমন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, যা জীবনের সর্ব বিষয়ে আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা শাসন করবে, কিন্তু যখন কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় অথবা প্রতিষ্ঠার পথে থাকে আর মুজাহিদগণ তাদের সাহায্য করার ও তাদের সঙ্গে থাকার আহ্বান করেন, তখন তারা পিছুটান দিতে শুরু করে, তার সাহায্য-সহযোগীতা থেকে বিরত থাকে এবং অলসতা করে।

তখন তারা আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নকারী ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করার তুলনায় তাগুতের রাষ্ট্রে বসবাস করাকেই প্রাধান্য দেয়, যা আলফাহর বিধান ব্যতীত ভিন্ন আইনে শাসন করে।

তাহলে কেন এই ধোঁকা ও পিছুটান?

এটা কি পার্থিব ইনকাম ও ব্যক্তিস্বার্থ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে? আল্লাহই ভাল জানেন।

নাকি এটা শয়তানের ধোঁকা, মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা প্রবঞ্চনা? আল্লাহই ভাল জানেন।

সে কি ধারণা করে, তার আলোচনা ও ভাষণের দ্বারা অচিরেই এখানে এমন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যা তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং সেদেশে তাকে পরাজিত করবে?

আসলে সে হাজার বার চিন্তা করে, কিভাবে তার সুন্দরী স্ত্রীর বিচ্ছেদ সহ্য করবে? কিভাবে তার সন্তানদের বিচ্ছেদ বরণ করবে? কিভাবে তার সেই বাড়ী-ঘর ছেড়ে যাবে, যা বানাতে ও সাঁজাতে তার বহু ক্লান্তি সহ্য করতে হয়েছে?

কিভাবে তার সেই বেতন ছেড়ে আসবে, যার পশ্চাতে মহা সম্মান তার পদচুম্বন করে আরো চিন্তা করে, কিভাবে তার সেই দেশ ছাড়বে, বহু বছর যাতে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে?

আমরা তাকে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী স্বরণ করিয়ে দিব:

(قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا)

“বল, পার্থিব ভোগসম্ভার তুচ্ছ আর যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্য আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্যও জুলুম করা হবে না”।

আরো স্মরণ করিয়ে দিব:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا) وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তার রাসূল এবং তার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসায়, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালবাস, তাহলে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ করেন। আলগতাহ অব্যাহতদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না।”

শায়খ আস সা'দী রহ: বলেন:

“এই আয়াতটি বড় দলিল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা: কে ভালবাসা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে, তাদের ভালবাসাকে অন্য সকল জিনিসের ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে এবং ঐ ব্যক্তির উপর কঠিন শাস্তি ও ভীষণ ক্রোধ অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে, যার নিকট উল্লেখিত জিনিসগুলোর কোনটার ভালবাসা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও জিহাদের ভালবাসার চেয়ে অধিক হয়।”

এটা বোঝার আলামত হল, যখন তার নিকট দু'টি জিনিস পেশ করা হয়,

একটি হল সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসবে, তাতে তার কোন প্রবৃত্তির কামনা থাকবে না।

আর দ্বিতীয়টি হল, সে নিজের নফস ও নফসের কামনাকে ভালবাসবে, কিন্তু এতে তার আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা হারাতে হবে অথবা তাতে ঘাটতি আসবে।

এক্ষেত্রে যদি সে আল্লাহ যা ভালবাসেন তার উপর নিজের কামনাকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে এটাই প্রমাণ করবে যে, সে জালিম, স্বীয় ওয়াজিব পরিত্যাগকারী।



ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রকৃত দালাল হচ্ছে-

সৌদি, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাতে, ওমান, বাহরাইন, মিশর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও অন্যান্য মুসলিমপ্রধান ভূখন্ডের মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী!

যাদের ইমাম ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কিবলা ওয়াশিংটন!

কিছু নমুনাঃ

=> মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ আল-সিসির প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, “বিরূপ পরিস্থিতিতে আপনি চমৎকার কাজ করেছেন।”

=> কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানির সঙ্গে বৈঠকে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির চেষ্টায় তিনি বলেন, তারা অনেক সুন্দর সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আলোচনা করেছেন কারণ যুক্তরাষ্ট্রের মতো সেগুলো আর কেউ তৈরি করেনি।

=> বাহরাইনের বাদশা হামাদ বিন ইস আল-খলীফার সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প বলেছেন, তাদের দুই দেশের অনেক অভিন্ন বিষয় রয়েছে এবং - ‘এই প্রশাসনের সঙ্গে কোনো ঝামেলা হবে না’।

=> ট্রাম্পকে নিজের ভাই বলেন কুয়েতি আমির।

সূত্রঃ <http://bangla.bdnews24.com/world/article1338225.bdnews>

শাসকদের এসকল ফাসাদ, জুলুম ও কুফরের বৈধতা দানে রয়েছে সরকারি আলেমরা...

আরব শাসকদের শয়তানির সপক্ষে দলীল হাজিরে পটু আমাদের **মুফতি কাজি ইব্রাহিম** ও তদ্রূপ আলেমগণ।

যেমনটা বলা হয়ে থাকে - "নব্য মুরজিয়ারা হচ্ছে তাগুতের সর্বাধিক অনুগত সেনা।"

অনেক ভাই বলতেন কেন এদের নিয়ে এত মাতামাতি। কারণ, ১০০ দিনে কয়েক হাজার মুসলিমের হত্যাকারীর আনুগত্যের বৈধতা দানকারী আলেমদের নিয়ে যদি সতর্ক না করা হয় জেনে রাখুন, ২দিন পর আপনাকেও হত্যা করা হবে হয়তো এবং তখন আপনাদের এই আলেমরাই তা জায়েজ করে ফতোয়া দিয়ে দিবে...

মাতামাতি যদি হয়ে থাকে! তবে সেটা আপনারই জন্য!



আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ট্রাম্পের সৌদি সফরের পর আমেরিকার পদলেহী সৌদি তাগুত ও অন্যান্য তাওয়াগিতদের বাস্তবতা সম্পর্কে অধিকাংশেরই চোখ খুলে গেলেও গুটিকয়েক অন্ধ মুকাল্লিদের কাছ থেকে সৌদি তাগুতের সাফাই গাওয়া আমাদেরকে আশ্চর্য করেছে! ওয়াল্লাহু মুস্তা'আন।

এসকল ব্যক্তিদের কাছে আমাদের সহজ-সরল দুটি প্রশ্ন!

১) আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

وَلَنُيَوِّضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।
(সূরা বাকারা, ১২০)

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ইহুদি-খ্রিস্টানরা কখনোই মুসলিমদের উপর সন্তুষ্ট হবে না।

অথচ খ্রিস্টান ট্রাম্প সৌদি তাগুতসহ ও অন্যান্য শাসকদের উপর সন্তুষ্ট।

এছাড়াও ট্রাম্পের প্রধান উপদেষ্টা ইহুদি স্টিফেন মিলারও তাদের উপর সন্তুষ্ট!

তাহলে আল্লাহ তা'আলা কি ভুল বলেছেন আপনাদের মতে? (আ'উজুবিল্লাহ)

২)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِصَ بِمِيسِرِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

এক (মুশরিক) লোক বদরের যুদ্ধের দিন নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যাচ্ছিল তিনি ঐ লোকটিকে বলেনঃ "তুমি ফিরে যাও, আমি কখনোও মুশরিকের সাহায্য (এ কাজে) নেব না।"

[বুলুগুল মারাম, হাদিস - ১৩৭৯]

মুশরিকদের থেকে সাহায্য নেয়া অবৈধ তা উপরোক্ত হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ'র রাসুল সাঃ বলেছেন তিনি কখনই সাহায্য নিবেন না মুশরিকদের থেকে অর্থাৎ এটা রাসুল সাঃ এর পছন্দ নয়।

তাহলে সৌদি তাগুতের পছন্দ কি রাসুল সাঃ এর পছন্দ চেয়ে উত্তম নাকি এখন আপনারা ট্রাম্পকে মুসলিম মনে করেন? (আ'উজুবিল্লাহ)

অন্যায় আক্রমণ ও গালিগালাজ ব্যতীত আছে কি কোনো উত্তর?

নব্য সালাফি মুরজিয়াদের একটি নিপৃষ্ঠ সংশয়

كشف الشبهات
সংশয় নিবারণ

f /ClarificationOfTheDoubts

তাওয়াগিতদের কুফর ঢেকে রাখার জন্য তাদের সর্বাধিক অনুগত সেনা মুরজিয়া সালাফিদের একটি নিকৃষ্ট যুক্তি হলো

"বদরি সাহাবি হাতিব ইবনে বালতা'আ রাদিঃ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করেছেন (নাউজুবিল্লাহ) অথচ রাসুল সাঃ উনাকে কাফির বলেন নি, তাই আমেরিকা-ইজরায়েল ও অন্যান্য কাফিরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক উপায়ে সাহায্য করা সত্ত্বেও (মুরতাদ) শাসকগোষ্ঠী কাফির নয়।"

নিজেদের মিথ্যা ইলাহ'র কুফরকে গোপন করার জন্য এসকল জ্ঞানপাপী নব্য মুরজিয়ারা সাহাবিদের গায়ে কুফরের কালিমা লেপনের ক্ষেত্রেও সংকোচবোধ করে না।

আল্লাহ তা'আলার লানত বর্ষিত হোক সাহাবিদের উপর অপবাদ আরোপকারী ও মিথ্যাবাদীদের উপর।

(আমিন)।

বরং, একই সাথে আমরা বিপরীতটিই দেখব যে, হাতিব ইবনে বালতা'আ রাদিঃ'র ঘটনা নব্য মুরজিয়াদের দাবীকে মূলত মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অর্থাৎ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা সুস্পষ্ট কুফর।

ইনশা'আল্লাহ আমরা সুস্পষ্ট দলীল সহকারে বিষয়টি পর্যালোচনা করব যাতে মুসলিম ভাই-বোনেরা আহলে হাদিস/সালাফি নাম দেখে বিভ্রান্ত হয়ে মুরজিয়াদের ফাঁদে পা না দেন। এবং আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র তাওফিকদাতা।

আলী (রাডিঃ) বর্ণনা করেন:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ فِيهَا طَعِينَةً
مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلِقُوا تَعَادَى بَنَاتُ خَيْلِنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرُّوضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالطَّاعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ
قَالَتْ مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ قُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ الشَّيْبَةَ قَالَتْ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَخَذْنَا الْكِتَابَ
فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ خَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ

يُخْبِرُهُمْ بَعْضُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا
 قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ
 قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ السَّبَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا
 فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ
 صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ
 أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ ااعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যুবাইরকে এবং মিকদাদকে এই বলে প্রেরণ করলেন, তোমরা ও 'রওদাতা খাক' এ পৌঁছা পর্যন্ত যেতেই থাকবে। তোমরা সেখানে গিয়ে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পাবে যার সাথে একটি পত্র আছে। তোমরা সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে আসবে।

আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল ফলে আমরা রওদাতে এসে পৌঁছলাম। আমরা সেখানে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, চিঠি বের করো। সে বলল, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম, তুমি কি চিঠি বের করবে নাকি আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে ফেলব?

তিনি বলেন: অতঃপর সে তার বেণী বাঁধা ফিতা থেকে চিঠি বের করলো। আমরা চিঠিটি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলাম।

আমরা দেখতে পেলাম চিঠিটি প্রেরণ করা হয়েছে হাতিব বিন আবী বালতা'আর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকদের নিকট। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু বিষয় তাদেরকে অবগত করানো হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হাতিব এটা কি?

হাতিব বললেন: "আমার (ফায়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি কুরাইশদের সাথে একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম। তবে তাদের বংশের মধ্য থেকে ছিলাম না। আর আপনার সাথে যে সব মুহাজিরগণ আছেন তাদের রয়েছে নিকটাত্মীয় যারা মক্কায় তাদের পরিবার পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছিল যে, যখন আমার সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাদের মাঝে আমার একটি কর্তৃত্ব থাকবে যার ফলে তারা আমার নিকটাত্মীয়দেরকে হেফাজত করবে। আমি তো এটি কুফরী হিসাবে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুনরায় কুফরের প্রতি সম্মুখ হয়ে করিনি।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে সত্য বলেছে।

উমর (রাঃ) বললেন: আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবীদের বিষয়ে অবগত আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করো কেননা আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

[সনদ: সহীহ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং: ৬০০, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৭, এছাড়া বুখারী মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও হাদীসটি বর্ণিত আছে]

ঘটনাটি যা প্রমাণ করে-

উপরোক্ত ঘটনাটি কয়েকভাবে প্রমাণ করে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার মূল হুকুম হলো তা কুফর ও রিদ্দাহ।

প্রথমত: বিষয়টি অবলোকন করার পর নবুয়্যাতে মেরাজধারী সাহাবী উমর (রাদিঃ) এর প্রতিক্রিয়া:

এক. তিনি বলেছিলেন: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি।

দুই. স্বয়ং উমর (রাদিঃ) থেকে অপর একটি সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

(فأخيرت سيقتي و قلت: يا رسول الله أمكيت منه فإنه قد كفر فاصرب عنقه) المستدرك على الصحيحين

অতঃপর আমি আমার তরবারী কোষমুক্ত করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমাকে সুযোগ দিন, আমি তার গর্দান দ্বি-খন্ডিত করে ফেলি কেননা সে কুফরী করেছে।

[আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং: ৬৯৬৬, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৮৭;

আল-জাম'যু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং: ৮৫, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৫]

তিন. অপর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد يهدد بدرًا؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال عمر: بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك- [مسند أبي يعلى]

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে কি বদরে অংশগ্রহণ করেনি? সাহাবারা (রাদিঃ) বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল।

উমর (রাদিঃ) বললেন: হ্যাঁ, তবে সে ভঙ্গ করেছে, আপনার বিরুদ্ধে আপনার শত্রুদেরকে সাহায্য করেছে।

[ফাতহুল বারী, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৬৩৪,

মুসনাদু আবী ই'য়লা, হাদীস নং: ৩৯৭, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩১৬]

এর থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে উমর (রাদিঃ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করাকে কুফর ও রিদ্দাহ মনে করতেন।

কেননা বিষয়টি যদি কুফর ও রিদ্দাহ না হয়ে অন্য কোন অপরাধ হতো তাহলে তিনি হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) কে কখনই হত্যা করতে উদ্যত হতেন না। এবং এটা তার জন্য বৈধও ছিলো না।

#দ্বিতীয়ত: মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ না হলে, উমর (রাদিঃ) যখন তাকে মুনাফিক বললেন, তিনি কুফরী করেছেন বললেন, তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিতে চাইলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত বলতেন, এমন অপরাধের কারণে কেন তুমি মুসলমান কাফের হয়ে গেছে বলছো, মুসলমানকে হত্যা করতে চাচ্ছে - যা কুফর বা রিদ্দাহ নয়।

কেননা কোন নবীর পক্ষে সম্ভবপর নয় তিনি কোন ভুল বা অন্যায় সামনা-সামনি দেখেও সে ব্যাপারে কিছু না বলে চুপ থাকবেন।

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর (রাদিঃ) এর মতকে ভুল সাব্যস্ত না করে হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) এর বিষয়টি উত্থাপিত করলেন। তার ক্ষেত্রে কেন এই হুকুম প্রযোজ্য হবে না

তার কারণ বর্ণনা করলেন, "সে তো বদরী সাহাবী, আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বা-পর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, (অপর রেওয়ায়েতে এসেছে তিনি বলেছেন) এদের জন্য তো জান্নাত ওয়াজিব। যদি এমনটি না হতো তাহলে তিনি বলতেন, তুমি যে মত ব্যক্ত করছো সে মতটি কারো ক্ষেত্রেই সঠিক নয় [চাই সে বদরী হোক বা না হোক]।"

হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) কি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে?

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, চিঠির শব্দগুলো ছিল-

أما بعد يا معير قريش فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو

جاءكم وحده لنصره الله وأبجز له وعده فانظروا لانفسكم والسلام

ওহে কুরাইশ বাসী! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সৈনিকদেরকে নিয়ে ধেয়ে আসছেন অন্ধকার রাত্রির ন্যায়, যার গতি হলো সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায়।

সুতরাং আল্লাহর শপথ তিনি যদি একাও তোমাদের বিরুদ্ধে আসেন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন। তাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের ব্যাপারটি ভেবে দেখ। শেষ করলাম। [ফাতহুল বারী, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:৫২০]

ওকিদী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব- আল-মাগাজ'তে ইকরিমা (রাদিঃ) এর একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন, সেই রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার চিঠির বাক্যগুলো ছিল এই:

إن رسول الله قد أذن في الناس بالغزو ولا أراه يريد غيركم وقد أحببت أن تكون لي عنديكم يد بكتائي إليكم

আল্লাহর রাসূল মানুষের মাঝে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে এবার তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমরাই। আর আমি ভাল মনে করেছি এ চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে তোমাদের কাছে আমার একটি মূল্যায়ন থাকুক। [আল-মাগাযী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৭৯৯]

একটি সংশয়: হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) মক্কার মুশরিকদেরকে সাহায্য করার পদক্ষেপ নেয়ার পরও যেহুতু তার উপর কুফরের হুকুম সাব্যস্ত হচ্ছে না তাহলে অন্য কেউ যদি অন্য কোন ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করে তাহলে তার উপর কেন কুফর ও রিদ্দাহর হুকুম বর্তাবে? #যে কারণে হাতিব (রাদিঃ) এর উপর উপরোক্ত হুকুম বর্তায়নি:

‘মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ এটি উম্মাতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মাসআলা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের আবকাশ নেই।’

যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে হাতিব (রাদিঃ) এর ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হলো না কেন?

এর উত্তরটি দু'ভাবে দেয়া যায়:

#এক. তার উপরোক্ত কাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হাতিব (রাদিঃ) না কাফেরদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন না তাদেরকে মাল দিয়ে সাহায্য করেছেন। কাফেরদেরকে এমন কোন তথ্য জানানোও তার উদ্দেশ্য ছিল না যা দ্বারা তারা লাভবান হবে।

তিনি তো মুশরিকদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকে যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধেও তাদের বিরুদ্ধেই বের হয়েছিলেন। সুতরাং তার এ কাজ সে পর্যায়েই ছিল না যাকে কুফরের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে তার এ কাজটি কুফরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাই উমর (রাদিঃ) তাঁকে মুনাফিক ভেবেছিলেন ও হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ছিলেন।

#দুই. তার উপরোক্ত কাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে.....!!!

যদি ধরেও নেয়া হয় তার এ কাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি এটা দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয় যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য কুফর ও রিদ্দাহ নয়।

কেননা সে ক্ষেত্রে তার উপর হুকুম না বর্তানোর কারণ হলো তার মাঝে الكفر موانع বিদ্যমান ছিল (এমন কিছু বিষয়, কোন ব্যক্তির থেকে যদি কুফর প্রকাশ পায় আর তার কোন একটিও ঐ ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে কুফরের বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না)।

[ক] তার জানা ছিল না এতটুকু কাজও কুফরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমনটি তিনি নিজেই বলেন:

وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنِ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ

আমি তো এটি কুফরী হিসাবে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুনরায় কুফরের প্রতি সম্মত হয়ে করিনি।

অপর একটি সহীহ রেওয়ায়েতে এসেছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন এমনটি করলে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন:

أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ،

“আল্লাহর শপথ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে কল্যাণকামী।”

[খ] তিনি এ ক্ষেত্রে মুণ্ডাউয়িল ছিলেন, তার ইজতিহাদ ছিল এর দ্বারা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না, তাই এই সাহায্য কুফরের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তিনি বলেন:

فَكُتِبَتْ كِتَابًا لَا يَصْرِفُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ شَيْئًا

“আমি তো এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন ক্ষতি করবে না।”

[আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৮৭;

আল-জাম'যু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৫]

(পাঠক আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন! আমাদের উপর চেপে থাকা মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর কারণে লক্ষ লক্ষ মুসলিমের জীবন, সম্পদ, সম্মান নষ্ট হয়েছে। কীভাবে তাদের সাথে হাতিব রাদিঃ এর তুলনা হতে পারে!!!)

অপর রেওয়ায়েতে এসেছে তিনি বলেছেন:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مَظْهَرُ رَسُولِهِ وَمَوْجِبُ لَهُ أَمْرِهِ

আর আমি জানি নিশ্চয় আল-হা তা আলী তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন, এবং তার বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করবেন। [মুসনাদে আহমাদ, খন্ড:২৩, পৃষ্ঠা:৯১]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন:

فَإِنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ مَتَأُولًا أَنْ لَا يَصْرِفُ فِيهِ

তিনি এমনটি করেছিলেন এই ব্যাখ্যা করে (মনে করে) যে তাতে কোন সমস্যা নেই।

[ফাতহুল বারী, খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:৬৩৪]

এ ছাড়াও উপরোক্ত হাতিব (রাদিঃ) এর ঘটনাটিকে ইমাম বুখারী (রহঃ) যে অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন তা হলো: [ما جاء في التأويل] তাবীলকারীদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস। যা প্রমাণ করে তিনি তাকে মুণ্ডাউয়িলদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। আর তার পরিবার-পরিজন মুশরিকদের মাঝেই ছিল, তিনি কুরাইশ বংশের না হওয়ার কারণে তার এমন কোন নিকটাত্মীয় ছিল না যারা তাদের দেখাশোনা করবে।

তাই তিনি তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত ছিলেন যে তারা না এদের কোন ক্ষতি করে বসে। তাই তিনি নিজে নিজে এমন এক পদ্ধতি বেছে নিতে চেয়েছিলেন, যার দ্বারা দ্বীনেরও কোন ক্ষতি হবে না আর তার পরিবারেরও কিছুটা লাভ হবে।

যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন:

وَلَكِنْ كُنْتُ غَرِيْبًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ ، وَكَانَ أَهْلِي يَبِيْ طَهْرَانِهِمْ فَحُجِّتْ عَلَيْهِمْ ، فَكَتَبْتُ كِتَابًا لَا يَصْرِفُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ شَيْئًا ، وَعَسَى أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَنَفْعَةٌ لِّأَهْلِي

আমি ছিলাম মক্কাবাসীদের মাঝে আগন্তুক এক ব্যক্তি। আমার পরিবার তাদের মাঝেই বসবাস করতো, আর আমি ছিলাম তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত তাই আমি এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে না। আর আমার আশা ছিল এর দ্বারা আমার পরিবার হয়তো কিছুটা উপকৃত হবে।

[আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৮৭;
আল-জাম'যু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৫]

[গ] তার জীবনের পূর্বা-পর সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল:

তিনি ছিলেন বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যাদের জীবনের পূর্বা-পর সকল গুনাহ পূর্ব থেকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যারা ছিলেন নিশ্চিত জান্নাতী। তিনি স্বয়ং প্রতিটি জিহাদে জান-মাল দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি উক্ত জিহাদটিতেও তিনি মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বের হয়েছিলেন।

আর তিনি জানতেন মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, কাফেরদের বিধান ও তার বিধান একই হবে। কিন্তু তিনি কখনই এমনটি ভাবেননি যে তার এই কাজটিকেও সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুরতাদ ভেবে তার উপর রিদ্বাহর হুকুম বলবৎ করতে উদ্যত হবেন।

তাই তিনি বলেছিলেন: আমার (ফায়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না, তিনি আরো বলেন: 'আমি এটি কুফরী মনে করে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুনরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি'।

#নির্দেশনা:

আমরা একটু লক্ষ্য করি, হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাদিঃ) কাফেরদেরকে এমন কি সাহায্য করেছিলেন? শুধুমাত্র একটি তথ্য জানাতে চেয়েছিলেন যা তার দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য কোন তির কারণ ছিল না।

তথাপি তার ব্যাপারে উমর (রাদিঃ) এর মত নববী মেজাজের অধিকারী সাহাবীর অবস্থান কি ছিল?

তাহলে যারা কুফর ও ইসলামের মাঝে চলমান লড়াইয়ে সরাসরি কাফেরদের ফ্রন্ট লাইন গ্রহণ করে, দ্বীনের মধ্যে তাদের বিধান কি হতে পারে?



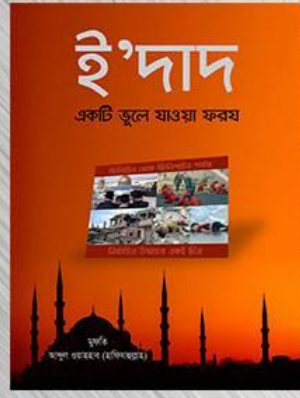
যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্টের ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বর্তমানের মুসলিম দেশসমূহের মুরতাদ দালাল শাসকদের বাস্তবতা...

অথচ, আমাদের মুরজিয়া আলেম-দাঈদের মতে ট্রাম্পের সাথে নাকি কেবল ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক! হাস্যকর দালালি!!

বাস্তবতা এটাই যে, আমেরিকা ও আমাদের দেশগুলোর মুরতাদ শাসকদের সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু আর ভূত্যের সম্পর্কের ন্যায়।

আমেরিকা হচ্ছে মুসলিম ভূখন্ডের শাসকদের ইলাহ যদিও তাগুতের লেজ মুরজিয়াদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট!

আর আমরা সাক্ষ্য দেই- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!



ইদাদের কি ফরযে কিফায়া না ফরযে আইন?
ইদাদ গ্রহণের সামর্থ্য কার নেই?
মা'যুর ব্যক্তিদের দায়িত্ব কী কী?
কাফেরদের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়লে কী করণীয়?
মুসলমানদের শক্তি কাফেরদের সমান হওয়া শর্ত কি?
জিহাদ কি হজ্জের মতো?
ইদাদ কি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব?
শয়তানের ওহী: ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই
আমাদের শাসকদের বিরুদ্ধে কিতাল আবশ্যিক কেনো?

ইদাদ

একটি ভুলে যাওয়া ফরয

মুফতি

আব্দুল ওয়াহাব (হাফিজুল্লাহ)

#বই

ইদাদঃ একটি ভুলে যাওয়া ফরয - শায়খ আব্দুল ওয়াহাব হাফিজুল্লাহ

ডাউনলোডঃ

১) <https://www.pdf-archive.com/.../idad.../idad-a-forgotten-fardh.pdf>

২) <https://archive.org/.../Idad-A-Forgot.../IdadAForgottenFardh.pdf>



সৌদি তাগুত কিং সালমান স্বীয় পুত্রকে যুবরাজ ঘোষণা করেছে। যা কি না ইজরায়েলের জন্য সুসংবাদ বলে উল্লেখ করেছে ইজরায়েলি পত্রিকা Haaretz!

একমাত্র অজ্ঞ-মূর্খ ও অসৎ মুরজিয়ারাই সৌদি সরকারকে ইসলামের খাদেম ভেবে থাকে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ آمِنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। [সূরা মায়দা ৫:৫১]

আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের ভক্ত মুরজিয়াদের যথাযথ প্রতিদান দিন। আমিন।

<http://www.haaretz.com/middle-east-news/premium-1.797007>

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু



نشرة توعوية

আন নাসির বুলেটিন

ইস্য - ৮

জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হিজরী

তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

প্রায় প্রত্যেকে- এমনকি ধর্মদ্রোহী পশ্চিমারাও সিআইএ (CIA) এর নাম শুনে বিরক্ত হয়, কেননা এই সংগঠনটির জঘন্য অপরাধ ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সকলেই অবহিত।

এবং ঈমানদার বান্দারা যখন তাদের দ্বারা বাঁধার সম্মুখীন হতে লাগল, মুরতাদ আল সাউদ পরিবার এ যুগের ছবাল (মিথ্যা ইলাহ) আমেরিকার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল ও তাদের হয়ে কাজ করতে লাগল।

এবং ইসলাম ও মুসলিম এবং জিহাদ ও মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশাল ভূমিকা রাখার কারণে, এর প্রশংসারূপ সিআইএ তাদের যুবরাজকে অপমান ও লাঞ্ছনার এক মেডেল প্রদানপূর্বক সম্মানিত করেছে।

সি আইএ'র নতুন প্রধান, মাইক (Mike Pompeo) তাকে এই মেডেল প্রদান করে। এই ঘৃণ্য ক্রুসেডার কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পূর্বেই মুসলিম ও ইসলামবিরোধী বিবৃতির মধ্য দিয়ে তার ক্যারিয়ার পূর্ণ করে।

আমরা এসকল মুরতাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে শাইখ উসামা বিন লাদেনের (রহিমাছল্লাহ) দেখানো পথের অনুসরণ করি, যেমনটা তিনি বলেছেন যে,

“এবং আমরা নিশ্চিত যে, মুসলিমদের মধ্যে যারা একনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ, তারা অবশ্যই অগ্রসর হবে ও ব্যাপিয়ে পড়বে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উম্মাহকে অস্ত্রে সজ্জিত করবে,

যাতে তারা আমেরিকার দাসত্বে বন্দী এই মুরতাদ প্রশাসনের দাসত্বের কবল থেকে উম্মাহকে মুক্ত করতে পারে, এবং এই যমীনে আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে...”

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।” - সূরা মায়িদাহ (৫:৫১)



সি আই এ প্রধান মাইক পম্পেও সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন নায়েফকে মেডেল প্রদান করেছে ঈমানদারদের সাথে যুদ্ধের পুরস্কাররূপ

পরিবেশনায়:

النصر
AN-NASR

সৌদি তাগুতের দালাল মুরজিয়াদের নিকট একটি প্রশ্ন (যদিও পূর্বের প্রশ্নগুলোর উত্তরে অশ্রাব্য গালিগালাজ ব্যাভীত কিছুই মেলেনি) ->

সি,আই,এ হতে পদকপ্রাপ্ত সৌদি যুবরাজ সি,আই,এ'র এজেন্ট না হয়ে যারা সি,আই,এ ও তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তারা কীভাবে এজেন্ট হতে পারে?

#মুরজিয়া #কিবলামুখী_ইহুদি

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম মুফতি তাক্বি উসমানির দাঃ বাঃ মত অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবস্থান হল এমন লোকের মতন যে কলেমা পড়ে নিয়েছে। পৃথিবীতে ইসলামের জন্য ভূমি হল পাকিস্তান। যারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীকে মুরতাদ বলে, তারা গোমরাহির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। খারেজি ও মু'তাযিলা ছাড়া নাকি আর কেউ এমন কথা বলে না।

আল্লাহ মুস্তা'আন! একথা সত্য যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একটি স্বপ্ন নিয়ে। পাকিস্তান কা মতলব কেয়া? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ - এই স্বপ্ন নিয়ে, এই স্লোগান নিয়ে উপমহাদেশের মুসলিমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করেছিল। কিন্তু স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে খুব বেশি সময় নেয় নি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেখা গেল পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং এর সেনাবাহিনী মুসলিম হত্যা করতেই সবচেয়ে সিদ্ধহস্ত। বাংলাদেশ, ওয়াশিরিস্তান, বালুচিস্তান, আফগানিস্তান সাক্ষী। কলেমা পড়া মুসলমান ব্যক্তির ন্যায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের একটা অতি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দেখা যাক -

২০০১ সালে পাকিস্তান ঘোষণা করে- 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' তারা অ্যামেরিকা ও ন্যাটোর মিত্র। এই ঘোষণা আসে পাকিস্তানের তৎকালীন কমান্ডার ইন চিফ পারভেজ মোশাররফের কাছ থেকে। সেসময় থেকে শুরু করে পাকিস্তানী রাষ্ট্র যেসব ভয়ঙ্কর সীমালঙ্ঘন করেছে তার সামান্য কিছু নিচে উল্লেখ করা হল-

- বন্দীদের টর্চার বা নির্যাতন করাকে খোলাখুলি ভাবে নিজেদের পলিসি হিসেবে গ্রহণ করা। (খোদ পারভেজ মোশাররফ তার বইয়ে এ কথা স্বীকার করেছে)
- কোন রাখতাক ছাড়াই টাকার জন্য মুসলিমদের কুফফারের হাতে তুলে দেওয়া। এমনকি মোশাররফ তার বইতে লিখেছে ৬ মাস বয়েসী শিশুকেও তারা কুফফারের কাছে বিক্রি করে নিজেদের পকেট ভরেছে। এছাড়া বোন আফিয়া সিদ্দিকীসহ ৩০০ এর বেশি পাকিস্তানী নাগরিককেও তারা কুফফারের হাতে তুলে দিয়েছে। আর পাকিস্তানের নাগরিক না এমন মুসলিমদের সংখ্যা হল হাজারের কোটায়।
- কাফিরদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা (যা ইসলামে হারাম)।
- সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে পাকিস্তানকে ২০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সামরিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
- লাল মাসজিদে চালানো হত্যাকাণ্ড যার প্রেক্ষিতে গঠিত হয় তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান এবং এ ঘটনার পর উসামা বিন লাদিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।
- আফগানিস্তানের মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবার জন্য ন্যাটোর অস্ত্র ও রসদ নির্বিঘ্নে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে বহন করতে দেওয়া।
- ব্ল্যাকওয়াটারের মতো বিভিন্ন অ্যামেরিকান ভাড়াটে বাহিনীকে কোন রকম বাধানিষেধ ও তল্লাশি ছাড়াই পাকিস্তানে প্রবেশ করতে দেওয়া। এ ধরনের ভাড়াটে বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানের বিমানবন্দরের ভেতরেও অস্ত্র বহন করতে পারে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ৫০,০০০ এর বেশি অ্যামেরিকান নাগরিক কোনরকম তল্লাশি ছাড়াই পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে।
- ওয়াশিরিস্তানে চালানো অবিরাম ধ্বংসযজ্ঞ। পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছে ৪০০০ এর বেশি হামলায় তারা ১০,০০০ এর বেশি বোমা ওয়াশিরিস্তানে ফেলেছে। আয়তনে সিন্দের চাইতে ছোট একটি জায়গায় তারা ছয় বছরের বেশি সময় ধরে ৮০,০০০ এর বেশি সেনা মোতায়েন করে রেখেছে। শুধু সামরিক বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছে ৮০০০ এর বেশি।
- দিকনির্দেশনা ও স্থানাংক (কো-অর্ডিনেটস) দেওয়ার মাধ্যমে এবং অন্যান্য ভাবে অ্যামেরিকান ড্রোনগুলোকে সহায়তা করা। বস্তুত প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের অনুরোধের প্রেক্ষিতেই অ্যামেরিকা ড্রোন হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অ্যামেরিকার কংগ্রেস সদস্য তা স্বীকারও করেছে।

<http://bit.ly/2a4YmbE>

উপরে উল্লেখিত ব্যাপারগুলো সর্বজনবিদিত, এবং সত্য হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া এমন অনেক অপরাধ আছে যা আজো সাধারণ মানুষের অজানা অথবা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত না যেমন উসামা বিন লাদিনের হত্যাকাণ্ডে অ্যামেরিকাকে সহায়তা করা- এ ধরনের ব্যাপারগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করলাম না।

আহলুস সুন্নাহর আক্বিদা হল এমন কিছু ঈমানবিধ্বংসী কাজ আছে যা কলেমা পড়ে ইসলামে প্রবেশ করা লোককেও ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়। এই বিষয়ে দলিলপ্রমাণ, আইম্মায়ে কেরাম ও আলিমগণের বক্তব্য এতো বেশি যে আলাদা করে এ কথার প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন নেই। [তবে এক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের রাহিমাল্লাহ নাওয়াক্বিদুল ইমান ও আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরির রহমাতুল্লাহে আলাইহি ইকফারুল মুলহিদিন সচেতন মুসলিম ভাইবোনদের পড়ে নেওয়া উচিত।]

যেসমস্ত কাজের কারনে একজন মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় তার একাধিক কাজ দশকের পর দশক ধরে পাকিস্তানের মুরতাদ শাসক গোষ্ঠী ও মুরতাদ সেনাবাহিনী করে আসছে। সগর্বে, প্রকাশ্যে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথ দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করছে। তারা আল্লাহর আইনকে বাতিল করেছে এবং নিজেরা আইন প্রণয়ন করেছে।

তারা আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের আহ্বান জানানোর কারনে মুসলিমদের বন্দী, নির্যাতিত ও শহীদ করেছে। তারা তাদের রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর সকল শক্তি প্রয়োগ করেছে ঐসব লোকেদের দমন করার জন্য, যারা আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে চায়, মুসলিম ভূমি থেকে আত্মসী কাফিরদের বিতাড়িত করতে চায়, মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করে চায়।

যদি সংবিধানে আলঙ্কারিক একটি লাইনের দোহাই দিয়ে মুফতি তাক্বি উসমানির দেওয়া যুক্তি মেনেও নেওয়া হয়, তবুও বাস্তবতা হল এই যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সেনাবাহিনী অনেক আগেই তাদের মুখের কলেমা তাদের কর্মের মাধ্যমে বাতিল করে দিয়েছে। আর অন্ধ, অজ্ঞ, বিভ্রান্ত কিংবা ইরজাগ্রস্থ ব্যক্তিছাড়া কেউ এই কথা অস্বীকার করতে পারে না।

আজ ৭ দশকের পর বাস্তবতা হল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইসলাম, মুসলিমদের আবেগ ও জিহাদকে ব্যবহার করে যেভাবে তাদের পশ্চিমা মালিকদের স্বার্থরক্ষা করেছে পৃথিবীতে আর কোন দেশ তা করতে সক্ষম হয় নি।

দুঃখজনক বিষয় হল আল-সৌদ পরিবারের দালালি নিয়ে, আল সৌদের আজ্ঞাবহ আলিমদের নিয়ে অনেকে সচেতন হলেও উম্মাহর সাথে পাকিস্তানের উপর্যুপরি গান্ধারি এবং পাকিস্তানকে উম্মাহর রক্ষাকর্তা বলে প্রচার করা আলিমদের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অনেকেই একেবারেই অজ্ঞ।

আশা করি এই ভিডিওটি পাকিস্তানের শাসক ও সেনাবাহিনীর মুরতাদ হওয়া সম্পর্কে সৃষ্ট বিভ্রান্তির নিরসন করবে (সবাইকে ধৈর্য ধরে দেখার অনুরোধ) -

(মুফতি তাকির বক্তব্য ১০মিনিট, সংশয় নিরসনকারী উলামাদের বক্তব্য ১৮মিনিট)

ডাউনলোড করুনঃ (রাইট ক্লিক করে Save Link As দিলেই হবে ইনশা'আল্লাহ)

<https://ia801500.us.archive.org/.../TaqiDoubt/Taqi%20Doubt.mp4>

Youtube এ দেখুনঃ

<https://www.youtube.com/watch?v=ZfbBLFko4dE>

#মুফতি_তাকির_সংশয়



উপমহাদেশে আহলে হাদিস নামক গোষ্ঠীটির উৎপত্তি আজকের নয়। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে মিয়া নজির হুসাইন দেহলভি... যিনি ১৮৫৭ সালে ইংরেজবিরোধী জিহাদের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং একজন আলেম হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন...

আমরা এখন দেখব, এদেশীয় ইরজাক্রান্ত সালাফি দাবীদার উলামা ও আওয়ামদের মান্যবর মিয়া নজির হুসাইন দেহলভির 'আশ্চর্য' আকিদা-মানহাজের হাকিকত!!

এদেশীয় আহলে হাদিস আলেমদের অন্যতম ডক্টর মুজিবুর রহমান (যিনি তাওহিদ প্রকাশনীর জন্য বইও লিখেছেন) মিয়া নজির হুসাইন দেহলভির ব্যাপারে বলেন,

“১৮৫৭ সালের আজাদি সংগ্রামে কতিপয় প্রভাবশালী আলেম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া দেন। মিয়া সাহেব তাতে সাক্ষর করেননি।

তিনি বলেন, “জিহাদ ঘোষণার জন্য যে সমস্ত শর্তের প্রয়োজন সেই সমস্ত শর্ত বর্তমানে বিদ্যমান নেই। কাজেই আমি ফতওয়ায় সাক্ষর করতে পারিনি।”

তিনি সম্রাট বাহাদুর শাহকেও বুঝাতেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে না!!”

“এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইংরেজরা তাকে সার্টিফিকেট প্রদান করে।”

- উপমহাদেশে আহলে হাদিসদের প্রতিষ্ঠাতা মিয়া নজির হুসাইন দেহলভি.....!

(আল্লাহ* তাকে যথার্থ পাওনা বুঝিয়ে দিন। আমিন)

বই - শাইখুল কুল ফিল কুল মিয়া নাজীর হুসাইন দেহলভি, পৃষ্ঠা ৪৪ ও ৪৫

লেখক - প্রফেসর ডক্টর মুজিবুর রহমান

পরের পৃষ্ঠায় মিয়া নজির হুসাইন দেহলভি ইংরেজদের কত বড় আজ্ঞাবহ ছিলেন তা স্পষ্ট করতে প্রফেসর মুজিবুর রহমান বলেন,

"ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিপদের সময় তিনি এই তাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। যার ফলে প্রত্যেক ব্রিটিশ অফিসার তাকে সাহায্য করেন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত থাকেন।"

যাদের সবচেয়ে বড় শায়খ, আসলি কাফের ইংরেজদের বিরুদ্ধেও জিহাদের শর্ত খুজে পান না তাহলে হাল জমানার ইরজার ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যাক্তিরা আর কতই ভালো হবে!!

কোনো মুসলিম ভূমি আগ্রাসী শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ইসলামের হুকুম দেখুনঃ

১) আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) এর ফতওয়া:

ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم فحاجوا على بلادهم وأنفسهم وذرائعهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديهم عن المسلمين، وهذا لاختلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين و (سنة ذرائعهم) (أحكام القرآن : 4 / 312)

সকল মুসলমানদের প্রসিদ্ধ আকীদা হলো, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা শত্রুর আশংকা করবে, আর তাদের মাঝে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকবে, তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে শংকাত্ত্ব হবে, এমতাবস্থায় পুরো উম্মাহর উপর ফরজ হয়ে যায়, যে ব্যক্তিই শত্রুদের ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম সে জিহাদে বের হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে কোনো #দ্বিমত_বিদ্যমান_নেই।

কেননা তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ, এটা কোন মুসলমানের কথা হতে পারে না, যখন নাকি শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করছে।

(আহকামুল কুরআন, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৩১২)

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ফতওয়া:

إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمبرلي البلد الواحد، وأنه يجب النفر إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا.

কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যদি শত্রুরা মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করে তখন ক্রমানুসারে নিকটবর্তীদের উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা সকল মুসলিম ভূখন্ড একটি ভূখন্ডের ন্যায়। পিতা ও ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীতই সেখানে যুদ্ধের জন্য গমন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর ফতওয়া সুস্পষ্ট। [আল ফাতাওয়াল কুবরা, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৬০৮]

তিনি আরো বলেন:

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمه واللس واجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد اللس والدنيا لا يبيته أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له سيطر بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم،

আর প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ। এটি জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকার। মুসলমানদের দীন ও সম্মান রক্ষার্থে আত্মসী শক্তিকে প্রতিরোধ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব, যে আত্মসী শক্তি মুসলমানদের দীন দুনিয়া উভয়টিকে নস্যাত করে।

ঈমান আনার পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে আর কোনো গুরুতর ওয়াজিব নেই। আর এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আর এই ব্যাপারটি, আমাদের ফুকাহাগণ ও অন্যান্য ফুকাহাগণ সর্বতোভাবে বর্ণনা করেছেন। [আল ফাতাওয়াল কুবরা, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৬০৮]

উম্মতের ইজমার বিরুদ্ধে গিয়ে হাল জমানার ইরজাক্রান্ত জনপ্রিয় টেলিভিশন শায়খগণ মূলত সালফ আস সালেহিনদের বক্তব্যকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে আদি ও অকৃত্তিম দালাল মিয়া নজির হুসাইন দেহলভি গং এর অন্ধ তাকলিদ করে থাকে... একথা সূর্যের আলোর মতই স্পষ্ট!

ওয়াল্লাহু আ'লাম!



সরকারি সালাফিদের অন্ধ ভক্তদের জন্য একটি হাদিয়া...

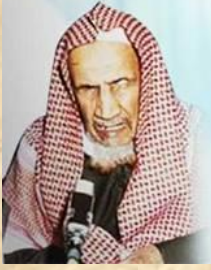
সম্প্রতি ইয়েমেনের মুকাল্লার একটি কারাগারের ভেতরের নির্যাতনের এই ছবিটি ফাঁস হয়। ছবিতে একজন কিশোরকে অভিনব উপায়ে নির্যাতন করা হচ্ছে...

এই কারাগারটির দায়িত্বে আছে মুফতি কাজি ইব্রাহিম, মতিউর মাদানিসহ মাদখালি শায়খদের তীব্র ভালোবাসার রাস্ট্র "সংযুক্ত আরব আমিরাত"

পিস টিভি'র এসকল শায়খদের নিকট আমাদের নিবেদন, "দুবাই বসে বাংলাদেশীদের নসিহত তো অনেক করা হলো এবার দুবাই বসে দুবাইবাসীদের কিছু নসিহত করবেন কি?"

#সরকারি_সালাফি #ইরজার_ব্যাপি

শায়খ ইবনে বাজ রহঃ'র নামে ইরজার ভ্রমবাদ!!



আহলে হাদিস আন্দোলনের আমির
আসাদুল্লাহ গালিবের অভিনব আচরণ!

f /ClarificationOfTheDoubts
nobodhara.net

#সরকারি_সালাফি

একাধিকবার ইলমি খিয়ানতের পরিচয় দানকারী আহলে হাদিস আন্দোলনের আমির আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেব উনার বই “জিহাদ ও কিতাল” এ শাসকদের কুফর ঢাকতে এবং নিজের ইরজায় আকিদার সমর্থনে শায়খ ইবনে বাজ রহঃ এর বরাত দিয়ে লিখেছেন -

“যে ব্যক্তি আল্লাহ’র বিধান অনুযায়ী শাসন বা বিচার করেনা, সে ব্যক্তি চারটি বিষয় থেকে মুক্ত নয়:

- (১) তার বিশ্বাস মতে মানুষের মনগড়া আইন আল্লাহর আইনের চাইতে উত্তম। অথবা
- (২) সেটি শারঈ বিধানের ন্যায়। অথবা
- (৩) শারঈ বিধান উত্তম, তবে এটাও জায়েয। এরূপ বিশ্বাস থাকলে সে কাফির এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

কিন্তু (৪) যদি সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান বৈধ নয়। তবে সে অলসতা বা উদাসীনতা বশে বা পরিস্থিতির চাপে এটা করে, তাহলে সেটা ছোট কুফরী হবে ও সে কবীরা গোনাহগার হবে।

কিন্তু মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হবে না।”

- (জিহাদ ও কিতাল, পৃষ্ঠা ৬৬)

অথচ শায়খ ইবনে বাজ রহঃ এর প্রকৃত বক্তব্য দেখুন,

وفي حال الاختلاف والتنازع الجاص والعام، سواء كان بين دوليه وأخرى، أو بين جماعة وجماعة، أو بين مسلم وآخر، الحكم في ذلك كله سواء، فالله سبحانه له الخلق والأمر، وهو أحكم الحاكمين، ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله، أو يماثله وتشابهه، أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البيرية، وإن كان معتقداً بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل.. (فتاوى

“দ্বন্দ্ব ও বিবাদ”, চাই তা নির্দিষ্ট হোক বা বিস্তর, দুই রাষ্ট্রের মাঝে হোক বা দুই দলের মাঝে অথবা দুজন মুসলমানের মাঝে, সর্বক্ষেত্রেই বিধান সমান। সৃষ্টি ও বিধান শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য যিনি আহকামুল হাকিমীন (সকল বিচারকের বিচারক)।

ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়:

১. যে মনে করে মানব রচিত বিধি-বিধান বা মতামত আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
২. অথবা এগুলোকে আল্লাহর বিধি-বিধানের অনুরূপ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে।
৩. আল্লাহর বিধি-বিধানের স্থানে মানব রচিত বিধি-বিধান ও আইন-কানুন প্রণয়নের বৈধতা প্রদান করে।

যদিও_সে_বিশ্বাস রাখে আল্লাহর বিধি-বিধানই উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও ইনসাফপূর্ণ।”

[মাজমু‘ু ফাতাওয়া ইবনে বায, অধ্যায়: ওযুবু তাহকীমি লুকমিল্লাহ, খন্ড:১, পৃষ্ঠা: ৭৯]

৩টা থেকে যে কোনো ১টা থাকলেই কুফর আকবার। শায়খ ইবনে বাজ রহঃ এখানে তিনটি সুরত আলোচনা করেছেন। যে কোনো একটিই যথেষ্ট মাত্রার দিক থেকে ১ম টি সবচেয়ে জঘন্য, তারপর ২য়টি, তারপর ৩য়টি কিন্তু প্রতিটিই কুফরে আকবার।

শায়খ ইবনে বাজ রহঃ এর বক্তব্য অনুযায়ী মানবরচিত বিধানপ্রণয়নকারী শাসক পাক্কা কাফের,. . . আর ইরজার ব্যাধিতে আক্রান্ত এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ উল্টো বক্তব্য শায়খ ইবনে বাজ রহঃ এর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন!!!

ইয়া আল্লাহ্! আপনার দীন সল্লমূল্যে বিক্রীকারী আলেমদের হাত থেকে আপনি এই উন্মতকে হেফাজত করুন!



মুরজিয়াদের ইমাম সৌদি যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান এবং নিকৃষ্ট রাফেজি শিয়া মুকতাদা আল সদর

#সরকারি_সালাফি

বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিতদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে আর তা হচ্ছে, আলোচনার ক্ষেত্রে কিতাব-সুন্নাহ ও সালাফ আস সালেহিনদের ব্যাখ্যাকে আলোচনায় না এনে কিছু একটা বলে দেয়া। এমন না যে কোনো ফিরকার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর তা বলা যাবে না।

কিন্তু আপনি শুরুতেই একটা ট্যাগ দিয়ে ফেলা মানে আপনি আলোচনায় অপারগ অথবা ইচ্ছুক না অথবা আদবের খেলাফ আচরণ করছেন।

যেমন- শাহবাগীরা সবাইকে জামাতি ট্যাগ দেয়, কওমিদের কেউ কেউ (যেমন লুতফর ফরাজি গং) সবাইকে আহলে হাদিস বা জঙ্গি ট্যাগ দেয়, মুরজিয়ারা সবাইকেই খাওয়ারিজ ট্যাগ দেয়, খাওয়ারিজ আইএস সবাইকেই মুরজিয়া বা কাফির ট্যাগ দেয়।

আলোচনার মূল পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে গিয়ে এসব ট্যাগিং এর মূল উদ্দেশ্যই থাকে আলোচনা থেকে পলায়ন।

আমরা এখন পর্যন্ত আলে সৌদের অনুগত চরমপন্থী মুরজিয়াদের নিয়ে অসংখ্য আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠকেরা সেগুলো দেখে নিতে পারেন।

প্রতিটি পোস্ট বা ভিডিও'র নিচে কमेंটগুলো লক্ষ্য করলে বিস্ময়ের সাথে যে কোনো পাঠক উপলব্ধি করতে পারবে,

সহিহ হাদিস, সহিহ আকিদার ধ্বজাধারী এসকল ব্যক্তি আজ পর্যন্ত ১টি সুষ্ঠু দলীলভিত্তিক আলোচনা করতেও সক্ষম হয়।

বিপরীতে তারা শুধু গালিগালাজ আর ট্যাগিংই করেছে।

সরকারি সালাফিদের উপর আমাদের সকল লেখা ও ভিডিও পাবেন এখানেঃ

<http://nobodhara.net/tag/sorkari-salafi/>

যাই হোক... সরকারি সালাফিদের অন্ধ মুকাল্লিদদের আরেকটি নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "সৌদি তাগুতের কুফর ও ফাসাদের ব্যাপারে কেউ কিছু বললেই তাঁকে শিয়া আখ্যায়িত করা।"

আজ ইনশা'আল্লাহ সে বিষয়টি পরিস্কার করা হবে।

মূলত সৌদির সাথে রাফেজিদের যে বিরোধ এটা কখনই দ্বীনের খাতিরে নয় বরং উপসাগরীয় অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপনের দ্বন্দ্ব।

আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন তো, আজ পর্যন্ত কোনো মুওয়াহিদিন কিংবা মুজাহিদিনদের নেতৃবৃন্দের কাউকেই কি শিয়াদের সাথে দেখা গিয়েছে? যদি তারা শিয়াদের দালালই হয়ে থাকবে তাহলে আজ পর্যন্ত এর স্বপক্ষে একটি ছবি কিংবা ডকুমেন্টও পাওয়া গেল না?!!

অথচ ছবিতে দেখুন,

মুরজিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালমান ইরাকের খুনী রাফেজি কাফির মুকতাদা আল সদরের সাথে হাস্যোজ্জল মুখে বৈঠক করছে।

বিষয়টা এমন না যে এটাই প্রথম।

প্রাক্তন তাগুত কিং আবদুল্লাহ এবং মুকতাদা আল সদরের বাহিনী উভয়ে মিলেই ২০০৩ এ আমেরিকার সাথে মিলে ইরাকে মুসলিমদের উপর গণহত্যা শুরু করে।

আমেরিকান কাফির, সদরের শিয়া বাহিনী আর সৌদি মুরতাদ বাহিনীর হাতে কয়েক বছরেই নারী-শিশু আর বৃদ্ধসহ প্রায় ১০ লক্ষাধিক মুসলিম শাহাদাত বরণ করে...

তো এই যখন অবস্থা...

মুরজিয়াদেরকে আমরা বলব তারা যেন অপরের চোখে বালির কথা বলার আগে নিজের অঙ্গহানির দিকে লক্ষ্য করে।



সৌদি তাওয়াগিতদের ইসলামী লেবাস ও কিছু ছদ্মবেশী আচরণ দেখে অনেক দ্বীনদার ভাইয়েরাও সঠিক জানাশোনার অভাবে মুরজিয়া-মাদখালিদের সাথে একাত্ম হয়ে জালিম সৌদি হুকুমাতকে তাওহিদের পতাকাবাহী মনে করে থাকে...

এই নব্য ফিরাউনদের সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য এটাই যা আল্লাহ তা'আলা ইতিপূর্বে ফিরাউনের ব্যাপারে বলেছেন,

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

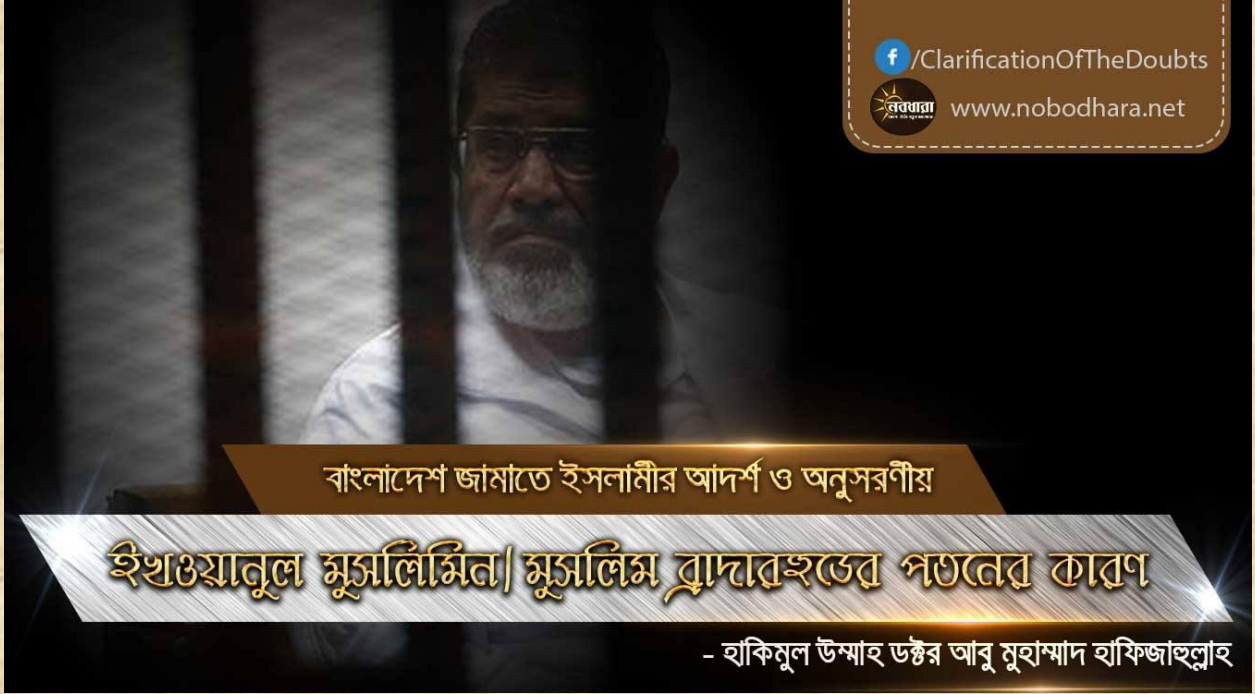
"অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তাঁর কথায় মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।" [সূরা যুখরুফ ৪৩:৫৪]

ইনশা'আল্লাহ ৪২ মিনিটের এই লেকচারে আমরা সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব ইনশা'আল্লাহ...

"আলে সৌদের তাওহিদ বনাম প্রকৃত তাওহিদ"

আসছে... আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টা ৩০ এ... ইনশা'আল্লাহ!

#সরকারি_সালাফি



#তত্ত্ব_মন্তব্য

গণতন্ত্রের মত নিকৃষ্ট একটি কুফরের সাথে ইসলামের সম্পর্ক স্থাপনে সর্বাত্মে এবং সর্বাধিক মেহনতকারী দলটির নাম হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুড।

নব্বই বছরের পুরনো এই দলটি মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল... পুরো বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেই ছড়িয়ে আছে এদের শাখা তবে বিভিন্ন নামে... যেমন - পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে জামাতে ইসলামী, তিউনিশিয়াতে আন-নাহদা, ফিলিস্তিনে হামাস, সিরিয়াতে সিরিয়ান ব্রাদারহুড ইত্যাদি নামে এরা অবস্থানকারী...

গোটা বিশ্বে যতগুলো ইসলামী দল 'গণতন্ত্র' কে হালালাইজ করার চেষ্টা করে থাকে তাদের সকলেই কম-বেশী ব্রাদারহুডের আলেমদের দেয়া দলীলগুলোর অন্ধানুসরণ করে থাকে...

প্রকাশ্য দাওয়াহ ছাড়াও, গোপনে অসংখ্য আলেমকে তারা সক্রিয় করে তুলেছে নিজেদের পক্ষে... আরামপ্রিয় আলেমরাও গণহায়ে এতে শরিক হয়েছে কেননা ব্রাদারহুড ও এর শাখাসমূহের যেমন রয়েছে রাজনৈতিক ভিত, তেমনই রয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি।

ব্রাদারহুডের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে তারা মুখে 'আল্লাহ'র আইন চাই' বললেও, আমেরিকা-ইজরায়েল ও মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর বেধে দেয়া কুফুরি আইন বা নিয়ম এবং চাহিদার বাইরে ব্রাদারহুড কখনই পা বাড়ায়নি।

এমনকি দীর্ঘ সময় পরিশ্রমের পর তিউনিশিয়া ও মিশরে ক্ষমতা পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ'র আইন তারা ১টি সেকেন্ডের জন্যও বাস্তবায়ন করেনি।

দীর্ঘ সময়ের ফাকা বুলি কেবল মানুষকে বিভ্রান্তি করে গিয়েছে...

অসংখ্য কৌশল, কাফিরদের সাথে সুসম্পর্ক, অর্থ ব্যয়, নেতা ও সদস্যদের প্রাণহানি সত্ত্বেও ব্রাদারহুড ও এর শাখাসমূহ বর্তমানে স্বীয় ইতিহাসের সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। প্রতিটি দেশেই তারা আজ পর্যুদস্ত...

কাফির-মুরতাদদের বেঁধে দেয়া নিয়মে মিছিল-মিটিং আর তন্ত্র-মন্ত্রের রাজনীতিতে আজীবন ব্যয়কারী আপোষকারী রাজনীতিকদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারত ব্রাদারহুড... কিন্তু নেতৃবৃন্দের সংসদে সিটের লোভের বিনিময় হিসেবে মিষ্টি কথার জাদুতে পরে প্রাণ দিচ্ছে অজস্র তরুণ। ক্ষয় হচ্ছে উম্মাহ'র প্রাণশক্তি...

মুরজিয়া সালাফিরা যেমন উম্মাহ'র একটি বড় অংশ ঘরে বসিয়ে রেখে উম্মাতের ক্ষতি করছে, একই ভাবে ব্রাদারহুড ও গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলো উম্মাতের তরুণদের ভুল পথে শ্রম দিতে আহ্বান জানিয়ে একই রকম ক্ষতি করে চলেছে...

শায়খ সামি আল উরাইদি হাফিজাহুল্লাহ'র ভাষায় আমরা এদের উদ্দেশ্য বলতে চাই, "সৌভাগ্যবান তো সে যে অন্যের পরিণতি দেখে শিক্ষা নেয়, আর হতভাগা হচ্ছে সে যে নিজে আক্রান্ত হয়েও শিক্ষা নেয় না।"

কোটি কোটি রাজনীতিপ্রিয় মুসলিমের রাজনৈতিক আদর্শ মুসলিম ব্রাদারহুডের কেন এই পতন... কোথা থেকে এর শুরু...? আর কীভাবেই ঘটবে এর উত্তরণ...

চোখ রাখুন... আসছে আজ সন্ধ্যা ৭টায়...

'তন্ত্র মন্ত্র' সিরিজের দ্বিতীয় প্রকাশনা

হাকিমুল উম্মাহ ডক্টর আবু মুহাম্মাদের রিসালাহ'র বঙ্গানুবাদকৃত প্রবন্ধ

"মুসলিম ব্রাদারহুডের পতনের কারণ"!

"জামাতে ইসলামীর আদর্শ ব্রাদারহুডের পতনের কারণ ও করণীয়"

গনতন্ত্রপন্থী ইসলামী দলগুলোর প্রতি দিকনির্দেশনা ...

- শায়খ ডক্টর আবু মুহাম্মাদ আল মাসরি হাফিজাহুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর।

হে সর্বস্থানের মুসলিম ভাইগণ!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

শুরু করার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে সেই মহা আন্দোলন থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাই, যাকে - ‘আরব বসন্ত’ বলে ভূষিত করা হয়েছে, যা মিশর, তিউনিশিয়া ও ইয়ামানে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। আর লিবিয়ায় তার পরিণতি কোন দিকে গড়ায় তা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকে শামে এরই মাধ্যমে বিজয়ের পথ সম্পর্কে অবগত হওয়া গেছে।

বোঝার সহজের জন্য মিশরে কি কি ঘটেছে তার ইত্বত্তি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। কারণ এতে অক্ষম ও পথচ্যুত মুসলিমদের ব্যর্থতার করণ চিত্র আর উদ্ধৃত ও অবাধ্য ক্রুসেডারদের শত্রুতার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠবে এবং মিশরের ঘটনাবলী থেকে যে ফলাফল আবিষ্কার করা যাবে, তা অন্যান্য দেশেও বাস্তবায়িত করা যাবে।

মূলত: মিশরের কাহিনী ২৫ শে জানুয়ারী ২০১১ থেকে শুরু হয়নি। অনুরূপ আদবিয়া চক্রের হত্যাযজ্ঞ, গণবিপ্লব ও সেনাবাহিনীর উত্থানের মাধ্যমে তা শেষও হয়ে যায়নি। কাহিনী এরও পূর্বের।

এই কাহিনীর সূচনা হয়েছে ইমাম ও সংস্কারক শহীদ হাসানুল বান্না রহ: এর মাধ্যমে। এই মহান দায়ীই যুবকদেরকে বিনোদনকেন্দ্র, মদ্যশালা ও বিকৃত সূফিবাদের আসরসমূহ থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে একটি সুবিন্যস্ত বাহিনীর রূপ দান করেছেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।

কিন্তু এই সমস্ত অবদান সত্ত্বেও তিনি অনেক বড় বড় কিছু ভুলের মধ্যে পড়েছেন, যা অনেক ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করেছে এবং ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে।

শায়খ হাসান আল-বান্না তার আন্দোলন শুরু করেছেন বাহ্যত: বাদশা ফুআদের সমর্থনের মাধ্যমে। যে একজন দ্রষ্টা শাসক ছাড়া কিছুই ছিল না।

যে ১৯২৩ সালের সংবিধানের আলোকে শাসন পরিচালনা করত, যেটা শুধু মিশরের ইতিহাসেই নয়; বরং আরবের সংবিধানসমূহের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান।

এছাড়া স্বয়ং ফুআদও ছিল মিশরে দখলদার ইংরেজদের একজন অনুগত সদস্য।

তার মৃত্যুর পর তারই আদর্শ নিয়ে ক্ষমতায় আসে তার পুত্র ফারুক। যাকে হাসানুল বান্না রহ: অনেক বেশি সমর্থন করেন। যখন সে শাসন ক্ষমতায় বসে, তখন শায়খ হাসান আল-বান্না আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সা: এর সুন্যাহর ভিত্তিতে তার কাছে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বায়আতের ঘোষণা দেন।

অথচ ফারুক এই বায়আত গ্রহণ করেনি, যদিও ইখওয়ানের সমর্থনের কারণে আনন্দিত হয়েছে। কারণ সে হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের দ্বারা শাসনকারী একজন শাসক। একই সময়ে সে ইংরেজ কর্তৃত্বেরও অনুগত ছিল। শায়খ হাসান আল-বান্না এই সংশয়কে শুধু প্রচার করেই ক্ষান্ত হলেন না; বরং তাতে আপাদমস্তক ডুব দিলেন। তাকে আমিরুল মুমিনীন বলে ডাকলেন এবং যেকোন সময়, যেকোন স্থানে তার সমর্থনে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন ও তাকে “কুরআনের হেফাজতকারী” বলে উপাধি দিলেন।

এ কারণে শায়খ হাসানুল বান্না রহ: এর কথায় ৪০ লাখ লোক ফারুকের হাতে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করে যে, তারা কুরআনের হেফাজতের জন্য তার সামনে মরতে রাজি এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীন হল তার একনিষ্ঠ সৈন্যবাহিনী। তাদের পত্রিকা আরো দাবি করে যে, তারা তার জন্য নিজেদের আত্মাগুলোকে হাদিয়া হিসাবে পেশ করবে।

শায়খ হাসানুল বান্না ফারুককে মুসলমানদের খেলাফতের জন্য চেষ্টা করা ও ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব দান করার প্রতি উৎসাহিত করে। তাকে বায়আত দেওয়ার জন্য ইখওয়ানুল মুসলিমীনের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করে।

আর তার নিকট আবেদন করে, যেন সে এই মর্মে একটি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করে যে, মুসলিম মিশরে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য ছাড়া কোন আইন করা হবে না। আর তখন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ১ লক্ষ্য যুবক তার জন্য সদাপ্রস্তুত সৈনিক হয়ে যাবে। অতঃপর এ ব্যাপারে অপেক্ষার প্রহর অনেক দীর্ঘ হয়।

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে, যখন ফারুক ফিলিস্তীনে মিশরীয় সেনাবাহিনীর অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার দালালী নিয়ন্ত্রণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, যখন উক্ত সেনাবাহিনী আপাদমস্তক মাস্তি ও পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল, সে সময় শায়খ হাসানুল বান্না তাকে এই বলে সম্বোধন করেন:

“হে আমাদের অভিভাবক! আপনি আমাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালিত করুন। জাতি আপনার পশ্চাতে রয়েছে। আর আপনার চতুর্পার্শ্বে আল্লাহ সর্বোত্তম হেফাজতকারী ও সর্বশক্তিমান সাহায্যকারী।”

শায়খ ইমাম শুধু এই হঠকারিতাপূর্ণ ধোঁকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং তিনি এর সাথে আরেকটি প্রতারণা যোগ করেন, যা ভয়াবহতায় তার চেয়ে কম নয়।

তা হচ্ছে তিনি একটি অপরিপূর্ণ ও অস্পষ্ট কথার অবতারণা করেন। তিনি বলেন: সাংবিধানিক আইনের শাসন পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সাংবিধানিক আইনের শাসন পৃথিবীর অন্য সকল শাসনব্যবস্থার তুলনায় ইসলামের অধিক নিকটবর্তী। ইখওয়ানুল মুসলিমীন অন্য কোনো শাসনব্যবস্থাকে তার সমকক্ষ মনে করে না।

শায়খ শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আরো কঠিন ভুলের মধ্যে লিপ্ত হন। তিনি ১৯২৩ সালের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রশংসা করলেন।

তিনি দাবি করেন:

“যে মৌলিক নীতিমালার উপর মিশরের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত তা ইসলামী মূলনীতিসমূহের বিরোধী নয়। তা ইসলামী শাসনব্যবস্থা থেকে দূরেও নয় এবং তার সাথে সাংঘর্ষিকও নয়। মিশরের সংবিধান প্রণেতারা তা প্রণয়ন করার সময় এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, যেন তার বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোন বর্ণনা ইসলামী মূলনীতিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়”।

এটি একটি দুঃসাহসিকতাপূর্ণ ভ্রান্তি, যা ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রাখে, এমন কারো নিকট এটা অস্পষ্ট নয়। স্বয়ং ইমাম শহীদ রহঃই পরবর্তীতে তার ভ্রান্তি স্বীকার করেছেন।

ইমাম হাসানুল বান্না রহঃ শুধু এই চিন্তাগত ভুলের মধ্যেই ক্ষ্যান্ত থাকেননি। বরং তিনি এটা কার্যকর করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। ফলে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ষষ্ঠ অধিবেশন পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ তাদের ধারণামতে পার্লামেন্ট নির্বাচন উম্মাহর মিম্বার। যেখান থেকে যেকোন শুভ চিন্তার কথা শোনা হয় এবং প্রতিটি রুচিশীল দিকনির্দেশনা প্রকাশিত হয়।

যেন তাদের ধারণামতে এটি উকায মেলা বা হায়দবারাক বা হাওয়ারীদের পরামর্শ সভার একটি নতুন সংস্করণ, যাতে যেকোন আওয়াজকারী যা ইচ্ছা চিৎকার করবে, অতঃপর তা কার্যকর করে ফেলবে।

এসকল ভ্রান্তিতে ডুবন্ত অবস্থায় শায়খ হাসানুল বান্না দুই দফা নির্বাচনে প্রার্থীতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমবার তাম্রমন্ত্রী ইঙ্গিতে প্রার্থীতা থেকে সরে পড়তে বাধ্য হন। দ্বিতীয়বার অনড় থাকতে চাইলে সরকার মিথ্যারোপ করে তাকে বসিয়ে দেয়।

তাই এখনও কি ইখওয়ানের জন্য বৃটেনের তথা গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ বোঝার সময় হয়নি? এখনও কি তারা নাটক বুঝতে পারেনি, না সর্বদাই না বোঝার উপর থাকবে?

তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। শায়খ হাসানুল বান্না বুঝতে পারেন, এ সব শুধুই তামাশা এবং শরীয়তের বিধানাবলীর বিরোধী।

তাই শাহাদাত লাভের আট মাস পূর্বে তিনি “কুরআনের যুদ্ধ” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন, যাতে তিনি একথা স্বীকার করেন যে, মিশরের সংবিধানে ও আইনে যা আছে, তা কখনোই মিশরকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবে না, আল্লাহর বিধানের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কে নেই। বরং এগুলো আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ।

তাই উম্মাহকে কুরআনের জন্য এই সকল শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে কুরআনের শাসন মানতে বাধ্য করা হবে।

অবশেষে শহীদ ইমামের ইহলৌকিক জীবন শেষ হয়েছিল সেই ব্যক্তির হাতে, যাকে তিনি কুরআনের রক্ষক বলে অভিহিত করেছিলেন। বাদশাহ ফারুকই ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাকে হত্যা করে।

তাই এখন কি হাসানুল বান্নার অনুসারীরা তার হত্যাকারী থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে? নাকি উস্তাদ হাদিয়ী রহঃ এর মত লোকেরা তাকেই মহান বাদশা বলে অভিহিত করেছে?

তারা ফারুকের কপটতার মাঝেই চলতে থাকল। অবশেষে ফারুককে বাদ দিয়ে জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে মিত্রতা করল। আব্দুন নাসেরের বিচারকদের মধ্যে একজন ছিল আনওয়ার সাদাত, যে উক্ত দলের স্বনামধন্য ফকীহ, আব্দুল কাদির আওদাহ রহঃ ও তার সহপাঠীদেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়।

তারপর আব্দুন নাসেরের মৃত্যুর পর তারা আনওয়ার সাদাতের সাথে মিত্রতা করে। ফলে আনওয়ার সাদাত তাদেরকে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা দেয়।

অতঃপর তার মৃত্যুর পর তারা কামাল সিনায়ীর হত্যাকারী হোসনি মোবারকের সাথে মিত্রতা করে। তারপর তারা মুনাফেকীর মহরা দিতে থাকে। দ্বিতীয়বার হোসনি মোবারককে বায়আত দেওয়ার জন্য গণভবনে জনসমাবেশের আয়োজন করে। তারা তার সাথে থেকে মুজাহিদদের আক্রমণ ও যুব সম্প্রদায়ের

ক্রোধে হাওয়া দেওয়ার জন্য যে মন্দ ব্যবসায় অংশ নেয়, তার মাধ্যমে তারা বড় ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে।

অতঃপর একসময় তারা তার বৈরী হয়ে যায় এবং বারাদায়ীর পশ্চাতে আমেরিকান কৃপা দূতকে নির্বাচন করে। যখন বিপ্লব সংঘটিত হয়, তখন তারা ছিল সর্বপ্রথম চুক্তি আদান-প্রদানকারী। আকস্মিকভাবেই তারা সেনাবাহিনীর সাথে আতঁত করে নেয়।

এখন দেখার বিষয় হল, তারা কি তাদের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সেই “কুরআনী যুদ্ধে” অবতীর্ণ হয়েছে, যেটা তাদের শায়খ তাদেরকে আদেশ করে গেছেন?

আফসোস তাদের জন্য! তারা তাদের শায়খের আদেশ সম্পর্কে অজ্ঞ সঁজেছে। তারা বাস্তবতা ও শরীয়তের বিধানাবলীর ব্যাপারে একই ভুলের উপর অব্যাহত গতিতে চলছে।

তাদের শায়খ শহীদ রহ: বাস্তবতা বুঝতে ভুল করেছেন, ফলে ফারুককে কুরআনের রক্ষক এবং মিশরের সংবিধানকে ইসলামের অনুকূল সংবিধান বলে অভিহিত করেছেন। আর তার শীষরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং আরো গভীরে ঢুকেছে।

তারা স্পষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতার ভাষা নিজেদের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছে, যা দেশীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে তারা একজন পরিপূর্ণ ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর মত ঘোষণা করেছে: তারা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন শরয়ী বিধান পাশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার তার পক্ষে ফায়সালা না দেয়।

এছাড়া তারা ইসরাঈল ও আমেরিকার সাথে যেকোন সমঝোতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর ভিত্তিতেই তারা বিপ্লোত্তর নির্বাচনসমূহে অংশ গ্রহণ করে। যার ফলে মুহাম্মদ মুরসী প্রজতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার করেন।

ফলে তারা একই ভুলে আরেকবার পতিত হয়। আর তারা ধারণা করে, তারা সেই জিনিস বাস্তবায়ন করে ফেলেছে, যা তারা তাদের দীর্ঘ জীবনে স্বপ্ন দেখছিল। অথচ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাম্মদ মুরসী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছাড়া কিছুই না।

এক্ষেত্রে তার (মুরসি) মাঝে ও হোসনী মোবারকের মাঝে কোনই তারতম্য নেই, যার মত লোক রাষ্ট্রীয় সংবিধান, ইসরাঈলের সাথে সমঝোতা ও আত্মসমর্পণ এবং জাতিসংঘের নেতৃবৃন্দের সাথে অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

তার মাঝে ও হোসনি মোবারকের মাঝে পার্থক্য এটাই যে, তিনি গণতন্ত্রকে তার থেকে আরো কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। তিনি সকলকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছেন, যদিও এতে জিহাদী নীতির প্রতি তীর্থক ইঙ্গিত ছিল।

সম্ভবত এটা তার ঐ সকল অপরাধগুলোর একটি, যার জন্য আমেরিকা ও তার দোসররা তাকে কখনো ক্ষমা করবে না। হোসনির পতনের পর থেকে মুরসীর কারাবন্দী হওয়া পর্যন্ত ইখওয়ান একবারও এই ভ্রষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে কোন একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি; ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তো দূরের কথা।

ফলে পূর্বের অপরাধীরাই বিচার বিভাগ, সেনা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ও নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত থাকে। এরা তো শৃগাল ও চিতার আদর্শে বেড়ে উঠেছে।

আর ইখওয়ান নিজেদেরকে প্রতিপালিত করেছে পোষ্য প্রাণীর খামারের ন্যায়, যাতে মুরগীর দল অধিক খাবার পেয়ে পরিপুষ্ট থাকে, কিন্তু আশপাশের চোর-গুন্ডা ও বণ্য প্রাণীদের ব্যাপারে থাকে বেখবর।

এই যখন ইখওয়ানের কাহিনী, তখন নব উঠন্ত তোষামোদকারী সালাফীদের কাহিনী- সংলাপ ও অর্থ অর্জন ছাড়া কি হবে? বরং ঐ সকল ব্যর্থ ও নমনীয় বিপ্লবীদের অবস্থাই বা কি হবে, যারা লাঞ্ছনাকর চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং পণ্ডিত মেরিটারের শীষ্যত্ব গ্রহণ করে?

তাই আমাদেরকে আমাদের পস্থা নিরীক্ষণ করে দেখতে হবে, ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন করতে হবে; একই ভুল বার বার করা চলবে না।

তাই মিশর, আরব বসন্তের দেশসমূহ, ইসলামী বিশ্ব ও সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমকে স্বীয় আকীদা ও নীতির ব্যাপারে সিংহের ন্যায় হতে হবে।

কারণ যে সিংহের মত হবে না, তাকে চিতারা খেয়ে ফেলবে। আমাদের প্রজন্মকে সিংহশাবকের ন্যায় গড়ে তুলতে হবে; মেষশাবকের ন্যায় নয়।

আমাদেরকে আমাদের যুদ্ধে নামতে হবে আল্লাহর কিতাব সামনে নিয়ে, যা সঠিক পথপ্রদর্শন করবে এবং তরবারী নিয়ে, যা তার সাহায্য করবে।

তাই বার্তা কি পৌঁছেছে?? হে লোকসকল! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক!!!

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।'

- হাকিমুল উম্মাহ ডক্টর আবু মুহাম্মাদ হাফিজাহুল্লাহ

সৌদি প্রশাসন এবং এর প্রতি ইবনে বায ও ইবনে উসাইমীনের অবস্থান

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসী
রাহিমাতুল্লাহ

<https://www.facebook.com/ClarificationOfTheDoubts/>

<https://www.nobodhara.net/>

#নবধারা

পিডিএফ ডাউনলোড করুনঃ <http://docdro.id/O1IIQG2>

আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ,

প্রশ্নকর্তাঃ আমার প্রথম চিঠির উত্তর প্রদানের জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন,

১) আমি আপনাকে একটি পরামর্শ প্রদান করতে চাই, ইনশা'আল্লাহ এটা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আমার পরামর্শ হল, আপনি এ বিষয়ে কোন আর্টিকেল কিংবা বই লিখুন যাতে, শারীয়াহ বাস্তবায়ন এবং যেসব সরকার শরীয়াহ বাস্তবায়ন করে না তাদের প্রতি অবস্থানের দিক থেকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাতুল্লাহ এর সময়কালের প্রাথমিক সৌদি রাষ্ট্র ও বর্তমান সৌদি রাষ্ট্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

২) আমার আরও ইচ্ছা যে, আপনি আব্দুল 'আজিজ বিন স'উদের সেই পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে আপনার অভিমত ব্যক্ত করবেন যারা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবের দাওয়াহ আন্দোলনের সাথে সহমত পোষণ করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন।

৩) এছাড়াও, আশা করি আপনি নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেনঃ

শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করার কারণে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন আব্দুল লতীফ আলে-শায়খ রাহিমাতুল্লাহ সৌদি সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন।

শায়খ ইবনে বাজ এবং শায়খ ইবনে উসাইমীন (আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন) কি শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন আব্দুল লতীফ আলে-শায়খ রাহিমাতুল্লাহ এর এই অবস্থানের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন?

আর শায়খ ইবনে বাজ ও শায়খ ইবনে উসাইমীন, আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন, তারা কি সত্যিকার অর্থে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে আলিমের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন?

ধৈর্যের সাথে আমার এই চিঠি পড়ার জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

ওয়া 'আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।



উত্তরঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি বর্ষিত হোক রসুলুল্লাহর ﷺ উপর।

সম্মানিত ভাই, আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আপনার চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। চিঠিতে আপনি বলেছেন, "আমি আপনাকে একটি পরামর্শ প্রদান করতে চাই, ইন শা আল্লাহ এটা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে - আপনি এ বিষয়ে কোন আর্টিকেল কিংবা বই লিখুন যাতে, শারীয়াহ বাস্তবায়ন এবং যেসব সরকার শরীয়াহ বাস্তবায়ন করে না তাদের প্রতি অবস্থানের দিক থেকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ এর সময়কালের প্রাথমিক সৌদি রাষ্ট্র ও বর্তমান সৌদি রাষ্ট্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।"

আপনার এরূপ নাসীহাহর জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। অন্যান্য কাজের সংখ্যাধিক্য ও তীব্রতা সত্ত্বেও আশা করছি আংশিকভাবে হলেও আপনি যা উল্লেখ করেছেন আমি তা সম্পন্ন করতে পারবো।

ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে আমরা আমাদের "আল-কাশিফ আলজালিয়াহ" ("প্রস্ফুটিত আলো") বইয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাবে উল্লেখ করেছি যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে আল সৌদ (সৌদ রাজপরিবার) কিংবা অন্য কোন গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি না, যতক্ষণ না সে 'আমলের দ্বারা তার তাওহিদকে বাতিল করে দেয় অথবা কুফরী করে।

সম্মানিত ভাই, আল স'উদের প্রতি আমাদের শত্রুতা এবং তাদেরকে কাফের সাব্যস্তকরণে আমরা পূর্বেকার জাহিলী যুগের (প্রাক ইসলামি যুগ যেখানে গোত্র ও দুনিয়াবি স্বার্থপরতা ছাড়া মূল্যবোধ ও নীতি নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না) ন্যায় কোন নীতির অনুসরণ করিনা।

জাহিলী যুগের মানুষের ন্যায় আমরা কোন জাহিলী হিসেব-নিকেশের ভিত্তিতে, জাতীয়তাবাদ, গোত্রপ্রীতি কিংবা ইহলৌকিক সুখ সমৃদ্ধির ভিত্তিতে শত্রুতার মাপকাঠি নির্ধারণ করি না।

এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান রাফেজি এবং তাদের ন্যায় অন্যান্যদেরও মতোও না যারা - আল সৌদ পরিবারের প্রথমদিককার সদস্য, অর্থাৎ যারা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ও তার অনুসারীদের দাওয়াহ ও আন্দোলনে সাড়া প্রদান করেছিলেন এবং এবং আল স'উদের পরবর্তী সদস্য যারা মানব রচিত আইনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, মানব রচিত আইনের পশ্চিমা রকবদের প্রতি আনুগত্য স্থাপন করেছে ও মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের সাথে সহযোগিতার হাত মিলিয়েছিল - তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করে না।

আমরা ওদের মত নই এবং আমরা যেন কখনোই ওদের মত না হই।

বরং, আমরা পুঞ্জানুপুঞ্জ বিচারের পর এই বিষয়ে অগ্রসর হই এবং স্পষ্টভাবে ঐসব কুফরি আমলের কথা উল্লেখ করি যা কাউকে কাফিরে পরিণত করে। যাতে করে বর্তমান সময়ে আল স'উদের যেসব সদস্যের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য না তারা এই (কুফরের) হুকুমের আওতা বহির্ভূত হতে পারে।

আমরা নিশ্চিত যে, আল সৌদ পরিবারের সদস্যদের মাঝে এমন মুসলিমকে খুজে পাওয়া যেতে পারে যিনি সত্য তাওহিদের অনুসারী। তাই, যখনই আমরা আল স'উদের বর্তমান কিংবা পূর্ববর্তী কাউকে নিয়ে কথা বলব, কিংবা অন্য যেকোন গোষ্ঠীকে নিয়ে কথা বলবো আমাদের খারেজী কিংবা মূর্থদের মত ঢালাওভাবে কুফরের কথা বলবো না।

"আল-কাশিফ আল-জালিয়াহ"তে এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা একেবারে স্পষ্ট ছিল। এবং আমাদের আলোচনার লক্ষ্যবস্তু ছিল আল স'উদের ঐ সমস্ত সদস্য, যারা স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় কিংবা আন্তর্জাতিক যেকোন স্তরে গায়েরুল্লাহর আইন জারি করেছে, কাফিরদের প্রতি আনুগত্যে আবদ্ধ হয়েছে কিংবা আহলে তাওহিদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য সহায়তা করেছে, বিশুদ্ধ তাওহিদ ও এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে অথবা কোন সুস্পষ্ট ও সংশয়াতীত কুফর আমল সম্পাদন করেছে।

এরা ছাড়া যারা ইসলামের ভিত্তি ও মূল বিদ্যমান আছে ধরে আছেন, তারা সৌদ পরিবারের কেউ হোক বা না হোক, তারা আমাদের ভাই হিসেবে গণ্য হবেন। এবং দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকারের দিক থেকে আমাদের ন্যায় সমমর্যাদার অধিকারী হবেন। কেননা মুসলিম হিসেবে আমাদের নিয়্যাত, বুঝ, সিদ্ধান্ত এবং ফতোয়া সবকিছুর মূলভিত্তি হচ্ছে শরী'আহ, জাহেলিয়াত নয়। নিঃসন্দেহে, ঈমানের সবচেয়ে মজবুত ভিত্তিগুলো হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর রাহে ভালবাসা ও ঘৃণা করা এবং একমাত্র আল্লাহর রাহে বন্ধুত্ব ও কক্ষতা স্থাপন করা।

আমরা প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে ভালবাসি এবং তার সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করি যদিওবা বংশ কিংবা জন্মভূমির দিকে দিয়ে তারা আমাদের চেয়ে বহুদূরে অবস্থান করে। এবং কাফের ব্যক্তি বংশ, দেশ কিংবা এলাকার দিক থেকে আমাদের যতই নিকটবর্তী হোক না কেন আমরা তাদের ঘৃণা করি, এবং তাদের সাথে চিরশত্রুতা ও সম্পর্কহ্রদের ঘোষণা দিই।

আপনি আরো বলেছেন - আশা করি আপনি নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেনঃ

শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করার কারনে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন আব্দুল লতীফ আলে-শায়খ রাহিমাহুল্লাহ সৌদি সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন।

শায়খ ইবনে বাজ এবং শায়খ ইবনে উসাইমীন (আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন) কি শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন আব্দুল লতীফ আলে-শায়খ- এর রাহিমাহুল্লাহ এই অবস্থানের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন?

আর শায়খ ইবনে বাজ ও শায়খ ইবনে উসাইমীন, আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন, তারা কি সত্যিকার অর্থে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে আলিমের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন?

আমার #উত্তর হল - নিশ্চয়ই তারা তাত্ত্বিকভাবে বা নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেন। শায়খ ইবনে বাজ কিংবা শায়খ ইবনে উসাইমীন, তারা কেউই আল্লাহর আইন ব্যাতিত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করাকে সমর্থন করেন না। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা আ'মভাবে সরকার কর্তৃক শরী'আহ বাস্তবায়ন না করার বিরোধিতা করেন।

কিন্তু যখন সৌদি সরকারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শরী'আহ বাস্তবায়ন না করার কারনে তাদের বিরোধীতার ব্যাপারে শায়খদের অবস্থান আমার কাছে স্পষ্ট না। বরং আমরা তাদেরকে দেখি তাদের সর্বশক্তি এই সরকারের সমর্থনে নিয়োজিত করতে। আমি নিজ খেয়ালখুশিমতো তাদের উপর এই কথাগুলো আরোপ করছি না। কারন একদিন তাদের সাথে আমাকেও আমাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে (এবং আমি সেদিন এজন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকব) - বরং তাদের নিজেদের দেওয়া ফতোয়া (দ্বীনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা) ও বক্তব্য থেকেই এটি প্রকাশিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, শায়খ ইবনে বাযের এই বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করুন-

"এবং এই সৌদি সরকার একটি বরকতময় সরকার এবং এর শাসকরা হক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, মাজলুমের সহায়তায়, যালিমের প্রতিরোধে, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায়, এবং জনগণের

সম্মান ও সম্পদ রক্ষায় সর্বদা আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে।"

আমি মনে করি সৌদি সরকারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি সম্যক অবগত আছেন। এবং আমরা আমাদের বই "আল-কাশিফ" বইতে ওইসব আলোচনা উপস্থাপন করেছি যা তার এই উপরোক্ত বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করে। যারা সৌদি সরকারের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নন কিংবা দেখেও না দেখার ভান করে আছেন অথবা একে উপেক্ষা করছেন আমি তাদের সকলকে এ বইটি পড়ার পরামর্শ দেব।

আপনারা শায়খ বিন বাযের ঐ লেখাটিও দেখতে পারেন যা তিনি স্থায়ী কমিটির (আল লাজনাহ) নেতৃত্বস্থানীয় উলামাদের সাথে সই করেছেন যেটিতে মুজাহিদ ভাইদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল (আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন)।

তাদের উপর অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হল কাফির হত্যার কারণে এই মুসলিম ভাইদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। যদিও স্বাক্ষরকারীরা তা স্বীকার করে না।

এই ভাইয়েরা আল্লাহর ও তাঁর রসূলের ﷺ বিরুদ্ধে না বরং অ্যামেরিকা ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ পক্ষালম্বনে যুদ্ধ করছিলেন।

উক্ত বিবৃতিতে আপনি সৌদি সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন এবং জিহাদ ও মুজাহিদিনদের বিপক্ষে তাদের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ দেখতে পাবেন।

তাদের এরূপ অবস্থানের আরেকটি উদাহরন হল শায়খ বিন বাযসহ স্থায়ী কমিটির অন্যান্যদের লিখিত একটি বিবৃতি যেখানে জুহাইমানের (জুহাইমান আল-উতায়বি) লেখাগুলোর ব্যাপারে সাধারণ মুসলিমদের সতর্ক করা হয়েছে।

অথচ এই সবগুলো লেখা জুহাইমানের অনুসারী কিছু তালিবুল 'ইলম শায়খ বিন বাযকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তার অনুমোদন ও সম্মতি লাভের জন্য। এবং শায়খ বিন বাযের অনুমোদন ও সম্মতির পরই কেবল এই লেখাগুলো প্রকাশ করা হয়।

বুদ্ধি ও বিবেচনা বোধসম্পন্ন যেকোন মানুষ এই লেখাগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে সেগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা সঠিক না ভুল তা যাচাই করে দেখতে পারেন। উল্লেখ্য, এর অর্থ এই না যে আমি তাদের (জুহাইমান ও তার অনুসারী, আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন) সব লেখাকে সমর্থন করি।

জুহাইমান ও তার অনুসারীরা নিজেরা সৌদি সরকার এবং এর সমর্থকদের মুরতাদ গণ্য করতেন না, এবং যারা এমন অবস্থান রাখতেন তাদের সাথে জুহাইমানদের মতপার্থক্য ছিল।

এ বিষয়টিতে আমি জুহাইমান ও তার অনুসারীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি এবং তাদের অবস্থানকে সঠিক ও সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি না। কিন্তু স্থায়ী কমিটি ও শায়খ বিন বায তো তাদের বিবৃতিতে এই বিষয়টির ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করছেন না।

স্থায়ী কমিটি ও শায়খ বিন বায জুহাইমান ও তার অনুসারীদের কোন বিষয়টির ব্যাপারে সতর্ক করছেন? তাদের নেতা ও শাসকের (সৌদি বাদশাহ) প্রতি তাদের বাইয়াতকে (আনুগত্যের অঙ্গীকার) জুহাইমান বাতিল ঘোষণা করেছিলেন।

জুহাইমান ও তার সমর্থকদের এই অবস্থানকে স্থায়ী কমিটি ভুল ব্যাখ্যা প্রসূত ও অত্যন্ত গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। যারা জুহাইমান ও তার অনুসারীদের লেখা এবং সেসময়কার ঘটনাপ্রবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই এ বিষয়ে ভালোভাবে অবগত আছেন।

স্থায়ী কমিটি তাদের বিবৃতিতে বলেছিলঃ

"কমিটির বিবেচনায় এটি একটি অন্যায় লিপ্ত সংগঠন। এর লেখাগুলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত, বানোয়াট ও উস্কানিমূলক যা বিভ্রান্তি ও বিপথগামীতার বীজ বপন করে এবং এর ফলে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা, এবং দেশ ও সম্পদ ক্ষতি ও হুমকির মুখে। মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে এটি সরলপ্রাণ জনগণকে বোকা বানাচ্ছে যাতে, তারা এর অন্তর্নিহিত হীন উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়।

এবং কমিটি এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে ও এর প্রতি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে, এবং মুসলিমদেরকে এ ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত, বানোয়াট ও উস্কানিমূলক লেখা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিচ্ছে।

পাশাপাশি, কমিটি মহান রাজা খালিদ বিন 'আব্দুল 'আজিজ (আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দান করুন, তাকে সত্যের উপর বহাল রাখুন এবং তাকে সকল প্রকার কল্যাণ প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করুন) ও তার সরকার কর্তৃক তাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার দরুণ আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে যে তিনি একে সম্ভবপর করেছেন এবং সেই সাথে আল্লাহর নিকট দু'আ করছে, তিনি যেন আমাদের ও পৃথিবীর সকল দেশের মুসলিমদের সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের হক্কের ঝাডাতলে সমবেত করেন, তাদের শাসকদের সহায়তা করেন, ইসলামের মাধ্যমে তাদের শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করেন।

আমরা আল্লাহর নিকট আরো দু'আ করছি, তিনি যেন তাদেরকে উত্তম সাহায্যকারী কর্মকর্তা কর্মচারী প্রদানের মাধ্যমে তাদের সহায়তা করেন, যারা ভাল কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করবে, এর দিকে তাদের আহ্বান করবে ও স্মরণ করিয়ে দেবে।

আমরা চাইছি, তিনি যেন হক্ককে সমুন্নত করেন এবং মিথ্যা, অন্যায়, ঘৃণা, কপটতা ও বিদ্বেষকে দূরীভূত করেন, এমনকি যদিও তা অন্যায়কারীদের অপছন্দনীয়।

কমিটি সেনাবাহিনী, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে এই রাজবিদ্রোহের মূলোৎপাটনে, সরকারের মহান প্রচেষ্টার তারিফ করছে এবং এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে, যারা প্রত্যক্ষভাবে কিংবা শ্রম ও লেখনীর মাধ্যমে সহায়তা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

এ তালিকায় সবচেয়ে উপরে আছেন তাদের মহান রাজা ও তার যুবরাজ, তার অনুগত প্রজা এবং সেনাবাহিনীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

আমরা আল্লাহর নিকট তাদের মৃতদের জন্য মাগফিরাত, রহমত ও মহা পুরস্কার কামনা করছি এবং তাদের জীবিতদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রদান করুন, পথপ্রদর্শন করুন এবং হক্কের উপর অবিচল রাখুন।"

আমরা আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়েছি কেননা, তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।
দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তার পরিবার এবং সাহাবাদের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপর।"

কাজেই, সৌদি প্রশাসনের বিপক্ষে দন্ডায়মান শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন 'আব্দুল লতিফ আল আল-শায়খের অবস্থান এবং সুস্পষ্ট বিরোধিতা, যা তার সমগ্র ফতোয়া ব্যাপী প্রকাশিত হয়েছে, এর সাথে সৌদি

সরকারের প্রতি শায়খ বিন বাযদের সাহায্য সমর্থন, আনুগত্য প্রদর্শন এবং প্রশংসা জ্ঞাপনের এই অতিরঞ্জনের সাথে, আমি কোন মিল খুঁজে পাই না।

এ রকম আরো অসংখ্য উদাহরণ "আল-কাশিফ"এ আমরা উল্লেখ করেছি। আর মনে রাখবেন যে, শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিমের সময় 'আব্দুল আজিজের দ্বারা কৃত কুফরের তুলনায় বর্তমানে তার বংশধরদের দ্বারা সংঘটিত দ্বীনবিরোধী কর্মকাণ্ড আরো ব্যাপক ও অতুলনীয় আকার ধারণ করেছে।

শায়খ ইবনে উসাইমীনের নিম্নোক্ত বক্তব্য ইনসাফ করার জন্য উল্লেখ করা হল। যেহেতু নীতিবান লোকেরা তাদের মতামতের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়দিকের যুক্তিই তুলে ধরে।

তিনি বলেনঃ

"এবং একথা প্রমাণিত যে, সৌদি রাজ্য শরী'আহ প্রতিষ্ঠায় মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। আমরা বলছি না যে, এখানে শতভাগ শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা হয়। এতে অবশ্যই অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি এবং কিছু অন্যায় রয়েছে, যদিও সুবিচারের তুলনায় অন্যায়ের পরিমাণ অতি নগণ্য। এবং এটা মোটেও শোভনীয় নয় যে, আমরা কেবলমাত্র দোষত্রুটিগুলো দেখবো এবং ভালো দিকগুলো একেবারে এড়িয়ে যাব।

প্রত্যেকের উচিত ন্যায়পরায়ণ হওয়া, যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক।

এমনকি যদি তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা, কিংবা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতির কারণ হয় তবুও।" (৪:১৩৫)

এবং তিনি বলেনঃ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে।

অন্যের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের অন্যায়ের প্রতি প্ররোচিত না করে।

ন্যায় বিচার কর, এটা তাকুওয়ার অধিক নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর।" (৫:৮)

শায়খ ইবনে উসাইমীন এখানে সরকারের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। এটি একটি দুর্লভ ঘটনা যা আমরা অস্বীকার বা এড়িয়ে যেতে পারি না। তারপরও, সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিমের অবস্থানের সাথে এর বিরাট ব্যবধান রয়ে যায়।

কেননা শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নানা আংগিকে মানব রচিত আইন প্রতিষ্ঠায় সরকারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

অন্যদিকে শায়খ ইবনে উসাইমীনের বক্তব্যে বিষয়টিকে কিছু সাধারণ ত্রুটিবিচ্যুতি, ভুল ও যুলুম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন এবং একে এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তার পরে আগত মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে যে ফিতনার কথা বলে গেছেন আজকের অবস্থা হচ্ছে তারই প্রতিচ্ছবি।

এবং রসুলুল্লাহ ﷺ এমতাবস্থায় আনসারদেরকে ধৈর্য্যাবলম্বনের আদেশ দিয়েছিলেন (আর তাই আমাদেরও ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত)।

আর একারণেই শায়খ তার বিভিন্ন পুস্তক ও ফতোয়াতে বর্তমান যুগের শাসকদের দ্বারা সংঘটিত যেকোন প্রকারের ফিতনায় জনগণকে ধৈর্য্য অবলম্বন করতে ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকার আদেশ করেছেন।

এছাড়াও তিনি তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করা কিংবা তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারণের লক্ষ্যে সাধিত সর্বপ্রকার প্রয়াসকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন এবং একে বিপদজনক আখ্যা দিয়েছেন।

চিঠির শেষ অংশে আপনি জানতে চেয়েছেন, "আর শায়খ ইবনে বাজ ও শায়খ ইবনে উসাইমীন, আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন, তারা কি সত্যিকার অর্থে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে আলিমের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন?"

আমি এধরনের কোন অভিযোগ আরোপ করব না এবং কেউ যদি তাদের 'ইলমের পরিধি (শাসকশ্রেণী সম্পর্কে তাদের মতামত এবং রাষ্ট্র ও নিজ দেশের শাসকশ্রেণীর প্রতি তাদের আনুগত্য ও বিরোধীদের প্রতি তাদের অবস্থান ব্যতীত) পর্যবেক্ষণ করেন, তবে তারা তাদেরকে শরীয়া'হর 'আলিম এবং সঠিক সালাফী ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবেন।

বহু মানুষ তাদের 'ইলম থেকে উপকৃত হয়েছেন (উপরে উল্লিখিত বিষয় বাদে) এবং আজকের বহু 'আলিম তাদের কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করেছেন করেছেন, আমি নিজেও তাদের মাঝে একজন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, আমরা উপরের উল্লেখিত বিষয়ে তাদের ভ্রান্ত ধ্যান ধারণার সাথে একমত পোষণ করব কিংবা তাদের এই ভ্রান্তিগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত হবে।

বরং, আমরা প্রত্যেক ভ্রান্ত অবস্থানকে তার তীব্রতা ও গুরুত্ব অনুসারে অস্বীকার ও বাতিল ঘোষণা করি।

যারা একে অত্যন্ত গর্হিত কাজ কিংবা বিপদজনক মনে করে এবং এই অজুহাতে আমাদের উপর ব্যক্তি আক্রমণ করে ও লোকদেরকে আমাদের লেখনী থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করে, কিংবা এর মাধ্যমে তাগুতকে ও তাগুতের অনুসারীদের সম্ভ্রষ্ট করতে চায় তাদের কথা ও প্রচেষ্টাতে আমরা বিচলিত নই।

কেননা আমরা আমাদের রব, আল্লাহ সুবহানুওয়া তা'আলার আদল ও ইনসাফের উপর সম্ভ্রষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের অন্তরে লুকায়িত গোপন বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

শীঘ্রই এক নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর আমরা সকলে আমাদের রবের সামনে সমবেত হব, আর সেদিন আমাদের মধ্যকার সমস্ত দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত অবসান ঘটবে।

দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তার পরিবার এবং সাহাবাদের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপর।

আপনার ভাই,

আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বদিসী



#তত্ত্ব_মন্তব্য

গণতন্ত্রের নামে ইসলামের ক্যানভাসিং এ ব্যস্ত আজীবন ব্যর্থতায় নিমজ্জিত বিভিন্ন ইসলামী দল সফলতার সপ্ন দেখায় এরদোগানের দিকে আঙ্গুল তাক করে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এরদোগান সেকুলার আইন দ্বারা শাসিত একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।

ইসলামের নাম বেচে ভোট কেনা পৃথিবীর বিভিন্ন দলের মতই এরদোগানের একে পার্টি তেমনই একটি দল। তাদের কাজেকর্মে ইসলামের কিছু নেই।

২০০৫ এ রিসেপ এরদোগান পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, "আমরা কোনো ইসলামী দল নই। এবং আমরা মুসলিম-গণতান্ত্রিক শব্দটিকেও অস্বীকার করি। বরং রক্ষণশীল গণতন্ত্রের ধারক হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকি।"

এছাড়াও,

১) য়ায়োনিস্ট ফোর্স ন্যাটোর সদস্য তুর্কি ৩৪০ মিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যে ব্যয় করেছে মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধেরত এই বাহিনীর উন্নয়নে।

এছাড়াও ৫দশমিক ২বিলিয়ন ডলার তারা ন্যাটোর সদস্য হিসেবে পেয়েছে হত্যাযজ্ঞে নিয়মিত অংশগ্রহণের হাদিয়াস্বরূপ।

সূত্রঃ <https://drnaumanshad.wordpress.com/.../the-sheer-hypocrisy-o.../>

২) ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া এবং সিরিয়াতে ন্যাটোর সাথে সমন্বিত অপারেশনে তুর্কি লক্ষাধিক মুসলিম হত্যাযজ্ঞে জড়িত। তুর্কি কোরিয়ান যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি যুদ্ধে ন্যাটোর মিত্র হিসেবে কাজ করে আসছে।

<http://time.com/4457369/the-u-s-and-nato-need-turkey/>



৩) তুরস্কে অবস্থিত ইনসারলিক এয়ার বেস থেকে প্রতিদিন উড়ে যাচ্ছে আমেরিকান বিমান সিরিয়ার মুসলিমদের হত্যা করতে। এখন পর্যন্ত নিহত বেসামরিক মুসলিম নারী-শিশু-পুরুষের সংখ্যা ৪০০০। এমনকি ইরাক যুদ্ধে ১০লক্ষাধিক মুসলিম হত্যায় সরাসরি ভূমিকা রাখতে এই এয়ারবেজটি ব্যবহার করতে দেয়া হয় আমেরিকাকে।

সূত্রঃ https://en.wikipedia.org/wiki/Incirlik_Air_Base

৪) ইজরায়েলের হাইফায় আগুন লাগার পর তুরস্ক নিজ উদ্যোগে আগুন নেভাতে জেট ফাইটার পাঠায়।

সূত্রঃ <http://aa.com.tr/.../turkey-sends-planes-to-help-israel/692324>

৫) সর্বশেষ গতকাল, চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নির্যাতিত উইঘুর মুসলিমদের মিডিয়া নিষিদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে মডারেট-জামাতপন্থী ও সুফি-আশ'আরি ঘরানার মুরজিয়া উলামাদের খলিফা রিসেপ এরদোগান...

সূত্রঃ <https://www.reuters.com/artic.../us-china-turkey-idUSKBN1AJ1BV>

তাহলে তুরস্কের নির্বাচনের আগে আগে বার্মায় ত্রাণ পাঠিয়ে ইসলামপন্থীদের ভোট বাগানোতে ব্যস্ত এরদোগানকে আমরা কীভাবে দেখব?

فَاسْتَخَفْ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ اِمْسِكُوا قَوْمًا فَاسْقِصِ

অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তাঁর কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। [সূরা যুখরুফ ৪৩:৫৪]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يَجَادِعُونَ اللَّهَ وَالنَّاسَ آمِنُوا وَمَا يَجِدُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। [সূরা বাকারা ২:৮]

তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। [সূরা বাকারা ২:৯]

وَإِذَا لَقُوا النَّاسَ آمَنُوا قَالُوا آمِنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا بَيْنَ مَنَا وَبَيْنَهُمْ حُجُبٌ

আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। [সূরা বাকারা ২:১৪]

চক্ষুস্মানের জন্য অল্ল কথাই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা তাওফিক দান করুন।



অনেকেই আমাদের পেজে এসে বলে থাকেন, সৌদির বিরোধিতা মানে তাওহিদের ধারক বাহকদের বিরোধিতা (নাউজুবিল্লাহ!)

আসুন দেখে নেয়া যাক, "সৌদ পরিবারের তাওহিদ বনাম প্রকৃত তাওহিদ।"

পিডিএফ ডাউনলোডঃ <http://docdro.id/c4UIVC2>

ইউটিউবে দেখুনঃ <https://youtu.be/cBbKTK-CEml>

আর্কাইভ ডাউনলোডঃ <http://bit.ly/2wy6LO4>

“ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম তবে হামাসের বিরুদ্ধে ইহুদিদের সহযোগিতা জায়েজ ”

উম্মতের ইহুদি মুরজিয়াদের প্রধান আলেম
সউদি গ্র্যান্ড মুফতি

f /ClarificationOfTheDoubts

#সরকারি_সালাফি

আমাদের দেশীয় আহলে হাদিস ভাইরা মুখে অন্ধ তাকলিদের বিরোধিতা করলেও আকিদার প্রসঙ্গে এসে সৌদি মাদখালি-হালাবিদের অন্ধ তাকলিদে যে কোনো মাজহাব অনুসরণকারীকেও বহু পেছনে ফেলে দেন। অথচ ফুরয়ি বিষয় তাকলিদ গ্রহণযোগ্য এবং আকিদার বিষয়ে তাকলিদ হারাম।

কুর'আন-সুন্নাহ ও সালাফদের ব্যখ্যার বিপরীতে মুরজিয়া উলামাদের অনুসরণ করে এই যুক্তিতে, "সৌদির (জনপ্রিয়/বিখ্যাত) আলেমরা কি কম বুঝে?

অথচ! মূল কথা হচ্ছে, আরবের হকপন্থী উলামা ও দাঈদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সঠিক তাওহিদের দাওয়াহ দেয়ার 'অপরাধে' কারান্তরীণ। পূর্বেও আমরা তা দেখিয়েছি। সামনেও আরও বিস্তারিত উল্লেখ করব ইনশা'আল্লাহ।

হকপন্থী উলামা, দাঈ ও সাধারণ মুসলিমদের উপর আমেরিকান রাষ্ট্র সৌদির আত্মসনের কিছু আলোচনা আমাদের পূর্বে যে সকল ভিডিওতে হয়েছে -

<https://www.youtube.com/watch?v=oLLtyZD6oUk>

<https://www.youtube.com/watch?v=cBbKtk-CEmI>

<https://www.youtube.com/watch?v=McDQzHMLwcQ>

এদেশীয় সৌদিভক্ত ভাইদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা সৌদি গ্র্যান্ড মুফতির সর্বশেষ এই ফাতওয়াটির ব্যাপারে আপনাদের কী মত?

সৌদি গ্র্যান্ড মুফতি আব্দুল আজিজ ফতোয়া দিয়েছে,

"শরীয়ী দৃষ্টিতে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয নেই ! তবে হামাসের মতো সন্ত্রাসী দলের বিরুদ্ধে ইজরায়েলকে সহযোগিতা করা যেতে পারে !"

তিনি আরো বলেন,

"বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যেসব চিল্লা-চিল্লি হচ্ছে, এগুলো
অহেতুক, যার কোনো অর্থ নেই!"

সূত্রঃ <http://www.gazaalan.net/news/7668.html>

তো এই যদি হয় সৌদির প্রধান মুফতির অবস্থা তাহলে অন্যান্য ভীরা ও ঘরকুনো বেতনভোগী সৌদি
আলেমদের অবস্থা কী হবে? আর আমাদের দেশেরই সরকারি চাকুরীতে লিপ্ত ইরজাগ্রস্ত সালাফি উলামাদের
অবস্থাই বা কী হবে!!?

এদেশীয় ইরজাগ্রস্ত উলামারা সৌদি গ্যাভ মুফতি বলতে প্রায় অজ্ঞান যাদের বদৌলতেই সাধারণের
মাঝখানে সৌদি তাগুতের প্রতি এত ভালোবাসা।

সরকারী সালাফিদের হাকিকত বুঝতে ইয়াহুদিদের ব্যাপারে এই ফাতোয়াটি চক্ষুস্মানদের জন্য যথেষ্ট
হওয়ার কথা। তাই আশা করি উলামা-আওয়াম নির্বিশেষে সবাই কিতাবুল্লাহ-সুন্নাতে রাসুল সাঃ-সালাফে
সালেহিনদের ব্যখ্যাকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে এসব মুরজিয়াদের অন্ধ অনুসরণ করার আগে অন্তত একবার
চিন্তা করবেন।

এছাড়াও, প্রকৃত সালাফি উলামায়ে কেরামের মতে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা কুফরে
আকবর যা ঈমান নষ্ট করে ফেলে। তাই মুরজিয়াদের অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে আখিরাত বিনষ্ট করা
নিশ্চয়ই নিরুদ্ভিত হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহঃ লিখিত "ঈমান ভঙ্গের কারণ" পড়ে দেখুনঃ

<http://docdro.id/sdezSke>

তাই নিজের ঈমান হেফাজত করতে নিজ দায়িত্বে মুরজিয়াদের এড়িয়ে চলুন।

আল্লাহ তা'আলাই তাওফিক দেয়ার মালিক।



#সরকারি_সালাফি

জিহাদ যখন আমেরিকার জন্য!

শায়খ নাসির আল-ফাহদ (আল্লাহ যেন তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করেন)

পিডিএফ ডাউনলোড করুনঃ <http://docdro.id/ULCXrfB>

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল (সা), তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবা এবং তাদের উপর যারা তাঁদের অনুসরণ করেন।

সম্প্রতি আমরা ইরাকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির খবর পেয়েছি।

তাহাড়া এই সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্পর্কে সৌদি আরব নামক রাষ্ট্রের অবস্থান দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা যে ক্রুসেডারদের প্রতিরোধে যে কোন ধরনের সাহায্যকে অপরাধ সাব্যস্ত করছে, সে সম্পর্কেও আমরা অবগত হয়েছি।

এবং এই ডকুমেন্টে আমি জিহাদ বা জিহাদে সাহায্যের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রমান পেশ করবনা; কারণ সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

বরঞ্চ আমি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী আফগান জিহাদ এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে বর্তমানে আফগানিস্তান ও ইরাকে চলমান জিহাদে, সৌদি আরবের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে, এই রাষ্ট্রটির মুনাফিকি/ভভামি তুলে ধরব।

প্রথমত, (৮০'র দশকে) রাশিয়া আফগানিস্তানে একটি বিশাল সামরিক অভিযান পরিচালনা করে এবং সে সময় শুধু আফগান ভূমিগুলোই তাদের আক্রমণের শিকার হয়। আক্রমণের পর তারা আফগানিস্তানে তাদের অনুগত একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

পক্ষান্তরে, আমেরিকা ২০০১ সালে আফগানিস্তানে একটি বিশাল সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, যেখানে তারা আফগান ভূমির পাশাপাশি ২০০৩ সালে ইরাকেও দখলদারিত্ব চালায়। এবং আমেরিকা উভয় ভূমিতে তাদের অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

আশ্চর্যজনক বিষয় হল, সৌদি আরব আফগানিস্তানে তৎকালীন রাশিয়ানদের অনুগত সরকারকে স্বীকৃতি না দিলেও, বর্তমানে ইরাক-আফগানিস্তানে আমেরিকানদের প্রতিষ্ঠিত পুতুল সরকারকে ঠিকই স্বীকৃতি দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সৌদি সরকার ৮০'র দশকে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের উৎসাহ প্রদান এবং সার্বিক সহযোগিতা করলেও, ইরাকের মুজাহিদদের সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে তাদেরকে সাহায্য করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

উপরন্তু, তারা মুজাহিদদের সাহায্য করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এমনকি তা যদি মুজাহিদদের জন্য দু'আ কনুতও হয়!!

তৃতীয়ত, সৌদি সরকার উলামা-মাশায়েখদের রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে চলমান আফগান জিহাদে যোগদান এবং এর পক্ষে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দিলেও, বর্তমান ইরাক জিহাদ সম্পর্কে যেকোন ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। বরং তারা উলামাদেরকে বাধ্য করেছে ইরাক জিহাদ এবং এতে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে রায় দিতে।

চতুর্থত, সৌদি সরকার আফগানিস্তানে জিহাদে যাওয়ার জন্য তরুণদেরকে সহায়তা করেছিল। তাঁদের যাতায়াতের খরচ প্রায় ৭৫ ভাগ কমিয়ে দিয়েছিল পর্যন্ত। অথচ ইরাকের জিহাদের ক্ষেত্রে এই আইন পরিবর্তিত হয়ে যায়। বরং যারা যেতে চেয়েছেন, তাঁরা সরকারের কুনজরে পড়ে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেতে হয়েছে।

পঞ্চমত, সৌদি সরকার তৎকালীন আফগানিস্তানের জিহাদের নেতৃবৃন্দের সাথে যথেষ্ট অতিথিপরায়ণ আচরণ করে এবং তাদের ভূমিতে এসে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়।

অথচ, ইরাকের জিহাদের ক্ষেত্রে তারা ক্রুসেডারদের সাথে মিলে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে ঘায়েল করতে সোচ্চার হয়েছে।

পরিশেষে, সংক্ষিপ্ত এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে সার্বিকভাবে আমরা এই উপসংহারে পৌছাতে পারিঃ

যখন আমেরিকার শত্রুদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের জিহাদ চলছিল এবং আমেরিকার স্বার্থোদ্ধার (বিপক্ষ পরাশক্তি রাশিয়ার পরাজয়) হচ্ছিল তখন তা সৌদি সরকারের দৃষ্টিতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হিসেবে বিবেচিত হয়ছিল।

এবং শায়খদের জন্য এটা প্রযোজ্য ছিল যে, তাঁরা এই ব্যাপারে ফতওয়া দিতে পারবেন, মাল দিয়ে এবং নৈতিকভাবে সাহায্য করতে পারবেন। এবং তরুণদের মধ্যে যারা এতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। এমনকি, তাদেরকে মুজাহিদ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছিল!

আর বর্তমানে যখন আফগানিস্তান ও ইরাকের জিহাদ হচ্ছে আমেরিকার বিপক্ষে এবং আমেরিকার স্বার্থের বিপক্ষে, তখন তা গণ্য হচ্ছে 'সন্ত্রাসবাদ' এবং 'উগ্রপন্থা' হিসেবে। এর সাথে জড়িত মানুষদের খুজে বের

করে খুন করা হচ্ছে। আর যে কেউই তাদের পক্ষে ফতওয়া দিয়ে সাহায্য করছে, অথবা সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছে- তাদেরকে কারাগারে বন্দি করা হচ্ছে।

যারা লোকবল দিয়ে সাহায্য করছে তাঁদের কথা না হয় বাদই দিলাম। শায়খদের কোনো সুযোগ নেই যে, তাঁরা এই বিষয়ে ফতওয়া দিতে পারবেন। বরং তাঁদের এই রায় দিতে হচ্ছে যাতে কেউ ইরাক না যেতে পারে এবং সেখানে যা হচ্ছে তা সন্ত্রাসবাদ, জিহাদ নয়।

সুতরাং বিষয়টি খুব পরিস্কার যেঃ সৌদি সরকার আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অথবা আল্লাহর রাস্তায় অন্য কিছু করতে জানে না। বরং তারা শুধু জানে আমেরিকার জন্য জিহাদ! তাই, ট্রুসেডাররা যা করার অনুমতি দেয় তারাও তাই করার অনুমতি দিবে এবং সাহায্য করবে।

আর ট্রুসেডাররা যা করার অনুমতি দেয় না তারাও তা করতে দিবে না! আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিষয়াদি সঠিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

(পাদটিকাঃ সুতরাং অতীতে আফগান মুজাহিদিনদের সাহায্য করার কারণ ছিল এতে আমেরিকার কার্যসিদ্ধি হচ্ছে, অর্থাৎ তৎকালীন আরেক পরাশক্তি রাশিয়ার পতন হতে যাচ্ছিল আফগান মুজাহিদিনদের হাতে। যেভাবে আশির দশকে (রিগ্যানের সময়কালে) সৌদি সরকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে। এতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজেই বিষয়টা প্রকাশ করে তাদেরকে বিব্রত করেছে। কারণ সেখানে চলা বিপ্লব আমেরিকার জন্য উপকারী ছিল।)

শায়খের পরিচিতিঃ আরবের একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, যিনি জামিয়া মুহাম্মাদ, রিয়াদ থেকে শারিয়াহ'র উপর জ্ঞান অর্জন শেষে ১৯৯৪ ঈসায়ি পর্যন্ত উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় (মক্কা) এ আকিদা বিভাগের ডিন ছিলেন, অতঃপর ১৯৯৪ এ তাগুত সৌদি কর্তৃক কারাবন্দী হন।

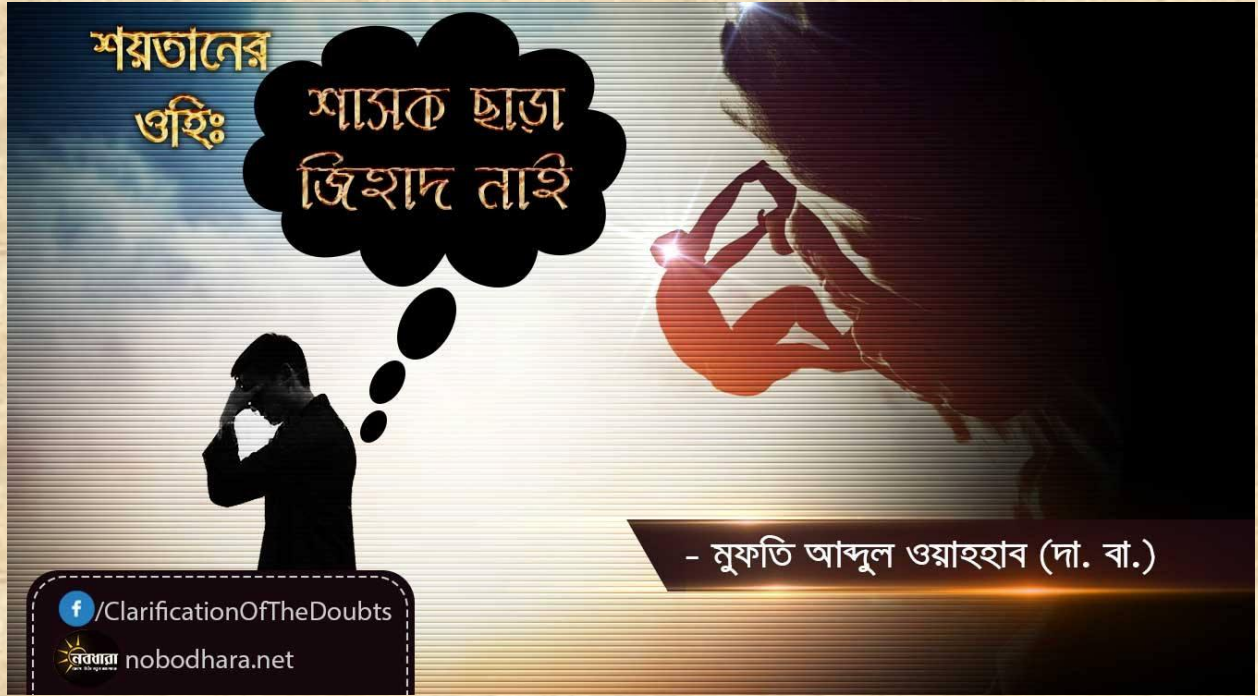
১৯৯৭ এ কারামুক্ত হওয়ার তিনি উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে আল-বুরাইদায় অবস্থিত "আশ-শুয়াইবি মাদ্রাসায়" শিক্ষকতা শুরু করেন।

তিনি প্রথিতযশা আলেম আল্লামা হামুদ বিন উক্বলা আশ শুয়াইবি (রহঃ), আলি আল খুদাইর (হাফিঃ), সুলাইমান বিন নাসির আল উলওয়ান (হাফিঃ) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শায়খ নাসির আল ফাহদ অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর একজন আলেম। তিনি হাদিসের ৯টি কিতাব সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছেন।

এছাড়াও, শারিয়াহ'র মূলনীতির উপর লিখিত ২০টির উপর বই তিনি মুখস্থ করেছেন। শায়খ ৬৫টির উপর বই লিখেছেন।

আমেরিকার গোলামীতে লিপ্ত সৌদি সরকারের রিদ্দাহ ও অত্যাচারের ব্যাপারে শারিয়াহ'র আলোকে স্পস্ট অবস্থান গ্রহণ করায় জালিম সৌদি সরকার ২০০৩ এর মে মাসে শায়খকে বন্দী করে। এখন পর্যন্ত শায়খ বন্দী অবস্থায়ই আছেন।

আল্লাহ তা'আলা শায়খকে অটল রাখুন এবং সম্মানজনক মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। আমিন।



শয়তানের ওহী: "ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই"

মুফতি আব্দুল ওয়াহহাব (দা বা)

PDF ডাউনলোড করে পড়ুন - <http://docdro.id/f4s702T>

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَكذلك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرِهِمْ وَمَا يَفْعَلُونَ (112) وَلِتَصْبِي إِلَيْهِ أَفئدة الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْرِفُوا مَا هُمْ مُقْرِفُونَ (113)

(আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি জীন ও মানব জাতীর মধ্য থেকে শয়তানদেরকে। তারা ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়। আপনার রব চাইলে তারা এরূপ করতে পারতো না। সুতরাং আপনি তাদেরকে তাদের মিথ্যা রটনায় পড়ে থাকতে দিন। আর কুমন্ত্রণা এ কারণে দেয় যে, যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে না তাদের অন্তর যেন সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা তা পছন্দ করে আর তারা যেসব অপকর্ম করার তা করতে থাকে।) [আন'আম: ১১২-১১৩]

দরবারী আলেমদের নিকট এই শয়তানরাই ওহী করেছে: “ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই”।

#খন্ডন:

ইমাম দ্বারা কী উদ্দেশ্য? জিহাদের আমীর না'কি খলিফাতুল মুসলিমীন?

যদি জিহাদের আমীর উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরাও আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত। জিহাদের জন্য আমীর বানানো ওয়াজিব আমরাও বলি।

জামা'আতবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব আমরাও বলি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা সফলতা আসবে না এতে আমরাও একমত। জিহাদের আমীর না থাকলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বে করে এসেছি।

তবে যদি বলা হয়, “জিহাদের আমীর না থাকলে জিহাদই ফরয নয়” তাহলে এ কথা শরীয়ত বহির্ভূত। আমরা এর সাথে একমত নই। মসজিদের ইমাম না থাকলে ইমাম বানিয়ে নেয়া আবশ্যিক তা ঠিক। কিন্তু ইমাম না থাকলে নামাযই ফরয নয়, এটা শরীয়ত বহির্ভূত কথা।

আর যদি ইমাম দ্বারা খলিফাতুল মুসলিমীন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, “খলিফাতুল মুসলিমীন ছাড়া জিহাদ নেই” এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

যদি বলা হয়, “জিহাদ ফরয, তবে জিহাদ করার জন্য আগে একজনকে খলিফাতুল মুসলিমীন বানিয়ে নিতে হবে” তবে আমরা আপনাদের কথার একাংশের সাথে একমত যে, খলিফাতুল মুসলিমীন বানানো ওয়াজিব।

কিন্তু খলিফা বানানো ছাড়া জিহাদ জায়েয হবে না, এ কথার সাথে আমরা একমত নই। কেননা, মুসলমানদের হয়তো খলিফা বানানোর সামর্থ্য থাকবে বা থাকবে না। যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে খলিফা বানানো ছাড়া জিহাদ করা যাবে না কথাটা অযৌক্তিক।

এতে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং খলিফা বানানোর পথও বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এ ধরনের মন্তব্য সুস্পষ্ট বাতিল না হয়ে পারে না। আর যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে খলিফা না বানানোটা মুসলমানদের জন্য গুনাহের কাজ।

কিন্তু এই গুনাহের কারণে জিহাদ ছেড়ে আরেকটা গুনাহে লিপ্ত হতে হবে এটা অযৌক্তিক। তাছাড়া শরীয়তের কোন দলীলে এ কথা বলা হয়নি যে, জিহাদ জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা বানানো শর্ত। আর যদি উদ্দেশ্য হয়, “খলিফা না থাকলে জিহাদ ফরযই হয় না” তাহলে এটা সম্পূর্ণ শরীয়ত বহির্ভূত কথা।

উপরোক্ত সংশয়গুলোর বিস্তারিত খন্ডনে যাচ্ছি না।

সংক্ষিপ্তাকারে শুধু কয়েকটি কথা বলব:

এক) জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস এসেছে, কিন্তু কোন আয়াত বা হাদিসে জিহাদ ফরয বা জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা থাকা শর্ত করা হয়নি। জিহাদ শুধু ইমামের দায়িত্ব বলা হয়নি। তবে ইমামের দায়িত্ব সমূহের মধ্যে একটা দায়িত্ব হল জিহাদ করা। যদি ইমাম না থাকে বা থাকা সত্ত্বেও জিহাদ না করে তাহলে মুসলমানদের নিজেদের ফরয নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে।

ইবনে কুদামা রহ. বলেন:

فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتأخيرها، وان حصلت غنيمة قسموها على موجب السيرة،

قال القاصبي وتؤخر قسمة الاماء حتى يقوم إمام احتياطا للفروج. اهـ

“যদি ইমাম না থাকে তাহলে এ কারণে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা জিহাদে নিহিত মাসলাহাত ও কল্যাণসমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে। গনীমত লাভ হলে হকদারদের মাঝে শরীয়তে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে নেবে। তবে কাজী রহ. বলেন, ইমাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতাবশত দাসীদের বণ্টন স্থগিত রাখবে।” [আল-মুগনী: ১০/৩৭৪]

আর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাওয়ার পর যদি ইমাম জিহাদে যেতে নিষেধ করে তাহলে তার নিষেধ প্রত্যাখ্যান করে জিহাদে যাওয়া ফরয। কেননা, আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য নেই।

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

“খালেকের নাফরমানীতে মাখলূকের কোন আনুগত্য নেই।”

ইমাম মুহাম্মদ রহ. “আসসিয়ারুল কাবীর” এ বলেন:

وإن بهي الإمام الناس عن الغزو والجروح للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفي عامًا. اهـ
“ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নফীরে আম এর হালত তৈরী হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।”

ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন:

لأن طاعة الأمير فما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب كطاعة السيد على عبده فكما أن هناك بعد بهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفي عامًا فكذلك ها هنا. اهـ

“যেখানে ইমামের আদেশ পালন করতে গেলে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে হয় না, সেখানে ইমামের আনুগত্য ফরয। যেমন, গোলামের জন্য তার মনিবের আনুগত্য ফরয। নফীরে আম না হলে যেমন মনিব নিষেধ করলে জিহাদে যাবে না, ইমামের ক্ষেত্রেও তেমনি।” [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮]
মালিকী মাযহাবের কিতাব “ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক” এ বলা হয়েছে:

قال اس حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن بهي الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مجالفته إلا أن يرحمهم العدو وقال اس رشد طاعة الإمام لازمة , وإن كان غير عدل ما لم يامر بمعصية ومن المعصية البهي عن الجهاد المتعص. اهـ

“ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে রুশদ রহ. বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যিক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।”

[ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩]

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন-

ولا إيم بعد الكفر أعظم من إيم من بهي عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إلهم... اهـ
“কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।” [আল-মুহাল্লা: ৭/৩০০]

অতএব, ইমাম জিহাদে বাধা দিলে তার নিষেধাজ্ঞা মান্য করা যাবে না। শত্রু আক্রমণ করে বসলে আল্লাহ তাআলার আদেশ হল তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য নেই।

দুই) ইমাম যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং কিতাল ব্যতীত তাকে হটানো সম্ভব না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল ফরয। যেমনটা হাদিসে এসেছে। এ ব্যাপারে আইন্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমত বিদ্যমান। এখানে তো মুসলমানদের কোন ইমাম নেই। তাহলে তাদের উপর মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয হল কিভাবে ??

এই দুই মাসআলা থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ ফরয হওয়া না হওয়ার সাথে ইমাম থাকা না থাকার বা ইমাম আদেশ বা অনুমতি দেয়া না দেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। অন্যথায়, প্রথম মাসআলাতে ইমাম নিষেধ করার পরও জিহাদ ফরয থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয় মাসআলাতে ইমাম মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর যখন কোন ইমাম নেই, তখন এই মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয হওয়ার কথা নয়। এ থেকে স্পষ্টই বুঝে আসে, জিহাদ স্বতন্ত্র একটা বিধান যার সাথে ইমামের কোন সম্পর্ক নেই। শত্রু আক্রমণ করে বসলেই জিহাদ ফরয হয়ে যায়।

এ কারণেই ইমামের বাধা দেয়াটা তখন নাফরমানি বলে ধর্তব্য হবে। মুসলমানদের জন্য তার নিষেধ মান্য করা জায়েয হবে না। তার আদেশ অমান্য করা তখন ফরয। কিন্তু জিহাদ ছাড়ার কোন সুযোগ নেই।

তদ্রূপ ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হটানো ফরয। এই ফরযের সাথে ইমাম থাকা না থাকার কোন সম্পর্ক নেই। আর থাকবেই বা কেন? ইমাম তো নিয়োগ দেয়াই হয় মুসলমানদের দায়িত্বসমূহ যেন শংখলাবদ্ধভাবে আদায় করা যায়।

দায়িত্বসমূহ আগেই ফরয হয়ে থাকে, ইমাম নিয়োগ দেয়া হয় ঐ ফরয হয়ে থাকা দায়িত্বসমূহ জামাআতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখলভাবে আদায় করার জন্য। ইমাম নিয়োগ দিলে তারপর ফরয হয়, এর আগে ফরয নয়- এমন নয়।

তিন) নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত যেমন ইমামের সাথে খাছ নয় বরং সকল মুসলমানের উপর ফরয, জিহাদও তেমনই। তবে জিহাদ যেহেতু একটি ইজতেমায়ী আমল, একক ব্যক্তির মেহনতের দ্বারা সফলতা সম্ভব নয়, সেজন্য আমীর না থাকলে একজন আমীর বানিয়ে নেয়া ওয়াজিব।

চার) ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই কথাটা ইতিহাস থেকে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

১. তাতারীরা যখন আব্বাসী খলিফাকে শহীদ করে তখন ৬৫৭ হিজরী থেকে নিয়ে ৬৫৯ হিজরী পর্যন্ত তিন বছর মুসলমানদের কোন খলিফা ছিল না। কিন্তু এরপরও ওলামায়ে কেরাম তাতারীদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরয ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন কিতাল হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই!?

২. ভারতবর্ষ ইংরেজরা দখল করে নেয়ার পর হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ., কাসিম নানুতাবী রহ., রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. শামেলীর জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই!?

৩. সাযিদ্ আহমদ শহীদ রহ. দীর্ঘ দিন যাবৎ জিহাদ করেছেন। তখন তো এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি, জিহাদ ফরয হবে কেন, খলিফা তো নেই!?

৪. আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিতাল হয়েছে পনের বছর। তখন তো কোন খলিফা ছিল না। আজ যারা বলছে, ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই, তারাই তো তখন আফগান জিহাদ নিয়ে গৌরব করত। কিন্তু আজ যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তখন যেন শরীয়তের মাসআলা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

যদি বলা হয়, তখন খলিফা না থাকলেও জিহাদের আমীর ছিল। কিন্তু বর্তমানে জিহাদের কোন আমীর নেই।

উত্তরে বলবো: আমীর কি প্রতি ঘরে ঘরে থাকতে হবে? সারা দুনিয়াতে একজন থাকলে হবে না? পুরো বিশ্বে তানজিম আল-কায়েদার অধীনে জিহাদ চলমান। আর আলকায়েদা তালেবানদের হাতে বাইয়াত। তাদের নেতৃত্বে সারা দুনিয়াতে জিহাদ চলছে। এটা কি যথেষ্ট নয়?

না কি প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমীর লাগবে? শরীয়ত কি বলে? বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমানদের শক্তি নষ্ট করতে না এক আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে?

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا

(তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভেদ করো না।)

এর কি অর্থ?

আর যদি তালেবানদের অধীনে জিহাদ পছন্দ না হয় তাহলে কি জিহাদের দায়িত্ব শেষ? অন্য কাউকে আমীর বানিয়ে জিহাদ করা কি ফরয হবে না?

তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে একটা হক জিহাদি তানজীম বিদ্যমান থাকার পরও কোন ওয়র ব্যতীত তার সাথে মিলিত না হয়ে নতুন তানজীম খোলে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার বৈধতা শরীয়ত দেয় কি'না?



#তত্ত্ব_মন্ত্র #মডারেট

ইতিমধ্যেই আমরা জানি যে, ২০১১ থেকে শুরু হওয়া মুসলিমদের সাথে নুসাইরি নাপাক শিয়া বাশার আল আসাদের চলমান সংঘর্ষে ইরান-রাশিয়া ও লেদবাননি শিয়া আর্মি হিজবুল্লাহ'র সহায়তায় বাশার আল আসাদ হত্যা করেছে প্রায় ৮লক্ষাধিক নিরীহ নারী-শিশু ও মুসলিম।

একেবারেই অন্ধ ছাড়া সকলেই এবিষয়টি জানে। বিশেষ করে ইরানের অধীনে পরিচালিত আলেপ্পোর হৃদয়বিদারক ঘটনার পর মাদখালি, সৌদিপন্থী দাঈরা পর্যন্ত এতে প্রকম্পিত হয়েছে। সেখানে ধর্মিত হয়েছে সহস্রাধিক নারী।

<https://www.youtube.com/watch?v=sRcBeY1uB-k>

অথচ তুরস্কের বেতনভোগী যুদ্ধরত দলগুলো তুরস্কের নির্দেশে হাত গুটিয়ে না বসে থেকে আলেপ্পোর যুদ্ধে शामिल হলে এমনটা কখনই হতো না।

এই চলমান যুদ্ধ তুরস্ক সিরিয়ানদের রিফিউজি হিসেবে নেয়াকে অনেক মডারেট ও ইখওয়ানপন্থী ভাইয়েরা এরদোগানের মহানুভবতা প্রমাণ করে থাকে।

কিন্তু এটা মূলতঃ রাজনৈতিক চাল ছাড়া কিছুই ছিল না।

যেমন- বাংলাদেশকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়া ভারতীয় মুশরিক সরকার (যারা বাধ খুলে দিয়ে এখনো বাংলাদেশকে পানিতে ডুবিয়ে রেখেছে, সীমান্তে মানুষ হত্যা করছে) ১৯৭১ সালে এক কোটি বাংলাদেশীকে শরণার্থী হিসেবে নিয়েছিল (এরদোগান এর দশ ভাগের এক ভাগও নিয়েছে কি?) !!

কোনো পাগলও কি বলবে যে, ভারত বাংলাদেশের মুসলিমদের কল্যাণকামিতা থেকে একাজটি করেছিল!!!??

তাহলে এরদোগান যেখানে সরাসরি আমেরিকা-রাশিয়াকে সিরিয়ান মুসলিমদের উপর গণহত্যায় সাহায্য করেছে সেখানে একথা বলাটা কি জঘন্য দিমুখীচারিতা না!!!??



যাই হোক। আল্লাহ সত্যপ্রকাশ করে দেন যারা সত্যের অনুসন্ধান করে তাদের জন্য। দুনিয়ালোভী, বাস্তবতা বিবর্জিত অন্ধদের জন্য সত্য আর মিথ্যার ফারাক নেই।

গতকাল একটি ঘটনা ঘটেছে যা যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তির জন্যই তুরস্ক তথা এরদোগান প্রশাসনের জঘন্য আচরণের ব্যাপারে পরিস্কার অবস্থানগ্রহণে মুসলিমদের সাহায্য করবে-

৮ লক্ষাধিক নারীপুরুষ-শিশুর রক্তে রঞ্জিত ও আলেপ্পোতে গণহত্যা পরিচালনাকারী ইরানের চীফ অব স্টাফ তুরস্কে এসে পৌঁছেছে ইসলামি শরিয়াহ দ্বারা পরিচালিত সিরিয়ার ইদলিব শহরকে মডারেটদের কথিত সুলতান এরদোগানের সাথে ভাগ-ভাটোয়ারার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য।

এরদোগান সিরিয়ার কুর্দি নিয়ন্ত্রিত শহর ইফরিনের বিনিময়ে ইদলিবকে ইরান, রাশিয়ার সাথে মিলে ভাগ ভাটোয়ারায় বর্তমানে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্ভবত শীঘ্রই বাশারের কবলমুক্ত স্বাধীন ইদলিবে অবস্থানরত মুজাহিদ্দীনদের বিরুদ্ধে এরদোগান, ইরান এবং রাশিয়ার সম্মিলিত জোট আত্মসন পরিচালনা করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চিনে রাখুন এই মুনাফিককে, মুসলিম জাতির গান্ধারকে, আল্লাহদ্রোহি এই তুণ্ডতকে যে ইদলিবকে ইসলামের শত্রুদের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছে আফরিনের বিনিময়ে যেখানে আত্মসন চালানোর পর শরিয়া'হর পরিবর্তে কুফরি তন্ত্রকে আনা হবে। যেখানে, মুজাহিদ্দীনদের পরিবর্তে মুনাফিক, বেঈমান আর কাফেরদের দ্বারা ইদলিবের জমিনকে পরিপূর্ণ করা হবে।

মুসলিমদের দুর্বল আর মাজলুম বানানো হবে। নারীদের ভোগ করা হবে আর ভাইদের হত্যা করা হবে।

আল্লাহ সুব: এসকল উচ্ছিষ্টদের অনুসারীদেরকে শীঘ্রই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। বি'ইয়নিল্লাহ!

সূত্রঃ <https://www.dailysabah.com/.../iranian-chief-of-staff-visits-...>

সংশোধন

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেন ,

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। [সূরা আহযাব ৩৩:৭০]

ইতিপূর্বে আমরা হারামের ইমাম আব্দুর রহমান আস সুদাইসের ব্যাপারে একটি পোস্ট দিয়েছিলাম এই বিষয়টি উল্লেখ করে যে,

তিনি ইজরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষে "ইজরায়েল যা করেছে তা একান্তই ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।" বলে বক্তব্য দিয়েছেন।

এবং সূত্র হিসেবে উক্ত লিঙ্কটি আমরা দিয়েছিলাম-

<https://abumahjoobnews.com/2017/07/22/فيديو-بالسديس-لقوله-الاقصى/>

আলহামদুলিল্লাহ একজন কল্যাণকামী ভাই জানিয়েছেন খবরটি যে নিউজ লিঙ্কে এসেছে সেটি প্রোপাগান্ডা হতে পারে।

যদিও আমরা এটি ভুয়া হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারিনি তবুও এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ আব্দুর রহমান আস সুদাইসের বক্তব্যও সংগ্রহ করতে পারিনি।

আমরা উক্ত ভাইয়ের বক্তব্যকে তাই আমাদের বক্তব্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে আমাদের পোস্টটি ডিলিট করছি। এবং যেহেতু অনেক ভাইয়ের কাছে গিয়েছে- তাই শুধু ডিলিট করে আমাদের অন্তর প্রশান্ত হওয়ার নয় যেহেতু এখানে একজন মুসলিমের সম্মানের বিষয় জড়িত।

তবে আলহামদুলিল্লাহ! বাহ্যত যে ভাই পোস্ট করেছেন তার পোস্টটি আমাদের মূল পোস্টের চেয়েও অধিক ছড়িয়েছে তাই আশা করি এই সংশয়ের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই অনেক ভাইয়ের স্পস্ট ধারণা হয়েছে।

মুহতারাম পোস্টদাতা ভাই ইনবক্স করলেও আমরা তা থেকে ফিরে থাকতাম। তবুও ভাই যেহেতু পোস্ট দিয়েছেন, উনি চাইলে আমাদের পেজের নাম/লিঙ্ক উল্লেখ করে ভুলটি উল্লেখ করে দিতে পারেন যেহেতু ভুলটি প্রকাশ্যে হয়েছে।

এবং ভাই একটু হতাশা প্রকাশ করেছেন দীর্ঘ দিন পার হলেও কেন তা চোখে পরলো না। এর উত্তর হচ্ছে কেউই এ ধরনের বিষয় উল্লেখ করেন নি এবং আমরাও ব্যস্ততার দরুন দীর্ঘদিন পেজের কার্যক্রম থেকে দূরে ছিলাম।

আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমিন।

#দ্রষ্টব্য - তবে আব্দুর রহমান আস-সুদাইসের ব্যাপারে উত্তম ধারণা রাখার ব্যাপারে আমরা কাউকে বলছি না। যেহেতু উনার দরবারি আলেম হওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই স্পষ্ট। পোস্টে উল্লেখিত মূল ভাব ও অন্য তথ্যটি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। সেটার সূত্র নিচে দেয়া হলো-

লাল মসজিদ ম্যাসাকারের পর তাগুত পারভেজ মুশাররফ ও তার তাগুত সেনার জন্য পাকিস্তান সফর করে সুদাইসের দু'আ - <https://www.youtube.com/watch?v=6bCpbdlp6eQ>

সকল ভাইকে আহ্বান করব,

তারা যেন আমাদের ভুলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

আলগা হ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা মনের খবর ভালো জানেন। কোনো ব্যক্তির প্রতি দুনিয়াবি কোনো কারণে বিদ্বেষবশত আমরা একাজটি করিনি।

আর যেহেতু আমরা নিজে থেকে বিষয়টি বানিয়ে বলিনি বরং সর্বোচ্চ নিউজ পোর্টালের তথ্যের ভুল হতে পারে এথেকেও ভাইয়েরা ইনশা'আল্লাহ বিষয়টা বুঝতে পারবেন।

আর পূর্বেও আমরা বার বার বলে এসেছি যে কোনো বিষয়ে বিপরীত বক্তব্য প্রমাণসহ হাজির করতে পারলে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে ফিরে যাব এবং সেই মতকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিব।

কেননা, মানুষ ভুল হতে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে যারা ভুলের উপর অটল থাকে তাদের বিষয়টি অন্যায় ও গুনাহ।

আল্লাহ'র কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় চাই।

শায়খ আবু বকর জাকারিয়ার জিহাদ!

- পর্যালোচনায় মুফতি জামিল মাহমুদ (হাফিজাহুল্লাহ)

অডিও শুনুন/ডাউনলোড করুনঃ <https://tinyurl.com/jihad-tahrif2>

Youtube এ দেখুনঃ <https://youtu.be/GZgXjXm-Pa8>

ভিজিট করুনঃ <https://nobodhara.net/tag/clarification>

দ্রষ্টব্য, হাদিসে জিহাদ শব্দ আসেনি.. এসেছে কিতাল শব্দ.. অর্থাৎ, যুদ্ধ.. পড়ুন হাদিসটি

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَجَّاحٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَجِجَّاحُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالُوا حَدَّثَنَا جِجَّاحٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْبِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَاءِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يَرَالِ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يَقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَهْلُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمْرُهُمْ تَعَالَى لَنَا . فَيَقُولُ لَا . إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءٌ . تَكْرِمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةِ
জাব্বির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি,
কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন ।

(সহিহ মুসলিম :: বই ১ :: কিতাবুল ঈমান অধ্যায় :: হাদিস ২৯৩/ ২৯২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

আনন্দের বিষয় হচ্ছে, এই হাদিসের কিতালের সাথে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নেই তিনি স্বীকার করে
নিয়েছেন!! আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্ আকবার!!

শায়খ বলেন,

"এই জিহাদ আমরাও করছি ।"

অথচ হাদিসে এসেছে কিতাল/যুদ্ধ শব্দটি । জিহাদ নয় । তথাপি আমরা আরও বিস্তারিত দেখব
ইনশা'আল্লাহ...

“ মুসলিমদের হত্যা ও নির্যাতনের অন্যতম ক্রীড়নক এরদোগানের ভূমিকা ”

আরাকান ইস্যুতে তুর্কি প্রেসিডেন্টের দিমুখীচারিতার
স্বরূপ উন্মোচন

f /ClarificationOfTheDoubts

সম্প্রতি তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোগান আরাকান ইস্যুতে বলেছে,

"আরাকানে যা হচ্ছে তা গণহত্যা বৈ কিছুই নয়। আমি সামনের ১২ই সেপ্টেম্বর জাতি (কুফুরি) সংঘের
সাধারণ এসেম্বলিতে এটা নিয়ে আলোচনা করব।"

অনেকেই এটা নিয়ে আহ্বাদে গলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ তো এগিয়ে গিয়ে এরদোগানকে জামানার
সালাহউদ্দিন আইয়ুবি বানিয়ে দিচ্ছেন (নাউজুবিল্লাহ)।

আমরা এরদোগানের এই বক্তব্যকে সাধুবাদ জানাই। কোনো কাফিরও যদি রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাহায্য
করতে আগ্রহী হয় তবুও আমরা তা সমর্থন করব এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পাশাপাশি আমরা, এরদোগানকে মুসলিমদের নেতাদের একজন সাব্যস্ত করার নিকৃষ্ট আচরণের নিন্দা
জানাই।

কেননা এই এরদোগানের সেনাবাহিনী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে মুসলিম হত্যায় সিদ্ধহস্ত তা আমরা
আগেও দেখেছি।

যেমন- আল বাবে রাশিয়া ও আমেরিকার সাথে সম্মিলিতভাবে তুরস্কের মুসলিম হত্যার দলীলঃ

<http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/231220162>

পুরো মুসলিমবিশ্বেই আমেরিকার এজেন্ডা বাস্তবায়নে, সৈন্য পাঠিয়ে মুসলিম হত্যায় বহু আগে থেকেই
শামিল এই পাপিষ্ঠ তুরস্ক। নিজ দেশের এনসারলিক বিমান ঘাটি পর্যন্ত আমেরিকাকে তুরস্ক ব্যবহার করতে
দিয়েছে সিরিয়ান আলেম-উলামা-মুজাহিদিনদের হত্যার জন্য।

গত মাসে সোমালিয়াতে বিশাল আর্মি বেজ তৈরি করেছে গোত্রীয় এলাকার দরিদ্র মুসলিমদের "সরকারের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ" দমনের অভিযোগ এনে।

<http://aa.com.tr/.../turkey-set-to-open-largest-milita.../875875>

গতকালও সিরিয়ান সীমান্তে অন্যায়ভাবে একটি মুসলিম রোগী বহনকারী চিহ্নিত এম্বুলেন্সে এরদোগানের সেনারা গুলি চালিয়েছে।

<https://www.facebook.com/DoctorShajulIslam/videos/2023243631295580/?fref=mentions>

ইতিপূর্বেও তারা সিরিয়াতে গণহত্যা চালিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল আবার এমন ন্যাকারজনক ঘটনা ঘটল এরদোগানের বাহিনী...

অথচ, এদেশীয় সরকারের হাতে মার খাওয়া ভাইয়েরা ঠিকই সরকারের বিরোধিতাকে নানাভাবে অবৈধ প্রমাণ করতে চায় অথচ তুরস্ক কর্তৃক সোমালিয়ার গণহত্যায় সহায়তা তারা চোখে দেখে না।

দ্রষ্টব্য, অনেকে বলে থাকে তুরস্কে আগে থেকে সেকুলার আইন চালু তাই পরিস্থিতির চাপে এরদোগান তা পাল্টাতে পারে না।

কিন্তু এরদোগান কি সোমালিয়া বা সিরিয়াতে মুসলিম হত্যা থেকে বিরত থাকতে পারত না!!!? এমন শয়তানি তো কামাল পাশাও করেনি।

আর আমরা জানি, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহায়তাকারী কুফর। এতে লিপ্ত ব্যক্তি নিকৃষ্টতম কাফিরদের মাঝে शामिल হয়ে যায়। এব্যাপারে পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল উলামায়ে কেরাম একমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ آمِنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فُتِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" - [সূরা মায়দা ৫:৫১]

জালিমকে মুখ দ্বারা সমর্থনকারী ব্যক্তিদের উপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও জুলুম চাপিয়ে দেন। আমিন।

মূলতঃ এরদোগান সিরিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তানে নিজের অপকর্ম ঢাকতে ও জারি রাখতেই মাঝে মাঝে মুসলিমদের সাহায্য করার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে থাকে। আর কিছু নাদান দোস্ত এতেই আনন্দিত হয়ে আশ্বালন করতে থাকে। আফসোস তাদের জন্য।

নতুবা একেমন বিষয়। ঘরের কাছেই মুসলিমদের সার্বিক হত্যা করে, সূদূর আফ্রিকায় সেনা মোতায়েন করে আরাকানের মুসলিমদের জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে!!?

সুতরাং, মুসলিম ভাইদের উচিত- মুসলমানের রক্তে হাত ভেজানো এক পিশাচকে উম্মতের নেতা বানানোর অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকা।

পোস্টটি পড়ার পর জামাতি ও সমমনা ভাইদের একটি সাধারণ প্রশ্ন ও আমাদের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ আপনি কি করছেন ? রোহিঙ্গাদের জন্য অন্যকে ভন্ড বলার আগে নিজের কথা ভাবেন!

#উত্তরঃ

আমরা মুসলিম হত্যা বন্ধে হত্যাকারীর অন্যয়ের গ্রহণযোগ্যতা আদায় বন্ধে চেষ্টা করছি। যাতে মুসলিমদের মৌন সম্মতিকে কাজে লাগিয়ে এরদোগান আরও হত্যা না করে। আবু জাহিলও অতিথিপরায়ণ ছিল,

এজন্য সে উত্তম হয়ে যায় নি। হাসিনাও বন্যার্তদের কয়েক লাখ টাকা ত্রাণ দিয়েছে তাই বলে সে জালিম থেকে ইনসাফকারী হয়ে যায় নি।

আমরা রোহিঙ্গাদের জন্য কিছু করছি না এব্যাপারে আপনাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। আর নিজ আমল প্রকাশ করা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়াও, এই আলোচনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফিক দান করুন।



শ্রদ্ধেয় মাওলানা আলি হাসান (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন,

"একটি অপ্রিয় সত্য কখন হলো, আমাদের চোখে কোনো মুসলিম মূলহিদ যিন্দিক বা নাস্তিক হয়ে যাওয়াটা ততো বড় অপরাধ নয়, সে আহলে হাদিস বা জামাতি হয়ে যাওয়াটা যতো বড় অপরাধ।

আমাদের দৃষ্টিতে "মুসলমান মুসলমানের ভাই", "সকল মুসলমান এক দেহের মতো" ইত্যাদি নির্দেশ ও বিধানগুলো ব্যভিচারী মদ্যপ পাপাচারী মুসলিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হলেও, যারা মাযহাব মানে না, তাদের ব্যাপারে কখনোই প্রযোজ্য নয়।

মুখে স্বীকার করি বা না করি, আমরা তাওহিদের ঐক্যে বিশ্বাসী নই; বরং আমরা মাযহাব চতুষ্টয়ের ঐক্যে বিশ্বাসী। মাযহাব না মানাকে সাধারণত কুফরির প্রথম সিঁড়ি গণ্য করা হয়ে থাকে। "আল-লা-মাযহাবিয়্যাহ কানতারাতুল লা-দিনিয়্যাহ"।

তারা যদি সরল সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তাহলে তার জন্য প্রতিষেধক কোনটা? তাদের সাথে সর্বদা বিবাদ জিইয়ে রাখা? তাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে স্থায়ীভাবে বাধার প্রাচীর নির্মাণ করা?

বয়ান বক্তৃতা ও লেখনিতে তাদের চৌদ্ধগোষ্ঠী উদ্ধার করে মুহূর্মুহ "ঠিক"-এর ধ্বনি লাভ করা?

নাকি তাদের সামনে হিকমাহ এবং সুন্দর উপদেশের সাথে দাওয়াহ তুলে ধরা ও তাদের ভুলগুলোকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং তা থেকে সঠিক মানহাজে বেরিয়ে আসার পথ প্রদর্শন করা?

হাঁ, যাদের অন্তর বেঁকে গেছে, যারা "প্রাউড টু বি এ আহলে হাদিস" ছাড়া সকল কিছু থেকে চিরতরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের বিষয় আলাদা।

তাদের কাছে ঝুকের সাথে দাওয়াহ পৌঁছানোর সময় কুরআনের এই আয়াত স্মরণে রাখতে হবে, "তুমি যাকে ভালোবাসো, নিশ্চয়ই তুমি তাকে হিদায়াত দিতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে হিদায়াত করেন। আর তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।"

আমরা অনেক সময় বিধর্মীদের জন্যও সমবেদনা প্রকাশ করি। কিন্তু আহলে হাদিসদের জন্য আমাদের ঝুলিতে নেই নূনতম সমবেদনা। কেনো এ আচার?



কী তাদের অপরাধ? হাঁ, তাদের অপরাধ রয়েছে; কিন্তু তার পরিমাণ কি 'কুফর' ও 'শিরকে'র থেকেও ভারি? একই কথা আহলে হাদিস ভাইদের অনেকের আচরিত রীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের আচরণ তো এরচে'ও বহুগুণ বেশি মন্দ। জগতে তাদের চিরশত্রু হলো মাযহাবিরা এবং খারেজিরা। আর তাদের পরম মিত্র হলো কুফফার গোষ্ঠী ও মাদখালি এবং মুরজিয়ারা।

তাওহিদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উম্মাহ যতোদিন না দুর্বীর আন্দোলন ও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, ততোদিন লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা একমুহূর্তের জন্যও তাদের পিছু ছাড়বে না।

কুফফার গোষ্ঠী সর্বদাই তাদেরকে মেঘপালের মতো পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত পর্যন্ত তাড়িয়ে বেড়াবে।"

শায়খ হাফিজাহুল্লাহ 'সালাফি' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তার পরিবর্তে 'আহলে হাদিস' শব্দটি ব্যবহার করা হলো। আশা করি শায়খ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

#তত্ত্ব_মত (ভিডিও - ২)

মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন, উপমহাদেশের জামায়াতে ইসলামী, তুরস্কের এরদোগানের একেপি পার্টি, তিউনিশিয়ার আন-নাহদা, মিশরের আন-নূরসহ বিভিন্ন ইসলামি দল ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ করে এবং বিভিন্নভাবে এ পদ্ধতিকে ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে জায়েজ করার চেষ্টা করে। যেমন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন - গণতন্ত্রকে কুফর বলা যাবে না, কারন গণতন্ত্রের একাধিক দিক আছে যা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্যদিকে গণতন্ত্রের একটি দিক কুফর। [বিস্তারিত জানার জন্য ভিডিও দেখুন]

কিন্তু তথাকথিত “ইসলামি রাজনীতির” নেতা ও সমর্থকদের দেওয়া - গণতন্ত্র মানে জনগণ ভোট দিয়ে তাদের নেতা নির্বাচন করবে - এ সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ ও ভুল। বরং এটি গণতন্ত্র নামক দর্শন বা ব্যবস্থার একটি আংশিক প্রায়োগিক রূপ মাত্র। গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস বা আক্বিদা হচ্ছে- “প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী জনসাধারণ। সারকথা, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের প্রভুত্বের নীতি।

[Encyclopedia of Politics, Abdul Wahhab al Kilali]

এখানে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অর্থ হল সার্বভৌমত্ব। সহজ ভাষায়- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব বা সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব জনসাধারণের। জনসাধারণের সিদ্ধান্তের পর তা পুনঃবিবেচনা বা বাতিল করার এখতিয়ার আর কোন সত্তার নেই।

অধ্যাপক গোলাম আযম নিজেও স্বীকার করেন যে এ বিষয়টি কুফর (ভিডিও দ্রষ্টব্য)। বস্তুত এটি কুফর এবং শিরক দুটিই।

গণতন্ত্রের এ আক্বিদাকে বাস্তবায়নের পদ্ধতি হিসেবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের দরকার হয়। কারন প্রাচীন গ্রীসে সকল বৈধ ও উপযুক্ত নাগরিক সরাসরি আইনসভায় অংশগ্রহণ করতে পারলেও আধুনিক যুগে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যার কারনে তা সম্ভব না। একারণে জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নিযুক্ত করে। আর এর ফলে তারা জনপ্রতিনিধিকে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমোদন দেই। অনেকটা পাওয়ার অফ এটর্নি (Power of Attorney) দেওয়ার মত। সুতরাং এটা বলার কোন সুযোগ নেই যে- গণতন্ত্র হল জনগণের শলাপরামর্শের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন বা শাসক নির্বাচন। না, বরং গণতন্ত্রের মূল আক্বিদাই হল শাসনক্ষমতার মালিক জনগণ। তারা কেবল নির্বাচনের মাধ্যমে সীমিত সময়ের জন্য জনপ্রতিনিধির কাছে এ ক্ষমতা অর্পণ করে।

সুতরাং গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী- ইসলামী শারীয়াহ দিয়ে শাসন করা হবে কি না- এ ব্যাপারে একটি ভোটের আয়োজন করা যেতে পারে। যদি জনগণ হ্যা-বোধক সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা হবে। যদি জনগণ, না-বোধক সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে শারীয়াহর বদলে মানবরচিত কোন বিধান দ্বারা শাসন করা হবে। সার্বভৌম সিদ্ধান্তের মালিক জনগণ। একইভাবে জনগণ চাইলে চুরির শাস্তি হাতকাটার বদলে জেল হতে পারে। যিনা বৈধ হতে পারে। সুদ-মদ বৈধ হতে পারে। জনগণের ইচ্ছাসাপেক্ষে।

স্পষ্টতই এটা স্পষ্ট কুফর ও শিরক।

[দেখুন শায়খ দিদো আশ-শানক্বিতির হাফিয়াহুল্লাহ বক্তব্য - শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কোন শাসন ব্যবস্থা কামনা করা রিদ্দাঃ <http://bit.ly/2wzLqGV>]

অতএব এক্ষেত্রে আংশিক বা ভুল সংজ্ঞা উপস্থাপনার মাধ্যমে, গণতন্ত্রকে জনগণের নেতা-শাসক নির্বাচনের স্বাধীনতা হিসেবে চিত্রিত করার কোন সুযোগ নেই। ঐতিহাসিকভাবে, তাত্ত্বিকভাবে এবং প্রায়োগিকভাবে এটি একটি ভুল ধারণা।

দেখুন গণতন্ত্রের ব্যাপারে মুফতি মানসরুল হকের দাঃ বাঃ আলোচনাঃ

https://youtu.be/s2Gl_yazNcc

পড়ুন 'ইসলামি গণতন্ত্রের' ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা-

'ইসলামি গণতন্ত্র' কি আদৌ ইসলামি? - <https://tinyurl.com/y96ajvlf>

#তন্ত্র_মন্ত্র

“ইসলামি গণতন্ত্র” কি আদৌ ইসলামি?

হে মুসলিম সমাজ, ফিতনা থেকে সতর্ক হয়েছেন তো ? •Tuesday, 5 September 2017

কিছুদিন আগে ভারতীয় আদালতের রায়ে ঘোষণা করা হয় তিন তালাক অবৈধ। অর্থাৎ এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া হলে তা অবৈধ। সেটা তালাক হিসেবে গণ্য হবে না। ফিকুহি মতপার্থক্য ও ইজতিহাদের কারনে কিছু সংখ্যক আলিম এমন মত দিয়েছেন যে একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া হলে তা সম্পূর্ণ তালাক হিসেবে গণ্য না হয়ে এক তালাক গণ্য হবে। যদিও জমহুর মত হল তিন তালাক এক সঙ্গে দেওয়া হোক বা আলাদাভাবে দেওয়া হোক - এতে তালাক হয়ে যাবে। তবে ফিকুহি এ মতপার্থক্যের সাথে ভারতীয় আদালতের এ রায়ের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য ফিকুহি মাসালার মতোই তিন তালাকের ব্যাপারে মুসলিম আইনবিদদের মধ্যে হওয়া মতপার্থক্য হয়েছে এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফ আস-সালাহিনের কর্মের ব্যাপারে তাদের ভিন্ন ব্যাখ্যার কারনে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইসলামী শারীয়াহকে আইনের উৎস মেনেই কিছু ফিকুহগণ ব্যাখ্যাগত পার্থক্যের কারনে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। অন্যদিকে ভারতীয় আদালত তিন তালাককে অবৈধ ঘোষণা করেছে কারন তারা বলেছে এর দ্বারা ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ ও ২১ লঙ্ঘিত হয়। মানবাধিকার, সমঅধিকার ও নারী অধিকার, ভারতীয় সংবিধানের সংজ্ঞা অনুযায়ী লঙ্ঘিত হয়। তারা এক্ষেত্রে ইসলামের একটি বিধানকে বাতিল ঘোষিত করেছে কারন ইসলামের এ বিধান ভারতীয় সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। যেহেতু আদালতের চোখে ভারতীয় সংবিধান সর্বোচ্চ আইন তাই সংবিধান অনুযায়ী আদালত ইসলামী শারীয়াহর কোন বিধানকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। ভারতীয় আদালতের এ রায়, এবং যেসব আলিম এক সঙ্গে তিন তালাক বলা হলে সেটাকে এক তালাক গণ্য করা হবে বলে মত দিয়েছেন তাদের অবস্থানের মাঝে এ পার্থক্যটি বুঝা গুরুত্বপূর্ণ। এক দল কুরআন-সুন্নাহকে মেনে ব্যাখ্যাগত পার্থক্যের কারনে ভিন্ন মত দিচ্ছে, আরেক দল ইসলামী শারীয়াহর বিধান বাতিল ঘোষণা করেছে কারন তা মানবরচিত সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। দুঃখজনক বিষয় হল ভারতীয় সংবিধান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই রায় দেয়নি। ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন নামে একটি সংগঠন ২ বছর আগে তিন তালাক নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আন্দোলন শুরু করে, এবং তারাই আদালতের দ্বারস্থ হয়ে এ রায় নিয়ে আসে।

যদি বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে না গিয়ে অল্পকথায় কেউ গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে চান, তাহলে সমঝদারদের জন্য এ ঘটনাই যথেষ্ট। গণতন্ত্র এমন একটি দর্শন যা তাত্ত্বিকভাবে (theoretically) জনগণকে এবং প্রায়োগিকভাবে (practically) নির্বাচিত আইনসভা বা পার্লামেন্টকে সার্বভৌমত্ব দান করে। আর এ ব্যবস্থার মূল গ্রন্থ, সর্বোচ্চ আইন, মূল উৎস হিসেবে গ্রহন করা হয় মানবরচিত সংবিধানকে। এ সংবিধানের উপর ইমান এনে, একে স্বীকৃতি দিয়ে, এর সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের শপথ করে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের আইনসভার সদস্য হতে হয়। এ সংবিধানের ভিত্তিতেই, সংবিধান অনুযায়ী “সার্বভৌমত্বের অধিকারী” আইনসভা ইচ্ছেমতো আইন তৈরি করে বা বাতিল করে। বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম নির্ধারণ করে। ----- গণতন্ত্রে তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটে। এর মাঝে সমন্বয় ঘটে তাশরীহ, ইস্তিহলাল ও তাহাকুম- এর।

ক) তাশরীহ- আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নতুন আইন প্রণয়ন,

খ) ইসতিহলাল- আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা এবং যা হালাল করেছেন তা হারাম করা (যেমন তিন তালাক হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা)

গ) তাহাকুম- আল্লাহ ব্যাতীত অপরের কাছে বিচার চাওয়া। অর্থাৎ ইসলামী শারীয়াহ ব্যাতীত অপার কিছুই মাধ্যমে বিচার চাওয়া। (যেমন ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন শারীয়াহর বিধান বাতিল করার জন্য আদালতের কাছে রায় চেয়েছে।)

একারণে গণতন্ত্রকে কেবলমাত্র কুফরী মতবাদ বলা সঠিক না। বরং গণতন্ত্র একইসাথে কুফরি ও শিরকি মতবাদ। বিস্তারিত পড়ুনঃ <http://bit.ly/2vGQsTr> কিন্তু মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন, উপমহাদেশের জামায়াতে ইসলামী, তুরস্কের এরদোগানের একেপি পার্টি, তিউনিশিয়ার আন-নাহদা, মিশরের আন-নূরসহ বিভিন্ন ইসলামি দল ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ করে এবং বিভিন্নভাবে এ পদ্ধতিকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েজ করার চেষ্টা করে। যেমন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন- গণতন্ত্রকে কুফর বলা যাবে না, কারণ গণতন্ত্রের একাধিক দিক আছে যা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্যদিকে গণতন্ত্রের একটি দিক কুফর।

[\[বিস্তারিত জানার জন্য ভিডিও দেখুন\]](#)

কিন্তু তথাকথিত “ইসলামি রাজনীতির” নেতা ও সমর্থকদের দেওয়া - গণতন্ত্র মানে জনগণ ভোট দিয়ে তাদের নেতা নির্বাচন করবে - এ সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ ও ভুল। বরং এটি গণতন্ত্র নামক দর্শন বা ব্যবস্থার একটি আংশিক প্রায়োগিক রূপ মাত্র। গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস বা আক্বিদা হচ্ছে “প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী জনসাধারণ। সারকথা, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের প্রভুত্বের নীতি।” [Encyclopedia of Politics, Abdul Wahhab al Kilali] এখানে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অর্থ হল সার্বভৌমত্ব। সহজ ভাষায়- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব বা সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব জনসাধারণের। জনসাধারণের সিদ্ধান্তের পর তা পুনঃবিবেচনা বা বাতিল করার এখতিয়ার আর কোন সত্তার নেই। অধ্যাপক গোলাম আযম নিজেও স্বীকার করেন যে এ বিষয়টি কুফর (ভিডিও দ্রষ্টব্য)। বস্তুত এটি কুফর এবং শিরক দুটিই। গণতন্ত্রের এ আক্বিদাকে বাস্তবায়নের পদ্ধতি হিসেবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের দরকার হয়। কারণ প্রাচীন গ্রীসে সকল বৈধ ও উপযুক্ত নাগরিক সরাসরি আইনসভায় অংশগ্রহণ করতে পারলেও আধুনিক যুগে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যার কারণে তা সম্ভব না। একারণে জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নিযুক্ত করে। আর এর ফলে তারা জনপ্রতিনিধিকে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমোদন দেই। অনেকটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (Power of Attorney) দেওয়ার মতো। সুতরাং এটা বলার কোন সুযোগ নেই যে- গণতন্ত্র হল জনগণের শলাপরামর্শের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন বা শাসক নির্বাচন। না, বরং গণতন্ত্রের মূল আক্বিদাই হল শাসনক্ষমতার মালিক জনগণ। তারা কেবল নির্বাচনের মাধ্যমে সীমিত সময়ের জন্য জনপ্রতিনিধির কাছে এ ক্ষমতা অর্পণ করে। সুতরাং গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী - ইসলামী শারীয়াহ দিয়ে শাসন করা হবে কি না- এ ব্যাপারে একটি ভোটের আয়োজন করা যেতে পারে। যদি জনগণ হ্যা-বোধক সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা হবে। যদি জনগণ, না-বোধক সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে শারীয়াহর বদলে মানবরচিত কোন বিধান দ্বারা শাসন করা হবে। সার্বভৌম সিদ্ধান্তের মালিক জনগণ। একইভাবে জনগণ চাইলে চুরির শাস্তি হাতকাটার বদলে জেল হতে পারে। যিনা বৈধ হতে পারে। সুদ-মদ বৈধ হতে পারে। জনগণের ইচ্ছাসাপেক্ষে। স্পষ্টতই এটা স্পষ্ট কুফর ও শিরক। [দেখুন শায়খ দিদো আশ-শানক্বিতির হাফিয়াহুল্লাহ বক্তব্য - শরীয়াহ ব্যাতীত অন্য কোন শাসন ব্যবস্থা কামনা করা রিদ্দাঃ <http://bit.ly/2wzLqGV>]

অতএব এক্ষেত্রে আংশিক বা ভুল সংজ্ঞা উপস্থাপনার মাধ্যমে, গণতন্ত্রকে জনগণের নেতা-শাসক নির্বাচনের স্বাধীনতা হিসেবে চিত্রিত করার কোন সুযোগ নেই। ঐতিহাসিকভাবে, তাত্ত্বিকভাবে এবং প্রায়োগিকভাবে

এটি একটি ভুল ধারণা। এছাড়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাবার সময় কি কুফর ও শিরকপূর্ণ মানবরচিত সংবিধানের উপর ঈমান আনার ও তার আনুগত্য করার শপথ করতে হচ্ছে না? এটা কীভাবে ইসলামের দৃষ্টিকোণ জায়েজ হতে পারে? যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে একাধিক জায়গায় স্পষ্ট কুফরি ও শিরকি কথা আছে। কীভাবে একজন মুসলিম এ কথাগুলো স্বীকার করার ঘোষণা দিতে পারে? এর “আনুগত্য করা আর সর্বদা এর সংরক্ষণ করা”-র কথা (to obey and to uphold) তো আরও ভয়ংকর। অথচ জামায়াতে ইসলামির ভাইরা আমাদের এটাই বলছেন যে তাদের নেতারা যেমন (গোলাম আযম, নিজামিসহ অতীত, বর্তমান ও নির্বাচন করার অন্যান্য সকলে) যখন এধরণের শপথ নিয়েছেন, বা নেবেন তখন তারা এসব কুফর ও শিরকের স্বীকৃতির ঘোষণা বাহ্যিকভাবে দেবেন, কিন্তু আসলে তারা অন্তরে এটা বিশ্বাস করেন না। এটি একটি রাজনৈতিক কৌশলমাত্র। তারা এমন করাকে জায়েজ মনে করেন, কারণ এর মাধ্যমে ইসলামের স্বার্থরক্ষা (মাসলাহা) হবে, এর মাঝে হিকমাহ আছে, এটিই বর্তমান সময়ের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা (ইদতিরার) ইত্যাদি, ইত্যাদি। অথচ ইদতিরার ও মাসলাহাতের অজুহাত কুফর ও শিরকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না, ঐচ্ছিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য না। বিস্তারিত জানতে দেখুন শায়খ আলি আল-খুদাইরের বক্তব্য হাফিয়াহুল্লাহ’র বক্তব্যঃ <http://bit.ly/2x5ydXS> আর বাস্তবতা তো হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুসরণ করে ইসলামের স্বার্থরক্ষা তো দূরের কথা, তারা তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতেও হিমশিম খাচ্ছেন। আর যদি গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে এ তো সুস্পষ্ট ধোঁকাবাজি! তারা মুখে সংবিধানের বা জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে শপথ নেবেন কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হবে একবার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে, গণতন্ত্রের কেবল ঐটুকু রাখা যা ইসলামের সাথে মেলে আর বাকিটুকু বাদ দেওয়া। অর্থাৎ তারা তাদের মূল উদ্দেশ্য গোপন করে মূলত মিথ্যা শপথের ঘোষণা দেবেন ও প্রতারণা করবেন। সুতরাং যদিও তারা বলছেন তারা শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্র মানেন (একসময় বলতেন বলাই অধিকতর সঠিক। এখন তারা সহ “ইসলামি গণতন্ত্রের” প্রবক্তাদের অনেকেই শর্তহীনভাবে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার কথা বলেন), তারা শুধু গণতন্ত্রের ঐটুকু মানেন যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না- কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তারা আদতে দুটোর কোনটাই মানছেন না। তারা না ইসলাম মানছেন আর না মানছেন গণতন্ত্র। কারণ তারা যা বলছেন তা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রহণযোগ্য না, গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রহণযোগ্য না।

*** মজার বিষয়টি হল ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও জামায়েতে ইসলামির মতো তথাকথিত “ইসলামি গণতন্ত্রের” অনুসারী দলগুলোও দীর্ঘ সময়জুড়ে গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছে। তারা দীর্ঘকাল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকেও বিরত থেকেছে। পরবর্তীতে তারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ তাদের ধারণা অনুযায়ী সেই মূহুর্তে এর চাইতে ভাল আর কোন সমাধান তাদের সামনে ছিল না। অর্থাৎ বাধ্য হয়ে তারা গণতন্ত্র মেনে নিয়েছে, এবং শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের কথা বলেছে। যেমনটা গোলাম আযম ভিডিওতে বলেছেন- সার্বভৌমত্ব জনগণের একথা তারা স্বীকার করেন না। যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে তাদের এধরনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, তবুও আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে এধরনের ছাড় দেওয়া শুরু করলে তা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আর এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ গণতান্ত্রিক “ইসলামি” দলগুলোর বর্তমান কার্যকলাপ ও বক্তব্য। প্রাথমিকভাবে শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্রকে মেনে নেয়ার কথা বললেও এখন তাদের নেতা ও চিন্তকদের অনেকেই শর্তহীনভাবে গণতন্ত্রকে মেনে নেওয়ার কথা বলেছে। সমকামি বিয়ে সমর্থনের পক্ষে অ্যামেরিকান ডঃ ইয়াসির ক্বাদির “পলিটিকাল হিকমাহ”-র খোড়া যুক্তি, কিংবা “আমরা তিনিশিয়াতে ইসলামি রাষ্ট্র চাই না” রাশীদ ঘান্নুসির এমন বক্তব্যসহ এ ধারাবাহিক অধঃপতনের প্রমাণ দেয়। এরকম প্রমানের সংখ্যা অগণিত। একইভাবে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমীন নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষতায় আসার পরও তাদের

শাসনের সাথে সেক্যুলার স্বৈরশাসক মোবারকের শাসনের তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় নি। আর এটাই অমোঘ বাস্তবতা। তাওহিদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হলে, সেটা ভালো নিয়্যতে হলেও, ক্রমান্বয়ে তা ব্যক্তি/সংগঠনকে সম্পূর্ণভাবে তাওহিদকে অস্বীকার করার দিকে নিয়ে যায়। বাংলাদেশে জামায়েতে ইসলামীর অবস্থাও ব্যতিক্রম না। তাদের নেতাকর্মী ও দলীয় চিন্তকদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তারাও সেই একই পথেই হাটছেন এবং অবধারিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। যে ব্যক্তি ইসলাম ও গণতন্ত্র সম্পর্কে উভয়ে দ্বীনের উৎসসমূহ থেকে পড়াশুনা করবে এবং নিরপেক্ষভাবে প্রমাণাদি ও বাস্তবতার পর্যালোচনা করবে তার কাছে এ সত্য দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু তারা তা মানতে রাজি নন। বরং তারা নিজেদের বানানো ভুল ব্যাখ্যাকে আকড়ে ধরে এক পরাবাস্তবতার জগতে বুদ্ধ হয়ে থাকার জেদ ধরে আছেন। জোড়াতালি দেওয়া যুক্তি আর কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে বড় ভাইরা ছোট ভাইদের, নেতারা কর্মীদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। আর হেদায়েত তো শুধু আল্লাহরই পক্ষ থেকে।

বিঃ দ্রঃ বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীসহ সারা বিশ্বের ইখওয়ানপন্থী ভাইবোনদের নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা নিয়ে বেশ গর্ব করতে দেখা যায়। তারা বলেন সালাফি-দেওবন্দি ইত্যাদি ধারার মধ্যে চিন্তাগত সংকীর্ণতা ও অনমনীয়তা কাজ করে- যা থেকে তারা মুক্ত। তারা স্বাধীন-স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে পারেন অন্ধ-অনুসরণ করেন না।

যদিও আমরা এখনো পর্যন্ত এমন প্রমাণ পাইনি তবুও আমরা আশা করি তাদের এ দাবি সত্য। তাই আমরা জামাতে ইসলামীপন্থী ভাইদের আহ্বান জানাবো দালীলিক ও যৌক্তিকভাবে আমাদের এ আলোচনার জবাব দিতে এবং অনর্থক গালাগালি, অপ্রাসঙ্গিক ও দলকানা বুলি না আওড়ে চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রমাণ দিতে।

প্রত্যেক বিচ্যুতির একটি শেকড় থাকে

- শায়খ আবু কাতাদা হাফিযাহুল্লাহ

বর্তমানে ইসলামের বিভিন্ন পরিভাষার (বিশেষ করে যেগুলোর ব্যাপারে কাফিরদের আপত্তি আছে) সম্পর্কে উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি কাজ করছে। পরিস্থিতি এমন দাড়িয়েছে যে কোন একটি শার'ঈ পরিভাষাকে ব্যাখ্যা করতে করতে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যার ফলে মানুষ এখন ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলে বসে আছেন। এটি শুধু বাংলাদেশে কিংবা উপমহাদেশে হচ্ছে না। সারা বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন মাত্রায় হচ্ছে।

নিঃসন্দেহে এটি একটি ভয়ানক বিপর্যয়। নিঃসন্দেহে এটি সীরতুল মুস্তাক্বিম থেকে মারাত্মক বিচ্যুতি। আর প্রত্যেক বিচ্যুতির শেকড় থাকে। আর এ বিচ্যুতির শেকড় আলিমগণ ও দায়ীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ। এটি বর্তমান সময়ের এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

তা সত্ত্বেও জিহাদের মতো ইসলামের একটি সুপ্রসিদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় বিষয়ে উপমহাদেশে অনেকের কাছেই "শায়খুল ইসলাম" হিসেবে খ্যাত মুফতি তাকি উসমানির (দাঃবাঃ) সংশয় বিস্ময়কর। তার অবস্থানে একজন আলিমের কাছ থেকে এধরনের বক্তব্য আসাও হতাশাজনক। জিহাদের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে উম্মাহর মাঝে বর্তমানে ভুল, বানোয়াট, বাতিল ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরার পেছনে দায়ভার মুফতি তাকি উসমানী (দাঃবাঃ) এবং অন্যান্য যারাই এধরনের ব্যাখ্যা প্রচার করছেন এড়াতে পারেন না।

আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

দেখুন মুফতি জামিল মাহমুদের (দাঃবাঃ) ভিডিও জিহাদের সংজ্ঞায়নে মুফতি তাকি উসমানির (দাঃ বাঃ) সংশয় নিরসন -

<https://youtu.be/GPsE9CT-AK8>

#মুফতি_তাকির_সংশয়



#তাওয়াগিতদের_বাস্তবতা

মায়ানমার পাকিস্তানের কাছ থেকে যুদ্ধ বিমান কিনছে। পেট্রোল আর পাম ওয়েল কিনে মালয়েশিয়া থেকে।
তুরস্কের কাছে টারবাইন যন্ত্রের পাশাপাশি প্লাস্টিক পণ্যও কিনে আরব দেশগুলো থেকেই। গত বছর যে
আমদানির পরিমাণ ছিলো প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার।

এ দেশগুলো মিলে মায়ানমারের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আর সম্মিলিত চাপ প্রয়োগ করলেই তো
রোহিঙ্গা ইস্যুর সমাধান হয়ে যায়।

কিন্তু সেটা হবে না। নিন্দা আর উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে এই তো যথেষ্ট!

ভাই - Abdul Latif Halimi

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524325027902704&set=a.135650086770202.1073741827.100009756343919&type=3>



গত কয়েক দিনে সৌদী দালাল সরকার শীর্ষ উলামায়ে কেরামসহ কয়েকজন চিন্তাবিদ ও সাংবাদিককে গ্রেফতার করে।

এখন পর্যন্ত গ্রেফতারকৃত আলেমরা হচ্ছেন-

- শাইখ মুহাম্মদ মূসা আল-শারীফ
- শাইখ ইউসুফ আল-আহমেদ
- শাইখ ইব্রাহীম আল-ফারিস
- ড. ইব্রাহীম আল-নাসের
- শাইখ মুহাম্মদ আল-হাবদান
- শাইখ গারাম আল-বাইশি
- শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আজিজ আল-খুদাইর
- শাইখ সালমান আল-আওদা
- শাইখ আওদ আল-করণি
- শাইখ নাসর আল-উমর
- শাইখ খালিদ আল-আজিমি
- শাইখ মুহাম্মাদ আল-শানার
- শাইখ আলী বাদাহদা
- শাইখ আব্দুল্লাহ আল-শুয়াইলিম
- শাইখ ইদ্রীস আবকার (বিখ্যাত ক্বারী)
- শাইখ আদিল বানা'মা
- ড. মুস্তাফা আল-হাসসান

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সৌদী সরকারের অভিযোগ হচ্ছে, তারা নাকি সৌদী রাজপরিবারের সমালোচনা করেছেন। যদিও বিস্তারিত কিছু এই সরকার জানায় নি। (আল-জাজিরা)

তবে অনেকে বলেন, তারা কাতারের বিরুদ্ধে সৌদীর কঠোর অবস্থান সমর্থন করেন নি।

মূলতঃ সৌদি সরকারের অন্ধ গোলামী করতে যারাই একটু ব্যতিক্রম করেছে তাদের স্থানই হয়েছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী আলেম-উলামা নির্ধাতিত হয় সৌদিতে আর সেগুলো জায়েজ করে মতিউর রহমান মাদানির মত শাসকপন্থী দরবারি আলেমরা।

সত্য বলার অপরাধে হক্কানি আলেমদেরকে গ্রেফতার করা দালাল সরকারের কাছে নতুন নয়, খুনী সিসির এই পৃষ্ঠপোষক ও আমেরিকার পা চাটা গোলাম রাজপরিবার ইতিপূর্বেও অনেক উলামায়ে কেরামকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে।

যাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- শায়খ মুহাদ্দিস সুলায়মান উলওয়ান, শায়খ খালিদ আর-রাশিদ, শায়খ নাসির আল-ফাহাদ, শায়খ আলী খুযাইর, ফাহদ আল বিশর, ওয়ালিদ আস সিনানি এবং সর্বশেষ শায়খ আব্দুল আযীয আত-তারীফি (ফাক্কাল্লাহু আসরাহুম জামীয়া)!

এছাড়া ২০১৫ সালে তারা ৪০ এর অধিক আলেমকে হত্যা করেছে। এর মধ্যে আছেন শায়খ হামদ আল হুমায়দি, শায়খ ফারিস আজ জাহরানি।

দরবারী ও সরকারী আলেমদের ভীড়ে সত্যপন্থী এসব আলেমদেরকে আমরা অনেকে চিনি না। আল্লাহ তা'আলা এসব আলেমদের হেফাজত করুন। আমীন।

নিচের লিঙ্কে কেন তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।

<http://www.watanserb.com/.../%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%87%D9%85-.../>

অন্তরের ব্যাধির শুরু হয় স্বল্প পরিসরে, হয়তো একটি বিন্দুসম আকার নিয়ে। কিন্তু কালক্রমে তা সমগ্র কুলবকে গ্রাস করে। ক্ষুদ্র বীজ একসময় পরিণত হয় মহীরুহে। অন্তরে যখন অন্তরে বাসা বাধে, তখন সেটা কখনো সীমাবদ্ধ থাকে না। শুরুটা যতো ছোটই হোক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুর'আনে দুট বিষয়কে সরাসরি নিফাকের সাথে সংযুক্ত করেছেন। একটি হল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর একটি হল তাওহিদ আল হাকিমিয়াহ বা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন। অর্থাৎ কুর'আন বলছে যখন জিহাদের কথা আসে তখন নানা অজুহাত দিয়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকা, অপরদের নিবৃত্ত করা- এটা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। একইভাবে যখন শারীয়াহ দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদন করার, শাসন করার কথা আসে, তখন তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া, তাগুতের শাসন কামন করাও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

সুবহানাল্লাহ আজও এর বাস্তব প্রমাণ দেখবেন। আপনি দেখবেন মুখে সালাফিয়াহর দাবিকারী, নুসুস ও দলীলের পাবন্দি করার দাবিকারীদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা এই দুই বিষয় আসলে দলীল ছেড়ে আকুল আর মনগড়া আকুওয়াল দিয়ে নিজেদের অবস্থান সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। জোড়াতালি দিয়ে, গোঁজামিল দিয়ে নিজেদের নিক্রিয়তা, কাপুরুষতা, আরামপ্রিয়তা ও সুবিধাবাদকে আড়াল করার চেষ্টা করেন।

আর এমন করতে গিয়ে একসময় তারা দোষারোপ করা শুরু করেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের উপরও। সাহাবীদের রাঃ উপরও। আর নিক্রিয়তা, কাপুরুষতার ইনফেকশন এক সময় দগদগে ঘা-তে পরিণত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত, আঠালো, পুতিগন্ধময় পুঁজ হিসেবে বের হয়ে আসতে থাকে। নিজেদের বাতিল অবস্থানকে জায়েজ করার জন্য তারা হককে বাতিল সাব্যস্ত করতে উঠেপড়ে লেগে যান। তারা হকের বিরুদ্ধে বাতিলকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে নিজেদের হকপন্থি প্রমাণে ব্যস্ত হন।

আল্লাহু আকবর! ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কু'ওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

দেখুন শাসক ছাড়া জিহাদ নেই - এমনই একটি ব্যাপারে ডঃ সাইফল্লাহ মাদানির সংশয়ের ব্যাপারে মাওলানা সাইদ ইউসুফের হাফিয়াহুল্লাহ বয়ান।

ইউটিউবঃ <https://www.youtube.com/watch?v=ALghuOcu6wE>

#সরকারি_সালাফি



এযুগের হিরাক্লিয়াসরা...

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব বাদশাহের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন, তন্মধ্যে একজন হচ্ছে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস।

সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি পাওয়ার পর খুব সম্মান করলো। এবং জবাবে সে নিজেকে মুসলিম দাবি করলো।

কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার জবাব পেলেন, তখন কী বলেছিলেন জানেন? তিনি বলেছেন, 'কাযাবা আদুওউল্লাহ, (আল্লাহর শত্রুটি মিথ্যা বলেছে) সে খৃষ্টধর্মেই আছে'। কারণ সে যা দাবি করেছে সে অনুযায়ী আমল করে নি।

বর্তমানে রোহিঙ্গা ইস্যুতেই কোনো কোনো রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজনৈতিক নেতারা কিসরার মতো আচরণ করছেন, আবার কেউ কেউ হিরাক্লিয়াসের মতো আচরণ করছেন।

যারা কিসরার মতো আচরণ করছে তাদেরকে আমরা চেঙ্গিস খাঁ আর হালাকু খাঁ বানাতেও যারা হিরাক্লিয়াসের মতো মুখরোচক কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন তাদেরকে আমরা অনেকেই মুহাম্মদ বিন কাসিম আর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী বানিয়ে নিচ্ছি। আসলেই কি তারা মুহাম্মদ বিন কাসিম আর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী হওয়ার উপযুক্ত?

সেই ২০১২ সাল থেকেই দেখছি, এদের প্রতারণামূলক শব্দের বাণ। কেউ কেউ কান্নাকাটি করে রাজপথ ভিজিয়ে দিচ্ছেন, কেউ কেউ শুধু গর্জন করেন কিন্তু বর্ষণ করার দম নেই, কেউ আবার ট্রাম্পকে বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। রোহিঙ্গাদের জন্যে এতকিছু করার পরেও কেনো তাদের উপর পরিচালিত পাশবিক লোমহর্ষক নির্যাতন থামছে না?

কারণ এসব ছলনাময়ী দরদী প্রতারণা রোহিঙ্গাদের মুক্তির প্রকৃত পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। তাই রোহিঙ্গা ইস্যুতে তাদের আচরণকে হিরাক্লিয়াসের আচরণের সাথে তুলনা করবো, সাথে সাথে এ-ও বলবো, 'কাযাবা আদুওউল্লাহ'!

সত্যি বলতে কী, আমরাও এমন নেতা চাই একদিকে যাদের সখ্যতা থাকবে খুনিদের সাথে, যারা গলাগলি করবে বিশ্বসম্রাসীদের সাথে, যারা পিঠ চাপড়ে দিবে কসাইকে।

তারা আবার অন্যদিকে মজলুমের জন্যে শুধু গর্জন করবে, কান্না করবে, আর তাদের মাঝে চকলেট বিতরণ করবে, কিন্তু মজলুমদেরকে মুক্তির বা উদ্ধারের কোনো চিন্তা করবে না। আমরা এমন জিহাদ চাই যার ফতোয়া আসবে হোয়াইট হাউসের টেবিল থেকে। নতুবা আমরা এটাকে জঙ্গিবাদ বলবো...

এই যদি হয় আমাদের অবস্থা, তাহলে কীভাবে মুক্তি পাবে মজলুম রোহিঙ্গাসহ বিশ্বের অন্যান্য মজলুমরা? কতকাল এরা দেশে দেশে উদ্বাস্তু হিসেবে অলিতে গলিতে কখনো রাস্তার পাশে, আবার কখনো খোলার আকাশের নিচে শামিয়ানার ছায়ায় বাস করবে?

আর কীভাবে এই প্রতারকরা মুহাম্মদ বিন কাসিম আর সালাহুদ্দীন আইয়ুবি হবে? অথচ এদের মধ্যে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হওয়ারও যোগ্যতা নেই!

হাজ্জাজ বিন ইউসুফতো কোনো কাফিরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে নি! অথচ এদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে কাফিরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে যাচ্ছে! কেউ করছে ইয়েমেনে, কেউ করছে আফগানে, কেউ করছে সিরিয়ায়, আবার কেউ করছে সোমালিয়ায়!

তাই তাদের ব্যাপারে আমার একটাই কথা, 'কাযাবা আদুওউল্লাহ'...!!

মাওলানা আব্দুল্লাহ মায়মুন (দা বা)

“খারেজিদের মৌলিক ভ্রষ্টতা কাফিরকে কাফির না বলা ব্যক্তিও কাফির”

শায়খ নাসির আল ফাহদ হাফিঃ

f /ClarificationOfTheDoubts

#খাওয়ারিজ

পথভ্রষ্ট খাওয়ারিজ গোষ্ঠী আই এস যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মূলতঃ গণহারে তাকফির করে থাকে তা হচ্ছে.....

"যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির বলে না সেও কাফির।"

নিঃসন্দেহে এই মূলনীতিটি ইসলামের একটি মূলনীতি। তবে খারেজি আইএস যেভাবে বুঝেছে তা একেবারেই ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত কিছুই না।

তারা বলে থাকে- আল্লাহ'র আইন বাতিলকারী শাসক তাগুত। (যা সঠিক)

আর যারা এদেরকে তাগুত-কাফির মনে করে না তারাও কাফির। (যা ভুল)

আর যারা তাগুতকে তাগুত মনে না করার কারণে কাফির হয় তাদেরকে যারা কাফির মনে করে না তারাও কাফির।

এভাবে চেইন তাকফিরের ফলাফল হয় নিজেরা ছাড়া পুরো উম্মতই কাফির হয়ে যায়। এমনটা তাদের অফিশিয়াল কিতাবাদিতেও আছে।

যেমন- তারা তালিবানদের তাকফির করেছে এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে তারা না কি কাফিরকে কাফির বলে না!

এছাড়াও, মানবরচিত আইনপ্রণয়নের জন্য ভোট দেয়া কুফর এটা সঠিক।

কিন্তু যারাই ভোট দেয় বা নির্বাচনে অংশ নেয় তারা সকলেই কাফির এমনটা একেবারেই বিভ্রান্তিকর ও বাতিল একটি বক্তব্য।

বর্তমান সময়ের কোনো প্রাজ্ঞ আলেমই এমন কথা বলেন নি। বরং- তাকফিরের শর্ত ও প্রতিবন্ধক বিচার করে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য না।

আমরা শুধু দাওলার এই একটি দাবীর পর্যালোচনা দেখব এখানে।

আসুন আমরা দেখি দাওলা/আই এসের এই অজ্ঞতাপ্রসূত তাকফিরনীতি শরিয়তের আলোকে গ্রহণযোগ্য কি না।

আমরা এখানে যে আলেমের আলোচনা করব তাকে আই এসও সম্মান করার দাবী করে থাকে (জানি না আজকের পর থেকে করবে কি না)

“যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির আখ্যা দিবে না সেও কাফির” এই মূলনীতি প্রসঙ্গে

লেখকঃ নাসির বিন হাম্মদ আল-ফাহাদ (আব্বাহ তাআলা উনাকে মুক্ত করুন)

সকল প্রশংসা একমাত্র আব্বাহ তা’আলার এবং সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল সাঃ এর উপর।

অতঃপর,

নিশ্চয়ই “যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির আখ্যা দিবে না সেও কাফির” এই মূলনীতি একটি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ মূলনীতি।

আর এটি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহঃ বর্ণিত “নাওয়াকিদুল ইসলাম” বা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়ের তৃতীয় বিষয় (ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণঃ যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করবে অথবা তাদের কুফরের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করবে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করবে, সে ব্যক্তি কুফুরী করলো।)

তবে এই মূলনীতিটি সার্বজনীন নয় বরং তাতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপার রয়েছে। যে এসব ব্যাপারে গাফেল অর্থাৎ অবগত নয়, সে মুসলিমদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে ভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে অথবা কাফির আসলী বা মৌলিক কাফিরকে কাফির আখ্যা দেওয়া পরিহার করেছে। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

জেনে রাখুন, প্রথমতঃ এই মূলনীতির নীতিটি কথা ও কাজের ক্ষেত্রে কুফরের সাথে সম্পৃক্ততার দিক থেকে নয়; বরং দলীলগুলোকে প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে।

সুতরাং যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির আখ্যা দেওয়া পরিহার করেছে, এটি মূলতঃ উক্ত কাফিরের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত দলীলগুলোকে অস্বীকার করা প্রতীয়মান হয়।

আর এক্ষেত্রে তাকফীরের ব্যাপারে বর্ণিত দলীলগুলো বিশুদ্ধ ও সর্বসম্মত হতে হবে। (আর এটিও জানা আবশ্যিক) যে ব্যক্তি তাকফীরকে পরিহার করেছে, সে উক্ত দলীলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে এমনটি হতে হবে।

আর তাকফীরকারী অর্থাৎ কাফির আখ্যা দেওয়ার বিষয় একটি নয় এবং তাতে পতিত হওয়াও এক পর্যায়ের বিষয়। বিষয়টি আলোচনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস করা অপরিহার্য। আর তা দু’টি প্রকারে বিভক্তঃ

প্রথম প্রকারঃ আসলী কাফির। যেমন- ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী এবং অন্যান্যরা। সুতরাং যে ব্যক্তি এদেরকে কাফির আখ্যা দিবে না অথবা এদের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে অথবা তাদের বাতিল ধর্মকে সঠিক মনে করবে, নিশ্চয়ই ইজমা বা সর্বসম্মতভাবে সে কাফির হয়ে যাবে।

যেমনটি আহলে ইলমগণের প্রায় সকলে তা উল্লেখ করেছেন। কেননা এতে মুসলিমদের আকীদার বিপরীত আকীদা এবং যারা দ্বীন ইসলামের উপর নেই এমন ব্যক্তিদের কুফরকে বাতিল আখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত নুসুস বা দলীলসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ মুরতাদ তথা ইসলাম পরিত্যাগকারী।

আর এটিও দুইভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগঃ যে ব্যক্তি তার কুফুরী এবং ইসলাম থেকে অন্য বাতিল ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, যেমন- ইহুদী কিংবা খ্রিস্টান অথবা মুলহিদ হয়ে গেছে এবং সে তা সম্পৃষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, তার হুকুম পূর্বে বর্ণিত প্রকার তথা আসলী কাফিরের হুকুমের অনুরূপ।

দ্বিতীয় ভাগঃ আর যে ব্যক্তি ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের মধ্যে যেকোনো একটি ভঙ্গকারী কাজ করলো, এতদসত্ত্বেও সে নিজেকে ইসলামের উপর আছে এমনটি মনে করলো, এমন ইসলাম ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে যে তাকফীর করলো না, এধরণের ব্যক্তির আবার দুইভাগে বিভক্ত।

প্রথমতঃ যে ব্যক্তি সর্বসম্মত ও সুস্পষ্ট ইসলাম ভঙ্গকারী কোনো কাজ করলো; যেমনঃ আল্লাহ সুবঃ তা'আলাকে গালি দেওয়া। তাহলে নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেওয়া হবে। আর এমন ব্যক্তিকে তাকফীর করা থেকে যে বিরত থাকে সে দুই জনের একজন হবে।

এক. যে ব্যক্তি স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেওয়া কুফুরী এবং এই কাজ যে করলো সে কুফুরী করলো।

তবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর কুফরের হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে তার জানার সীমাবদ্ধতা কিংবা সে যা দেখেছে সে ব্যাপারে সংশয় থাকার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সে তাকফীর করা স্থগিত রেখেছে, এমন ব্যক্তি ভুলকারী বিবেচিত হবে এবং তার কথা বাতিল।

কিন্তু তাকে কাফির আখ্যা দেওয়া হবে না। কেননা সে দলীলকে প্রত্যাখ্যান কিংবা অস্বীকার করেনি। যেহেতু সে দলীল ও ইজমায় বর্ণিত বিষয় স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেওয়া কুফর।

দুই. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেওয়া মৌলিকভাবে কুফুরী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর তাকে কাফির আখ্যা দেওয়া হবে। কেননা এর মাধ্যমে দলীল এবং ইজমাকে অস্বীকার করা হয়।

আর এটি সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে ইসলামের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেও কবরের উপাসনা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এধরণের কাজকে কুফর বলে আখ্যা দেওয়ার সাথে দ্বিমত পোষণ করবে, তাকে কাফির আখ্যা দেওয়া হবে।

কেননা এটি দলীল ও ইজমাকে অস্বীকার করা বুঝায়।

কিন্তু যে স্বীকার করে যে, এধরণের কাজ করা কুফর; কিন্তু সে যা প্রত্যক্ষ করেছে তাতে সংশয় থাকার কারণে যদি সে কাউকে তাকফীর করা থেকে বিরত থাকে, তাকে উক্ত ব্যক্তিকে তাকফীর করা হবে না।"

সূত্রঃ http://www.ilmway.com/site/magdis/MS_22483.html

ইনশা'আল্লাহ! আমরা এব্যাপারে আরও আলোচনা করব। আল্লাহ তা'আলা খারেজিদের সারিতে অবস্থানকারী আন্তরিক ভাইদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

পবিত্র হারাম শরীফের ইমাম শায়খ সুদাইস সম্প্রতি নিউইয়র্ক সফরে গিয়ে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য দিয়েছে। সাংবাদিকদের সামনে, বিশ্বের সামনে দেওয়া এ বক্তব্য শায়খ সুদাইস যা বলেছেন তার মর্মার্থ মোটামুটি এরকম - সৌদি বাদশা আর ট্রাম্প বিশ্ব মানবতার শান্তি, স্থিতিশীলতা আর নিরাপত্তার জন্য কাজ করছে।

আল্লাহর শত্রু ও ইসলামের শত্রু লম্পট, অপ্রকৃতস্থ ট্রাম্প আর উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা আল-সৌদ হল এই 'সহিহ' শায়খের কাছে বিশ্ব মানবতার ত্রানকর্তা।

এই বক্তব্য এতোই জঘন্য, ন্যাক্কারজনক, নির্লজ্জতাপূর্ণ - যে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন যেকোন মানুষ এই বক্তব্য থেকেই শায়খ সুদাইস এবং তার মতো অন্যান্যদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারবে। যারা এতোদিনের এ বাস্তবতা বুঝতে পারেননি, তাদের জন্য শায়খ সুদাইস বিষয়টি আরো সহজ করে দিলেন। তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিলেন, তিনি ও তার মতো বেতনভুক্ত এসব আলিমের কাজ হল মুসলিম বিশ্বের উপর চেপে বসা শাসক আর শাসকদের ক্রুসেডার-যায়িনিস্ট মিত্রদের অপরাধকে হোয়াইটওয়াশ করা। উম্মাহকে প্রকৃত শত্রু সম্পর্কে গাফেল রাখা। এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আর পকেট পূর্ণ করার জন্য উম্মাহর দুর্বাবস্থাকে দীর্ঘায়িত করা। দুনিয়ালোভী এসব আলিম নিঃসন্দেহে উম্মাহর শত্রুদের পক্ষেই কাজ করছে।

যারা এখনো বুঝতে পারেন নি, কিংবা বুঝতে চান না, তারা দয়া করে চোখ খুলুন। জালিমের জুতাবহনকারী আলিমের ব্যাপারে সাবধান হোন। ব্যক্তির অনুসরণের পরিবর্তে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফ-সালেহিনের অনুসারী হোন।

দেখুন শায়খ সুদাইসের ভাষায় বিশ্ব মানবতার ত্রানকর্তাদের আসল রূপঃ

<https://www.youtube.com/watch?v=0ixwtbXZT5U>



তাগুত সৌদি সরকার আরও বেশ কিছু আলেম ও দাঈকে বন্দী করেছে...

- শায়খ নায়েফ আল-সাহাফি
- শায়খ রাশিদ আল শাহরি
- শায়খ হামুদ বিন আলি আল-উমারি
- ডক্টর মুহাম্মাদ আল বুরাক
- শায়খ আওয়াদ আল আতাওয়ি
- ডক্টর সালিম আল দীনী
- শায়খ আহমাদ আল সুয়ায়ান

শাসকপন্থী আলেম হতে সাবধান



শাসকপন্থী আলেম হতে সাবধানঃ তাদের দরবারে যাবেন না

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে পল্লী অঞ্চলে বসবাস করবে, সে রুঢ় চিন্তাধিকারী হবে। যে শিকারের পিছু নেবে, সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। আর যে শাসকের দরবারে আগমন করবে, সে ফিতনায় পতিত হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি)

হযরত আবু হুরাইরা রা. আরও একটু বর্ধিত করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর যে ব্যক্তি যতোটুকু শাসকের নিকটবর্তী হবে, সে ততোটুকু আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়বে। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় জাহান্নামে একটা উপত্যকা আছে, সেটা থেকে তুমি দৈনিক সত্তর বার পানাহ চাইবে। যেটাকে আল্লাহ তা'আলা রিয়াকারী আলেমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হল দরবারী আলেম। (ইবনু আদি)

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন আলেমকে দেখবে যে, খুব বেশি বেশি শাসকের কাছে আসাযাওয়া করছে, তাহলে জেনে রাখবে যে, সে একজন চুর! (মুসনাদুল ফিরদাউস)

হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর বান্দাদের জন্য উলামাগন হলেন রাসুলগনের প্রতিনিধি যতোক্ষন না তারা শাসকদের সাথে মিলবে। কিন্তু যখন তারা শাসকের দরবারী হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে ও তাদের থেকে দূরে থাকবে।
(হাকিম, আবু নু'আইম, মুসনাদুল ফিরদাউস)

হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আলেমই শাসকের দরবারে আসবে, সে শাসকের প্রতিটি কর্মের সাথে শরীক বলে গন্য হবে। শাসকের সাথেই তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। (মুসনাদুল ফিরদাউস, হাকিম)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি রহ. বলেন, সালাফ উলামায়ে কিরাম সকলেই একমত যে, এসব হাদিস স্বীয় স্বাভাবিকতার উপরই প্রযোজ্য হবে। এতে কোন আলেম নিজে শাসকের দরবারে যাক বা শাসক নিজে তাকে ডেকে নিয়ে যাক- উভয়টাই সমান।

এরপর বলেন,
হাসান বসরি রহ. বলেছেন, যদি তোমাকে কোন শাসক তার দরবারে গিয়ে হাদিস পড়তেও বলে, তবুও তুমি বলো, কুল হুয়াল্লাহ! তুমি তার দরবারে যেয়োনা। (বাইহাকি)

সূত্র: ما رواه الاساطيس في عدم المجيء إلى السلاطين থেকে চয়নকৃত। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি রহ.।
অনুবাদঃ মাওলানা আইনুল হক কাশিমি (দা বা)

#খাওয়ারিজ

এখন পর্যন্ত যারাই আই এসের বিরোধিতা করেছে তাদের কেউই পর্যাপ্ত দলীল বা তথ্যের আলোকে আলোচনা করেনি। মূলতঃ নিজ স্বার্থ বা নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে স্রেফে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করেছে যার দরুন আই এস সদস্যরা সেগুলোকে আমলে নেয়নি যার ফলে দিন দিন এই মুফাক্কিরা গোষ্ঠীটির বিস্তার ঘটেছে। কেননা এসকল আলেমদের না শরিয়তের ইলমের গভীরতা আছে আর না খারেজি আই এসের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাশোনা আছে।

কিন্তু বিগত ৩ বছরে হকপন্থী আলেমদের আলোচনার দরুন খারেজি ফিতনার ব্যাপক বিস্তৃতি কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। খারেজি আই এসের ব্যাপারে দালিলীক ও প্রামাণ্য আরও আলোচনা আমরা ইনশা'আল্লাহ সামনে আনব।

বিশেষত- মুজাহিদিন শায়খ আবদুল্লাহ আল মুহাইসিনির এই বয়ানটি গোটা বিশ্বের অনেক খারেজিদেরই তাওবার কারণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত বয়ানটি ৬টিরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

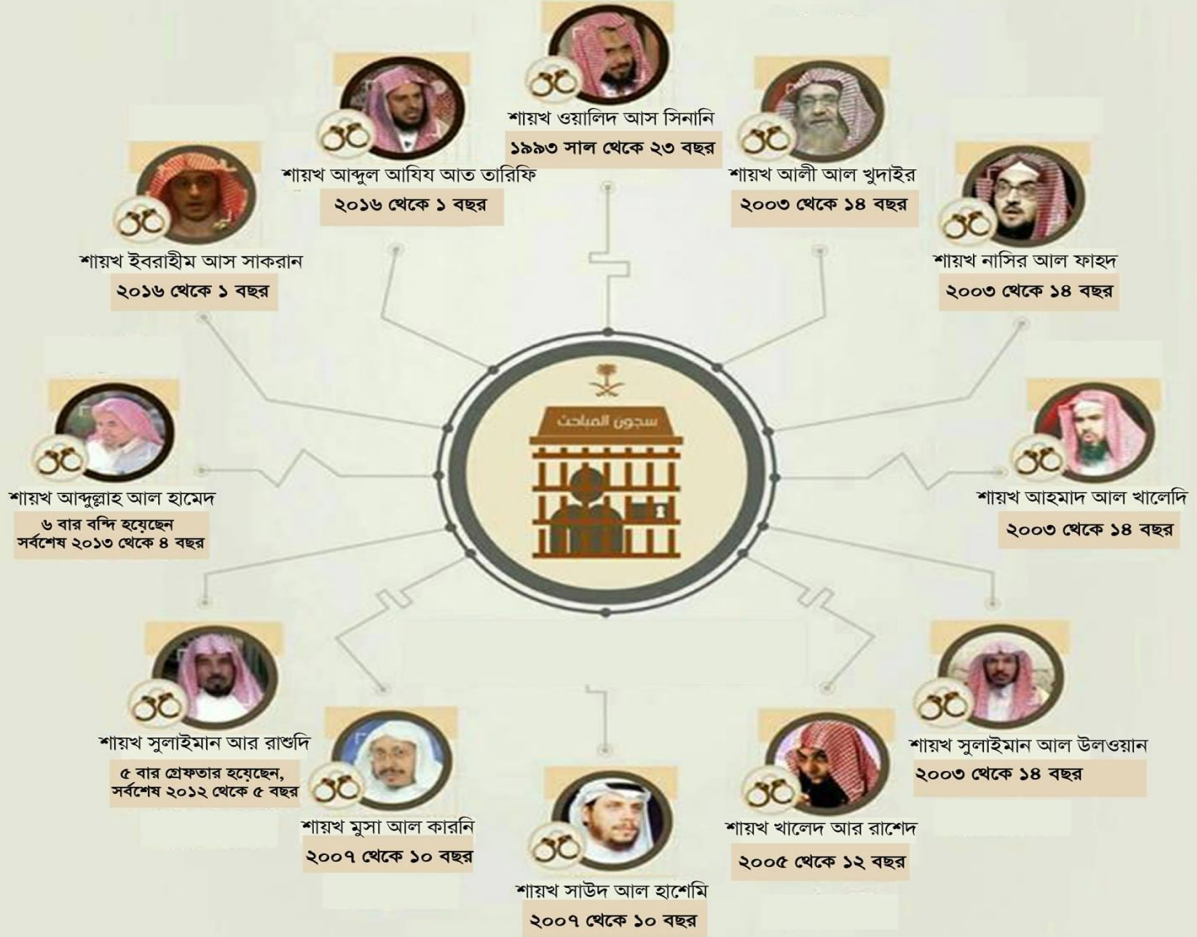
এছাড়াও, মুরজিয়া সালাফি-জামাতিরা অজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে যাকে-তাকে খারেজি ট্যাগ দিয়ে থাকে। যার ফলে উম্মাহ'র মাঝে 'খারেজি' পরিভাষাটির ব্যাপারে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তারও সমাধান শ্রোতা/পাঠকরা সহজেই পেয়ে যাবেন ইনশা'আল্লাহ।

কেন আই এসকে খারেজি বলা হয়? - ৩০টি কারণ! (সম্পূর্ণ ভিডিও)

ভিডিও ডাউনলোড করুন (৫২ মিনিট, ১২৩ মেগাবাইট মাত্র) - goo.gl/CWgiTX

পিডিএফ ডাউনলোডঃ darulilm.org/2017/09/12/khareji-is/

অপরাধী সৌদি সরকারের হাতে বন্দি সম্মানিত
উলামা, দাঈ ও মুসলিহ শায়খদের তালিকা



এখানে খ্যাতনামা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে
বন্দি দাঈ-উলামাদের প্রকৃত সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী

f / ClarificationOfTheDoubts

সৌদী আরবের কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম কারাগারে যাওয়ার আসল কারণ...

(বিস্তারিতঃ <http://tinyurl.com/ybqach3x>)

এ বৎসর যখন ব্যাপকহারে সৌদী আলেমগণ কারাগারে যাওয়ার খবর প্রকাশিত হলো, তখন হয়তো অনেকে জানতে পেরেছেন, যে, সৌদী সরকার তাদের মতের বিপরীতের আলেমদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। অথচ আলেমদেরকে গুম করা বা কারাগারে পাঠানো সৌদী সরকারের কাছে নতুন নয়, যেদিন থেকে সৌদী দালাল রাজপরিবার পবিত্রভূমিতে আমেরিকান নাপাক সেনাদের জন্যে ঘাঁটি তৈরী করার অনুমতি দিয়েছে সেদিন থেকেই এই ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। এখনো সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। এখানে কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম কারাগারে যাওয়ার কারণ তুলে ধরা হলো।

শায়খ সালমান আল-আওদাহঃ

একজন মেধাবী আলেম। জন্ম ১৯৫৬ সালে কাসিম এলাকায়। ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইউনিভার্সিটিতে শরীয়াহ বিষয়ে পিএইচডি করেন। ১৯৯১ সালে যখন সৌদীতে আমেরিকান সৈন্যদের ঘাঁটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়, তখন তিনি রাজপরিবারের এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখান করে উলামাদের স্বাক্ষর নেওয়া শুরু করেন। বিভিন্ন ভাষণ-বয়ানে এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেন। ১৯৯২ সালে বিভিন্ন উলামা, শিক্ষক, ও দাঈদের পক্ষ থেকে প্রয়াত বাদশাহ ফাহদের বরাবর “নসীহাহ শিরোনামে স্মারকলিপি” প্রেরণ করেন। ১৯৯৩ সালে তাঁর বয়ান ও বক্তব্য এবং সভা-সেমিনারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, ১৯৯৫ সালে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। পাঁচ বছর বিনা বিচারে কারাগারে থাকার পর কারাগারেই থাকাকালে তিনি বিভিন্ন সরকারী আলেমদের মধ্যস্থতায় তাঁর পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসেন। ১৯৯৯ সালে মুক্ত হন, “হ্যাঁ আমি বদলে গেছি” এই শিরোনামে একটি বিবৃতি দেন। এরপরেও রেহাই হয় নি, কাতার-সৌদীর ঐক্য প্রত্যাশা করায় সম্প্রতি কারাগারে যেতে হয়।

শায়খ আব্দুল আযীয আত-ত্বারিফীঃ

২০১৬ সালের ২৩ শে এপ্রিল তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে গ্রেফতার করার সুস্পষ্ট কারণ জানা যায় নি, তবে ধারণা করা হয় তাঁর একটি টুইটের কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়। উক্ত টুইটে তিনি লিখেন- “অনেক শাসক মনে করে, দ্বীনের কিছু ক্ষেত্র থেকে সরে আসলে, কাফিররা তাদের উপর খুশি হবে, তাদের উপর চাপ কমাবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যতবারই তারা দ্বীনের হুকুম থেকে সরে আসে ততবারই তাদের উপর কাফিররা অন্য আরেকটা চাপিয়ে দেয়, অবিচলতা এক বিষয়, আর চাপ অন্য বিষয়, কাফিরদের একটাই লক্ষ্য, আর সেটি হচ্ছে তাদের ধর্মের অনুসরণ করা”।

শায়খ সুলায়মান বিন নাসির আল-উলওয়ানঃ

তিনি একজন প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফকীহ, দাঈ এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা লিখক। জিহাদীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে ২০০৪ সালে গ্রেফতার করা হয়। ২০১২ সালে মুক্ত করা হয়, পরে আবার ২০১৩ সালে একাধিক অভিযোগ দেখিয়ে গ্রেফতার করা হয়। প্রথমবার যখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, তখন তাঁকে বিভিন্ন কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়, ধারাবাহিক ৬ বছর স্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় নি। কারাগারে তাঁকে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়, এমনকি তাঁর বিছানা, কম্বল, বালিশ এবং অন্যান্য শীতবস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। এদিকে রুমের মধ্যে এসির ঠান্ডাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপরেও শায়খ সবরের সাথে সবকিছু বরণ করে নেন। এরপরেও যখন শায়খের ধৈর্য্যে ও বিশ্বাসে কোনোভাবে চিড় ধরাতে পারে নি, তখন শায়খকে রিমান্ডের নামে বার বার কষ্ট দেওয়া হয়। এতকিছুর পরও শায়খ ধৈর্য্যের সাথে পূর্বের মতো অবিচল আছেন।

শায়খ খালিদ আর-রাশিদঃ

এক প্রখ্যাত জনপ্রিয় উম্মাহ দরদী দাঈ। ডেনমার্কের একটি পত্রিকায় যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়, তখন তিনি একটি ঈমানদ্বীপ্ত ভাষণ দেন, যার শিরোনাম হচ্ছে- “হে মুহাম্মদের উম্মতেরা, তোমাদের নবীকে অসম্মান করা হচ্ছে, তোমরা কী করবে?”

ওই বক্তব্যে তিনি ডেনমার্কের দূতাবাস বন্ধ করাসহ ঐ দেশের সাথে সবধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন, পরে তাঁকে জিহাদীদের সাথে সম্পর্কের অভিযোগ দেখিয়ে ২০০৫ সালে গ্রেফতার করা হয়। ১৫ বছর কারাদন্ডের সাজা দেয়। ইউটিউবে শায়খের অনেক বয়ান আছে, উল্লেখিত বয়ানের বাংলা পড়তে এই লিঙ্কে যেতে পারেন- <http://bit.ly/2xvRyAU>

শায়খ আলী খুযাইর, শায়খ নাসির আল-ফাহদ এবং শায়খ আহমদ আল -খালিদীঃ

আমেরিকার বিরুদ্ধে তাঁদের সুস্পষ্ট অবস্থান থাকায় ২০০৩ সালে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। শায়খ নাসির আল-ফাহদের অন্যতম একটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে- আত-তিবয়ান ফী কুফরি মান আয়ানালা আমরিকান- (আমেরিকার সাহায্যকারীদের সুস্পষ্ট কুফরির বিবরণ)। কারাগারে তাদেরকে খুব বেশি নির্যাতন করা হয়, লাঠি দিয়ে পেটানো, ইলেকট্রিক শক, ঠান্ডা-গরমের নির্যাতন, পানি দিয়ে নির্যাতন, চেহারার পশম ও দাঁড়ি উপড়ে ফেলা, আঙুলের নক উপড়ে ফেলাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন তাদেরকে করা হয়।

শায়খ আব্দুল্লাহ আল মুহাইসিনি :

মসজিদে নববীর ইমাম মুহাম্মদ বিন সুলাইমান মুহাইসিনি (হাফিজুল্লাহ) এর ছেলে। আমেরিকার বিরুদ্ধে দুআ করার কারণে যাকে ইমামতি থেকে অব্যাহতি দিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। মুহাইসিনি বর্তমানে সিরিয়ার জিহাদে আছেন।

শায়খ ইবরাহীম আস-সাকরানঃ

২০১৬ সালে তাঁকে একটি টুইটের কারণে গ্রেফতার করা হয়, ওই টুইটে তিনি লিখেন, ফালুজা, হিমস ও সানআর গণহত্যার কারণ একই কসাই, এটাই হচ্ছে সন্ত্রাসের কারণ... এরাই আবার সিরিয়ার সহযোগিতার দাবি করে।

শায়খ সাউদ আল-কাহতানিঃ

১৯৯১ সালে কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সৌদী সরকারের বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণ করেছেন। তখন থেকেই কারাগারে। প্রথম দশ বছর তাঁকে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়। এরপর থেকে এখনপর্যন্ত তিনি কারাগারে বন্দি।

শায়খ ওয়ালীদ আস-সিনানিঃ

সৌদিতে আমেরিকার ঘাঁটি নির্মাণের বিরুদ্ধে তিনি ফতোয়া দেন, তিনি ওই ফতোয়ায় আরো বলেন, সৌদী কোনো ইসলামি রাষ্ট্র নয়। তাঁর অবস্থান থেকে ফেরানোর জন্যে অনেক দরবারী আলেম তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন, কিন্তু তিনি তাঁর অবস্থান থেকে ফিরে আসেন নি। পরে তাঁর সাথে সন্তানদেরকে ও ভতিজাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। শায়খকে ২৩ বছর বন্দী রাখা হয়।

শায়খ আওয়াদ আল-কারনিঃ

উল্লেখ্য তিনি “লা তাহযান” গ্রন্থের লেখক আয়িয আল-কারনি নন। বরং তিনি অন্যজন যার নাম আওয়াজ আল-কারনি। ১৯৫৬ সালে তাঁর জন্ম। ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইউনিভার্সিটি থেকে ফিকহ ও উসুল বিষয়ে পিএইচডি করেন। সৌদিতে তাঁকে ইখওয়ান ভাবাদর্শি গণ্য করা হয়।

আল্লাহ যেনো এই দালাল সরকারের হাত থেকে পবিত্র এই ভূমি ও জনগণকে হেফাজত করুন। আমীন!!

- মাওলানা আব্দুল্লাহ মায়মুন

বেশ দীর্ঘ সময় ধরে আমরা স্বঘোষিত সালাফি/আহলে হাদিসের ইরজায়ি আকিদা ও অন্যান্য বিদ'আহ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি সালাফ-খালাফদের বক্তব্যের আলোকে।

কিন্তু যারা এতদিন ধরে আমাদের সাথে ছিলেন বা অপেক্ষা করেছেন তাদের পক্ষ থেকে জবাবের আশায়, তারা লক্ষ্য করেছেন-

"খারেজি আখ্যায়িত করা ব্যাতিত তারা আর কিছুই বলেনি বা পেশ করেনি।"

এটা আমরা পূর্বেও দেখেছি এদের আলেমরা আহলুত তাওহিদের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে সংশয় সৃষ্টি করে থাকে।

আসলে যখন দলীল না থাকে নিজের পক্ষে তখন অপবাদ ও অশ্রাব্য কথাবার্তাই আহলুল বাতিলের সর্বস্ব হয়ে যায়।

তাই এই আলোচনায় আমরা দেখব - দলীলের আশ্রয় না নিয়ে আহলে তাওহিদকে খারেজি আখ্যায়িত করার কারণটা কী?

"মুরজিয়া 'সালাফি'দের অপকৌশল!"

আলোচনায়,

আল্লামা সুলাইমান আল উলওয়ান (হাফিজাহুল্লাহ)

শায়খ নাবিল আল আওয়াদি (হাফিজাহুল্লাহ)

ইউটিউবে দেখুনঃ <https://youtu.be/rdlAYTLs3x8>



আমেরিকান দালাল রাজা সালমানের ডানে সালিহ আল ফাওজান, বামে প্রধান মুফতি আব্দুল আজিজ

#নিকৃষ্ট_আলেম

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إياكم وابواب السلطان ؛ فإنه قد أصبح صعبا هبوطا قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 249/5 - رجاله رجال
الصحيح قال السيوطي في الجامع الصغير: 2898 - حسن

“শাসকদের দরজার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। যে ই শাসকদের নিকট গমন করে, সে ই পরীক্ষার মধ্যে পতিত হয়।” (আবু দাউদ, নং-২৮৫৯, সুনান তিরমিযী নং-২২৫৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন :

“একজন ব্যক্তি যে তার দ্বীনকে সাথে নিয়ে কোন শাসকের নিকট যায়, সে (শাসকের কাছ থেকে) বের হয়ে আসে তার সাথে কোন কিছু না নিয়েই।” (অর্থাৎ দ্বীন রেখে আসে)

(ইমাম বুখারী (রা.) কর্তৃক সংগৃহীত ‘তারিখ’ গ্রন্থে)

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) বলেন :

قال حذيفة رضى الله عنه : إياكم ومواقف الفتن . قيل : وما هي ؟ قال : أبواب الأمراء ، يدخل أحدكم على الأمير فيصدق به بالكذب ، ويقول ما ليس فيه

“তোমরা ফিতনার বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকো।” বলা হলোঃ “সেটা কি?” তিনি বললেনঃ “শাসকদের দরজা। তোমাদের কেউ শাসকদের কাছে যাবে, তার মিথ্যা কথাকে সত্যায়ন করবে, তারপর বলবে, এটাতে কোন সমস্যা নেই।”

তিনি আরো বলেন : “অবশ্যই, তোমরা কখনোও শাসকদের দিকে এক বিঘত পরিমাণও অগ্রসর হয়ো না।” (ইবনে আবী শাইবাহ কর্তৃক সংগৃহীত)

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন,
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: " إِذَا رَأَيْتَ الْقَارِيَّ يُلَوِّذُ بِالسُّلْطَانِ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لِيَصُّ وَإِذَا رَأَيْتَهُ يُلَوِّذُ بِالْأَغْنِيَاءِ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاءٍ

-شعب الإيمان (৮৯৭২)

“যখনই তুমি কোন আলেমকে দেখবে শাসকদের কাছে গমন করতে, জেনে রাখো, সে হচ্ছে একজন চার। আর যদি তাকে ধনী লোকদের কাছে আনাগোনা করতে দেখো, তাহলে জেনে রেখো, যে মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৪৯৭২, জামি লি আখলাকির রাওয়াওয়া আদাবীস সামী, পৃ. ১৪।

ইমাম যাহাবী (র.) এর সনদকে সহীহ বলেছেন। দেখুন সিয়ারাল আলামুন নুবালা ১৩/৫৮৬।

এছাড়াও সালিম হিলালী সহীহ বলেছেন।

একই রকম কথা আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত একটি মারফু হাদিসে রয়েছে)

ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন : “যদি কোন আলেমকে নিয়মিত খলিফার দরবারে যেতে দেখো, তবে তার দ্বীন নিয়ে সন্দেহ করো।”

ইমাম সুফীয়ান সাওরী (র.) বলেন :

-إِنْ دَعَوْكَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمْ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, فَلَا تَأْتِنُهُمْ (شعب الإيمان ৮৯৭১)

“তোমরা সেখানে যেও না, এমনকি তারা যদি তোমাদেরকে শুধুমাত্র ‘কুল-হুয়াল্লাহু আহাদ’ পাঠ করার জন্যও ডাকে।” (শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকী)

একজন আলেম শাসকদের দরজায় প্রবেশ করবেন না। এটা তাঁদের জন্য ফিতনাহ (পরীক্ষা) স্বরূপ। এটা সাহাবীদের এবং সালাফে সালাহীনদের উপদেশ।

আর রাসুল সাঃ ও অন্যান্য ইমামগণের উক্তি শরিয়াপ্রতিষ্ঠাকারী মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে সতর্কবাণী হিসেবে উল্লেখিত।

তাহলে বর্তমানের কুফুরিতে লিপ্ত মুসলিমদের দুশমন মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর পাদুকাবহনে যে সকল আলেম লিপ্ত থাকেন তারা কতটা নিকৃষ্ট হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়!

নব্য সালাফিদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুই আলেমের অবস্থা দেখুন। যাদের ফতোয়াসমূহ জালিমের পিঠ বাচানোর ও মজলুমদের অত্যাচারের উদ্দেশ্যে প্রায়ই ব্যবহার হয়ে থাকে।

আমরা কি সেসব আলেমদের নিকট দ্বীন শিক্ষা করতে যাবো যারা শাসকদের দরজায় আনন্দচিহ্নে যায় আর আনন্দচিহ্নে বের হয়ে আসে?

অথবা শাসকদের প্রদত্ত বেতনের উপর বেঁচে থাকে এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিধান পরিবর্তন করে?

যারা সালাফদের অনুসরণের দাবী করে থাকে তাদের উচিত শাসকের দরবারে গমনকারী আলেমদের পরিত্যাগ করা ও তাদের পরিবর্তে ঐসকল আলেমদের অনুসরণ করা যারা সত্যের জন্য সকল প্রকার নির্যাতনের মুখেও তাওহিদের বাণী উচ্চারণ জারি রেখেছেন।

তাহলে এসমস্ত লোকদের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা হলো যে তারা ফিতনাগ্রস্থ এবং তারা ফিতনাবাজ, তাগুত যা বলে তারা সেই কথা-ই বলে, ওদের আদেশ থেকে তারা নির্দেশনা লাভ করে। আর আমাদের ইমাম এই সব লোকেরা নয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون

“তোমাদের জন্য সর্বাধিক ভয়ঙ্কর যে বিষয়ের ভয় করছি, সেটা হলো গোমরাহকারী সব ইমাম।”

(ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।)

এ সব ইমামদেরকে আমরা ভয় করি এবং এদের থেকে লোকদের সতর্ক করি।

এবং উম্মতের জন্য অপরিহার্য যে তারা ওই সব ইমামদের থেকে দ্বীন গ্রহণ করবে যারা দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছেন, শাসকবৃন্দের বিভিন্ন দ্বার থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন, এবং শাসকবৃন্দের জীবনব্যবস্থার অন্ডভুক্তি, তাদের পস্থা থেকে এবং তাদের সংবিধান গ্রহণের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার এই দ্বীনই আমরা গ্রহণ করেছি।

শাসকের মন যোগাতে তৎপর ব্যক্তিদের আশ্চর্য আচরণ

f /ClarificationOfTheDoubts

এটা স্বাভাবিক।

যেখানে কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে সহশিক্ষা চালু করার বিরোধিতা করায় সৌদি তাগুত নিজেদের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ "হাইয়াতু কিবারিল উলামা"র সদস্য শায়খ সাদ বিন নাসির আশ শিতরিকে পদচ্যুত করে সেখানে সহজেই অনুমেয় যে, দুবাই ও দাম্মামে এয়ার কন্ডিশনড রুমে নিরাপদে বয়ান করার জন্য শাসকের গুণগান গাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তাই আমরা অবাক হই না।

যাই হোক! সম্প্রতি আমরা আরবের প্রায় অর্ধ শতাধিক আলেমের বন্দী হওয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু পোস্ট দিয়েছি। অবশ্য আরও আগে থেকে আমরা সৌদি তাগুত কর্তৃক উলামাদের উপর নির্যাতনের বিষয়টি আলোচনা করে আসছিলাম।

তবে ইহুদিবাদী উন্মাদ যুবরাজের পাগলামির কারণে প্রায় ৫০জনের অধিক উলামা-দাঈ বন্দী হবার পর গোটা দুনিয়াতেই তোলপাড় শুরু হয়।

পিস টিভির জনৈক আলেম ও মাদখালি দাঈরা এসকল আলেমদের বন্দিত্বের ব্যাপারে বোবা ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করলেও, islamqa.info'র পরিচালক শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনায্জিদের বন্দিত্বের পর মুখ খুলেছেন কেননা তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় আলেম এবং তার ব্যাপারে বিষয়টি বহুল প্রচারিত হলে তাদের অভিভাবক আলে সউদের মুখোশ ব্যাপক আকারে প্রকাশ পেয়ে যাবে।

এবং বিষয়টি ভুল প্রমাণ করতে পারলে যেন সৌদি তাগুত নিষ্পাপ প্রমাণিত হয়ে যাবে, এমন একটি আবহ সৃষ্টির অপচেষ্টা এই গোষ্ঠীটি করে যাচ্ছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

এউদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে উনারা শায়খ মুনায্জিদের বন্দিত্বের বিষয়টি অস্বীকার করে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। যার মধ্যে শরীক আছেন দুবাই-দাম্মামে বসে বিভিন্ন সময় বয়ানকারী জনৈক টিভি প্রোগ্রামের আলোচক।

তিনি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাদখালিরা দাবী করেছে- "শায়খের টুইটার একাউন্ট একটিভ তাই শায়খ বন্দী হোন নি।"

অথচ আরবের বাইরেও খবরটি প্রচারিত হয়েছে। ১২ঘন্টা আগে বিখ্যাত ইসলামি সাইট islam21c'র ডক্টর সালমান ভাটের লেখা -

<https://www.islam21c.com/.../founder-of-worlds-most-popular-.../>

বিস্তারিত জানতে এব্যাপারে আমরা মাওলানা আইনুল হক হাফিজাহুল্লাহ'র লেখাটি সরাসরি এখানে তুলে দিচ্ছি -

আমেরিকার দালাল সৌদি সরকার শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদকে গ্রেফতার করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে গতকাল সকালে ডকুমেন্টসহ একটি পোস্ট করেছিলাম।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, একে একে দালাল সৌদির মুখোশ খসে পড়ায় কিছু সৌদি অনুরাগীদের গাত্রদাহ আরম্ভ হয়। তারা এই খবরকে মিথ্যা ও বানোয়াট সাব্যস্ত করতে উলটো পোস্ট দিতে শুরু করে। এক্ষেত্রে জনৈক পিসিটিভির শাইখের নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি গ্রেফতারির বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণ করতে এই দলিল পেশ করেছেন যে, এখনও শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদের টুইটার একাউন্ট থেকে কিছু সময় পরপর টুইট করা হচ্ছে। তাই সৌদি অনুরাগীরা তার অস্বীকারমূলক পোস্টখানা ছড়াতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে!

এমনকি আমার পোস্টের কমেন্ট বক্সে এসে ঐ পোস্টটি কপি করে বিরোধিতা করার অপপ্রয়াস চালায়! বুঝিনা, ত্বাণ্ডতের চাটুকার এই সৌদি সরকারের জন্য কেন তাদের এতো মায়াকান্না?!

শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদের গ্রেফতারির খবরটি নিশ্চিত করে সৌদিভিত্তিক [معتقلي الرأي] নামক জনপ্রিয় টুইটার একাউন্ট।

দেখুনঃ <http://i.cubeupload.com/lSrLnP.jpg>

উক্ত টুইটার একাউন্ট গ্রেফতারির খবর টুইট করলে কমেন্ট বক্সে অনেকেই শাইখ সালিহ মুনাজ্জিদের টুইটার একাউন্ট থেকে নিয়মিত টুইট হচ্ছে বলে সংশয় প্রকাশ করলে উক্ত টুইটার একাউন্ট উত্তর দেয় যে, শাইখের টুইটার একাউন্ট তাঁর ছাত্রদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে এখনও তা একটিভ। একাউন্ট থেকে নিয়মিত টুইট হচ্ছে।

একাউন্টটি শুধুমাত্র শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদের গ্রেফতারির খবর টুইট করেনি; বরং আগেও যে সকল আলেম, মুফতি, দাঈ, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ গ্রেফতার হয়েছেন, সকলেরই গ্রেফতারির খবর নিশ্চিত করে টুইট করেছে।

তাই সৌদিতে কারো গ্রেফতারির খবর নিশ্চিত করতে আরবরা এই টুইটার একাউন্টকেই ফলো করে।

#যেহেতু সৌদি প্রশাসন কাউকে গ্রেফতার করলে প্রচার করেনা। (তাই সৌদির অনুগত মাদখালিরাও সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে)

গোপন রাখতে চেষ্টা করে। গ্রেফতারির খবর নিশ্চিত করাটাই হল এই টুইটার একাউন্টের একমাত্র বিষয়বস্তু।

এমনকি যতোসব আরবি অনলাইন নিউজপোর্টালগুলো শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদের গ্রেফতারির খবর প্রচার করেছে, সবগুলোই দলিল হিসেবে উক্ত টুইটার একাউন্টেরই বরাত দিয়েছে। এতে ঐ টুইটার একাউন্টের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। উক্ত টুইটার একাউন্টের লিংক দিলাম। দেখতে পারেন।

(<https://twitter.com/m3takl/status/912376343706374146>)

শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদকে গ্রেফতারির আলাদা কোন কারণ পাওয়া যায়না। সম্প্রতি সৌদি প্রশাসন অপরাপর আলেম, মুফতি, দাঈ, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের যে কারণে গ্রেফতার করেছে, সেই একই কারণে তাকেও গ্রেফতার করেছে।

আর তা হল, কাতার ইস্যুতে সৌদি প্রশাসনের বিরোধী বা এতে অমত পোষণকারীদের বেলায় কঠোরতা প্রদর্শন। সৌদি রাজতন্ত্রের বিরোধিতার দরজাকে বন্ধ করণ। সর্বোপরি আগামিতে ক্ষমতায় আগমনকারী সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের যাতে কোন বাধার সম্মুখীন হতে না হয়, সে পথ এখন থেকেই বন্ধ করে দেয়া।

সর্বোপরি সকলের মাঝে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করা যে, এতো বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্বদের যেখানে সামান্য ঠুনকো বিরোধিতা বা অমত পেশ করার কারণে গ্রেফতার হতে হচ্ছে, সেখানে সাধারণ নাগরিকরা কোন ছাড়?!

এ ব্যাপারে জানতে নিচের লিংকে প্রবেশ করতে পারেন।

(<http://5br.in/?p=598>)

বিভিন্ন সাইটে ও নিউজপোর্টালে গ্রেফতারির খবর প্রচার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিচের এই লিংকে দেখে নিতে পারেন-

(<https://www.islam21c.com/.../founder-of-worlds-most-popular-.../>)

উৎসর্গ: দালাল সৌদি রাজতন্ত্রের জন্য যাঁদের প্রাণ কাঁদে...



আমরা কম-বেশী সকলেই জানি, খ্রিস্টান মিশনারিরা মুসলিমদের খ্রিস্টান বানানোর মিশন বাস্তবায়নে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে।

যেমন-গরু বা জমি কিনে দেয়া, স্কুল-কলেজ, এমনকি মসজিদ-মাদ্রাসাও নির্মাণ করে থাকে এরা। নিয়োগ দিয়ে থাকে মসজিদের ইমামও।

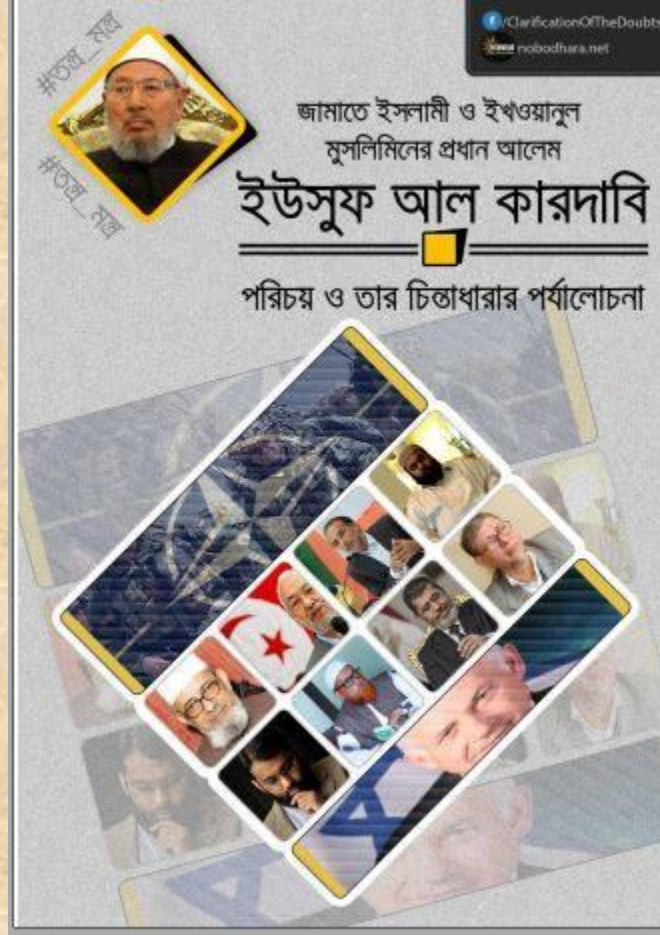
কিন্তু আল্লাহ'র দীনের ব্যাপারে আন্তরিকতা আছে এমন কেউই এদের এসকল ভালো কাজকে সাধুবাদ জানাবেনা বরং এদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় ঠিকই এদের থেকে দূরে থাকবে ও অন্যদেরকেও সতর্ক করবে।

একই কথা কাদিয়ানিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য!

কিন্তু আমরা কি আমাদের দেশে "সালাফিয়াত-সহিহ আকিদা-সহিহ হাদিস" প্রচারের বিপরীতে শাসকের গোলাম মুরজিয়াতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ইরজায়ি মিশনে তৎপর গোষ্ঠীটির ব্যাপারে জানি?

এন্ড্রয়েড-ওয়েবসাইটে কুর'আন-হাদিসের প্রচারণায় লিপ্ত দুটি প্রতিষ্ঠান এবং কিছু দা'ঈ-দাওয়াহ সেন্টারের ইরজায়ি মিশনের ব্যাপারে বিস্তারিত আসছে ইনশা'আল্লাহ!

সাথেই থাকুন!



মর্ডানিস্ট কিংবা মডারেট বলুন আধুনিক সময়ের এ ফিরকাগুলো তাত্ত্বিক ও আদর্শিক ভাবে এক ব্যক্তির কাছে কৃতজ্ঞ। কাফিরের সংজ্ঞা, আল ওয়ালা ওয়াল বারা, হুদুদ, ফ্রি-মিস্ত্রিং, সঙ্গীত, হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা, কোন শার'ই বিধানকে বর্তমান সময়ে অপ্রযোজ্য ঘোষণা করা, ব্যাকিং, জিহাদ, আক্বিদাসহ ইসলামের যেসব বিষয়ে ক্রুসেডার ও যায়নিস্টদের অ্যালার্জি আছে তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই মর্ডানিস্ট ও মডারেট দু দলই একজন ব্যক্তিকে কমন রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে।

তিউনিশিয়ার রাশিদ ঘানুসি থেকে শুরু করে আল ওয়ালা ওয়াল বারা সংজ্ঞা উল্টে দেওয়া জনপ্রিয় পশ্চিমা 'স্কলার'-দা'ঈ-বক্তা, কিংবা বাংলাদেশে বিভিন্ন কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে ফ্রি-মিস্ত্রিংকে উল্টে দেওয়া, ফিকহের পরিভাষা ব্যবহার করে পাঠক-শ্রোতা বিভ্রান্ত করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, গা বাঁচানো বাছাবাহির আর সুবিধাবাদী এক ইসলামের দাওয়াত দেওয়া বিভিন্ন সেলিব্রিটি দা'ঈরা পর্যন্ত সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজান্তে আল-কারদাবির তৈরি করা আদর্শিক ভিত্তি ও কাঠামোর উপর দাড়িয়েই নিজ নিজ ব্র্যান্ডের গোমরাহির প্রচারণা চালায়।

দেশে কিংবা বিদেশে যারাই বর্তমানে বিভিন্ন গোমরাহিকে ইসলামের পোষাক পড়িয়ে জায়েজ করতে চাইছে সেটা গনতন্ত্রকে বৈধতা দেওয়া, জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা করা, সঙ্গীতকে জায়েজ বলা, ফ্রি-মিস্ত্রিংকে উৎসাহিত করা, নিক্রাবের বিরোধিতা করা, দাড়ি কামানোকে জায়েজ বলা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করাকে বৈধতা দেওয়া, যেটাই হোক না কেনু তারা সবাই ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে আল-কারদাবির শেখানো 'যুক্তিকেই' উপস্থাপন করছে।

ইখওয়ান, জামাতে ইসলামি এবং তাদের অফশুট মর্ডানিস্ট ও মডারেটদের আধ্যাত্মিক গুরু ও আদর্শিক রাজমিস্ত্রি ইউসুফ আল-কারদাবি। দুঃখজনক ভাবে বর্তমান কওমি ধারার অনেকের কাছেও অনুসরণীয় এক ব্যক্তি। অথচ তার বিচ্যুতি নিছক বিদ'আহ গোমরাহির পর্যায় পেড়িয়ে কুফরেও পৌঁছেছে। কারদাবির বিচ্যুতি নিয়ে দালিলিক ও প্রামাণিক আলোচনা। অবশ্য পাঠ্য !

“ইউসুফ আল-কারদাবি ও তার ধ্যানধারণার পর্যালোচনা”

ডাউনলোড লিঙ্ক ১ - <http://pc.cd/EP1>

ডাউনলোড লিঙ্ক ২ - <http://ow.ly/3tjC30fNnUs>

ডাউনলোড লিঙ্ক ৩ - <http://ow.ly/ZXWx30fNoZQ>

#তত্ত্ব_মন্ত্র

قائمة محدثة باسماء المعتقلين من 9/9/2017 إلى 10/10/2017

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 50- الشيخ سامي الغيغب | 26- يوسف الملحم | 1- د. سلمان العودة |
| 51- الشيخ سعيد بن فروة | 27- الشيخ محمد صالح المنجد | 2- د. عوض القرني |
| 52- الشيخ عاصم هيثم | 28- موسى الغنامي | 3- د. علي العمري |
| 53- حمد المرشد | 29- عمر الحصين | 4- د. عبد المحسن الأحمد |
| 54- د. مالك الأحمد | 30- محمد الدوسري | 5- عصام الزامل |
| 55- سلطان العتيبي | 31- تركي بن عبد العزيز آل الشيخ | 6- عبد الله المالكي |
| 56- الشيخ جمال الناجم | 32- محمد الزهراني | 7- د. خالد العودة |
| 57- د. مبارك بن زعير | 33- د. عبد العزيز الزهراني | 8- د. عبد العزيز العبد اللطيف |
| 58- د. سعد بن مطر العتيبي | 34- أحمد العميرة | 9- د. محمد موسى الشريف |
| 59- د. محمد بن سعود البشر | 35- يوسف الفراج | 10- د. فهد السنيدي |
| 60- الناشطة عايشة المرزوق | 36- د. يوسف المهوس | 11- الشاعر زياد بن نحيث |
| 61- د. رزين الرزين | 37- د. علي حميد الجهني | 12- د. إبراهيم الناصر |
| 62- د. حبيب بن معلا | 38- مساعد بن حمد الكثيري | 13- الشيخ إبراهيم الفارس |
| 63- الروائي فوزان الغسلان | 39- المنشد ربيع الحافظ | 14- د. يوسف الأحمد |
| 64- عبد الرحمن اللحياني | 40- المغرد البناخي | 15- د. محمد الهبدان |
| 65- الصحفي جميل فارسي | 41- الصحفي سامي الثبيتي | 16- الشيخ غريم البيشي |
| 66- د. سامي الماجد | 42- القاضي خالد الرشودي | 17- د. محمد الخضير |
| 67- الشيخ محمد بن صالح المقبل | 43- الشيخ عبد الله السويلم | 18- د. إبراهيم الحارثي |
| 68- د. محمد البراك | 44- د. خالد العجيمي | 19- د. عادل باناعمة |
| 69- الشيخ سعود بن غصن | 45- د. رقية المحارب | 20- د. علي بادحدح |
| 70- د. عويض العطوي | 46- د. علي أبو الحسن | 21- الشيخ محمد الشنار |
| 71- مناور النوب العبدلي | 47- أحمد الصويان | 22- خالد المهاوش |
| 72- د. مناهات العتيبي | 48- راشد الشهري | 23- وليد الهويريني |
| | 49- د. سالم الديني | 24- الشيخ حمود العمري |
| | | 25- د. مصطفى الحسن |

৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত সৌদি সরকার ৭২ জন আলেম, দা'ঈ এবং শিক্ষাবিদকে গ্রেফতার করেছে। উল্লেখ্য এদের মধ্যে অনেকেই সৌদি সরকার বিরোধি হিসাবে পরিচিত না। বরং অনেকেই সৌদি রাজপরিবারের প্রতি সার্বিক ভাবে অনুগত, যদিও কিছু পলিসিগত বিষয়ে হয়তো তারা ভিন্ন মত পোষণ করে থাকতে পারে। কিন্তু মুহাম্মদ বিন সালমান কোন বিরোধিতা মানতেই রাজি না, সেটা যতোই ক্ষুদ্র হোক। তার নতুন আধুনিকায়ন, ইসলামি শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন ও আমেরিকা তোষণ নীতির সম্ভাব্য সকল বিরোধিতাকারীকে ঢালাও ভাবে তাই গ্রেফতার করা হচ্ছে।

ইসলাম ও ইখওয়ান: সংঘাত যেখানে

ড. তারিক আব্দুল হালিম

ইখওয়ান ও সমমনা দলগুলো মাসলাহাত, আধুনিকায়ন ও বাস্তবমুখী হবার নাম করে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন আকিদা ও মানহাজগত বিচ্যুতির স্বাভাবিকীকরণ করেছে। প্রয়োজন মতো শারীয়াহর নসের বিকৃতি ও ভুল

ব্যাখ্যা করেছে, আর যখন তা যথেষ্ট হয় নি তখন বিভিন্ন বুদ্ধিজাত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আর রেটোরিক দিয়ে যা জায়েজ করা দরকার তা জায়েজ করে নিয়েছে। যখনই তাদের এসব কার্যক্রমকে শরীয়াহর মানদণ্ডের বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে তারা বিভিন্ন ভাবে তা এড়িয়ে গেছে।

নিজেদের কল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ, “হিকমাহ” আর মাসলাহাতের বুলি আওড়ে অভিযোগকারীকে বোকা, নির্বোধ, বাস্তবজ্ঞান ও কান্ডজ্ঞানহীন প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা হল বারবার এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে ইখওয়ান ও তাদের সমমনা দলগুলো না ইসলাম অনুসরণ করেছে আর না সঠিক ভাবে সেকুলার রাজনীতির ময়দানে খেলতে পারছে। বরং তারা দুই ময়দানেই ব্যর্থ হচ্ছে, যদিও তারা মনে করছে তারাই সফল, তারাই হকুপত্বী। বাস্তবতা থেকে দু চোখ বন্ধ করে রেখে তারা মনে করছে, তারাই সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবতা বুঝেছে। রাজনীতির নাম দিয়ে তারা শরীয়াহ অনেক আগেই ছেড়েছে, কিন্তু সেই রাজনীতির ময়দানেও তাদের দেখানো মতো কোন অর্জনই নেই। বরং মিশর থেকে বাংলাদেশে তারা ক্রমাগত মার খাচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা নিয়ে গর্ব করা এই ঘরানার লোকেরা আদতে এক বুদ্ধিবৃত্তিক নর্দমায় পড়ে আছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর নর্দমার আবর্জনাকে মেশক মনে করছে।

এক অন্ধকারের সুড়ঙ্গের গভীরে এই দলগুলোর নীতিনির্ধারকেরা ঢুকে পড়েছে এবং আরো বেশি অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে। আর যতোই তাদের বের হয়ে আসার জন্য বলা হচ্ছে, তারা গোঁ ধরে আরো দ্রুত অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মীকে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ দুনিয়া ও আখিরাত হারানো ছাড়া এই পথের আর কোন গন্তব্য নেই। বস্তুত ইখওয়ান ও জামাতে ইসলামির মতো দলের উচিত কিতাবুল্লাহর নিচের আয়াত নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা, এবং নিজেদের কর্মপদ্ধতি ও আক্ফিদার পুনঃবিশ্লেষণ করা -

আর ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিথ্যাত্বের অনুসরণ কর। বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত’ আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। [আল বাক্বারা, ১২০]

শাইখ ডঃ তারিক আব্দুল হালিমের এ প্রবন্ধটি চিন্তাশীলদের জন্য উপকারি হবে ইনশা আল্লাহ। আর ইখওয়ানি-জামাতি চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু অন্ধ অনুসরণের রোগে আক্রান্ত নন, এমন ভাইরাও আশা করি লেখা থেকে উপকৃত হবেন।

ইসলাম ও ইখওয়ানঃ সংঘাত যেখানে

শাইখ ডঃ তারিক আব্দুল হালিম

ডাউনলোড লিঙ্ক ১ঃ <http://ow.ly/TYfn30g2b3u>

ডাউনলোড লিঙ্ক ২ঃ <http://ow.ly/aCew30g2b7h>

ডাউনলোড লিঙ্ক ৩ঃ <http://ow.ly/8ZNZ30g2ba8>

#তত্ত্ব_মন্ত্ৰ

আরব মুশরিকদের সময় পবিত্র কাবাতে ৩৬০ টি মূর্তি রাখা ছিল। এদের মধ্যে কিছু কিছু মূর্তি নাম ইতিহাসের পাতায় আমরা খুঁজে পাই। যেমন এ মূর্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম ছিল হুবাল। তবে কুরাইশদের কাছে হুবালের চেয়ে প্রিয় ছিল তিন দেবীর মূর্তি। লাত, মানাত, উযযা।

বর্তমান সময়েও পশ্চিমা মুশরিকদের অনেক মূর্তি আছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল সময়ের হুবাল অ্যামেরিকা। কিন্তু এই বড় মূর্তি ছাড়া আর কিছু মূর্তি আছে যেগুলো বর্তমানের মুশরিকদের ভালোবাসার লক্ষ্যবস্তু। যাদের মধ্যমণি হল ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারনৈতিকতা আর গণতন্ত্র। যদি অ্যামেরিকা যুগের হুবাল হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এগুলোই হল যুগের লাত, মানাত, উযযা।

বর্তমানের অনেক মুশরিক হয়তো অ্যামেরিকার বিরোধিতা করে - যেমন বামপন্থিরা - কিন্তু তারা এই তিন মূর্তিকে ছাড়ার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

তাই এ তিন মূর্তির বাস্তবতা তুলে ধরা প্রয়োজন। কারণ এসব মূর্তির মোহে আজ অনেক মুসলিম নামধারীও আটকা পড়ে গেছে। সেকুলারিজম ও এর বাস্তবতা নিয়ে উস্তাদ সালমান ফারুকের হাফিযাহুল্লাহ দুই পর্বের আলোচনার প্রথম পর্ব প্রকাশিত হচ্ছে আজ। শুনুন, জানুন, প্রচার করুন।

#আলো

<https://www.youtube.com/watch?v=toUXzymAcyg>

সরকারি সালাফিদের সাথে মডারেট ও মর্ডানিস্টদের একটি আশ্চর্য মিল আছে। সেটি হল, সুযোগ বুঝে পছন্দ মতো ফতোয়া গ্রহন করা। যেমন তারা শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহকে রহঃ কে অনুসরণের কথা বলবে, কিন্তু তাতারদের বিরুদ্ধে তার ফতোয়ার কথা এড়িয়ে যাবে। তারা শায়খ আন-নাজদি মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের রহঃ অনুসারী হবার দাবি করবে কিন্তু মুসলিম নামধারী সরকারগুলো যখন একের পর এক ঈমান ভঙ্গকারী কাজে লিপ্ত হয়, তখন তারা শায়খ আন-নাজদির শিক্ষা ভুলে যায়।

একই কথা অন্যান্য আলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন দেশীয় আহলে হাদিস এবং আরবের মাদখালিরা কথায় কথায় শায়খ আলবানির রহঃ কথা বলবে। কিন্তু শায়খ আলবানি রহঃ যদিও কিছু বিষয় ভুল মত দিয়েছেন বিশেষ করে ঈমান ও কুফরের সংজ্ঞায়নে মুরজিয়াদের অনুরূপ কথা বলেছেন, তথাপি তিনি কখনো সৌদি সরকার কিংবা অন্য কোন সরকারের নির্লজ্জ দালালি করেন নি। তিনি কখনো দরবারি ছিলেন না। তিনি যে অবস্থানগুলো নিয়েছেন কোন সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে, কাউকে খুশি করতে সেগুলো গ্রহন করেন নি। বরং তার ব্যাপারে আমরা এটিই দেখি যে তিনি আন্তরিক ভাবে এসব ব্যাপারে ভুল করেছেন। তবে একারণে তার ভুলের অনুসরণ জায়েজ হয় না। আল্লাহ তাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

শায়খ আলবানী রহঃ যেসব মত শাসকদের বিরুদ্ধে যায় সরকারী সালাফি এবং যুগের মুরজিয়ারা সেগুলো গোপন করে। চেপে রাখে। এর উৎকৃষ্ট এক উদাহরন আজ আপনাদের সামনে পেশ করছি।

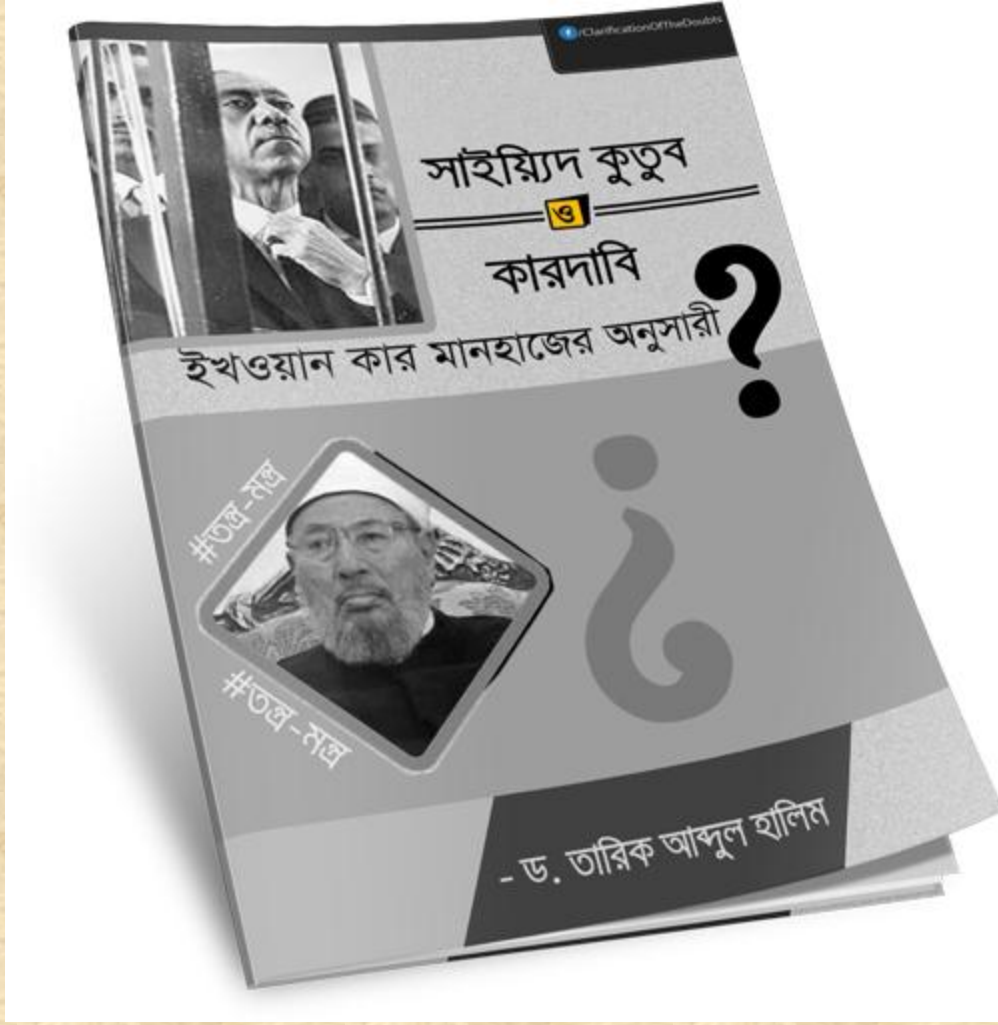
রাসূলুল্লাহর (সা:) স্পষ্ট হাদিস এবং সালাফে সালাহিনের বুঝের বিরুদ্ধে গিয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় শায়খ বিন বায রহঃ জাযিরাতুল আরবে ত্রুসেডার কুফফার সেনার সামরিক উপস্থিতিতে জায়েজ করে ফতোয়া দেন। বস্তুত এটা ছিল আল-সাউদের বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে আল-সাউদের নির্দেশ অনুসারে দেওয়া ফতোয়া। জামি-মাদখালি মুরজিয়া সালাফিরা নানা কথার মারপ্যাঁচ আর আকুলি যুক্তি দিয়ে এ ভ্রান্ত ও বাতিল ফতোয়াকে জায়েজ করার চেষ্টা করে। যখন এ ফতোয়াকে ভ্রান্ত ও শারঈ মানদণ্ডে বাতিল বলা হয় তখন তারা স্বভাববত গালাগালি শুরু করে। খারেজি, জাহান্নামের কুকুর, অমুক-তমুক বলা শুরু করে।

অথচ বাস্তবতা হল, খোদ শায়খ আলবানি রহঃ এ বাতিল ফতোয়ার বিরুদ্ধে বলেছে। যদিও মুরজিয়ারা সেই সত্যকে কে চেপে রাখার চেষ্টা করে।

শায়খ বিন বাযের অ্যামেরিকান ফতোয়ার ব্যাপারে দেখুন শায়খ আলবানীর বক্তব্য।

শায়খ আলবানীর চেপে রাখা ফতোয়া - মাদখালিরা যা কখনোই আপনাকে জানতে দেবে না -

<https://youtu.be/Pzplrdw1H-M>



সাইয়্যিদ কুতুব রহঃ ও ইউসুফ আল-কারদাবি। ইখওয়ানুল মুসলিমীন এবং জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারার সাথে এ দুটো নাম যুক্ত।

কিন্তু এ দুজনের চিন্তা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ? দু'জনের চিন্তা কি মৌলিকভাবে এক, নাকি গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান? ইখওয়ান এবং জামাত কি সাইয়্যিদ কুতুবের চিন্তার অনুসরণ করে? নাকি কারদাবির?

বস্তুত সাইয়্যিদ কুতুবের চিন্তাকে ইখওয়ান-জামাতের সাথে ব্যাপকভাবে যুক্ত করা হলেও বর্তমানে এ দুটি দল কোন ভাবেই সাইয়্যিদ কুতুবের চিন্তার অনুসরণ করে না। বরং তাদের ঘোষিত অবস্থান অনুযায়ী সাইয়্যিদ কুতুবের চিন্তা “তাকফিরি” এবং “চরমপন্থী”। অন্যদিকে সাইয়্যিদ কুতুবের চিন্তা অনুযায়ী বিচার করলে ইখওয়ান ও জামাত ব্যাপকভাবে জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত।

বাস্তবতা হল এই যে বর্তমান ইখওয়ান এবং জামাতের আক্ফিদা, চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি সাইয়্যিদ কুতুবের এবং মাওলানা মওদুদীর চিন্তার চাইতেও অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে হাসান আল-হুদাইবি, ইউসুফ কারদাবি, রশীদ ঘান্নুশিসহ পরবর্তীতের চিন্তা। এবং এধরনের ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সাইয়্যিদ কুতুব এবং তাঁর চিন্তার সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছে, এবং বরাবরের মতোই কারদাবি এক্ষেত্রে অগ্রগামী।

ড. তারিক আব্দুল হালিম তার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অন্তদৃষ্টির সাথে সাইয়্যিদ কুতুবের ব্যাপারে কারদাবির সমালোচনার ব্যবচ্ছেদ করেছেন এবং দেখিয়েছেন বস্তুত যেই অবস্থান কারদাবি চরমপন্থা বলছেন যুগ যুগ ধরে সেটাই আহলুস সুন্নাহর অবস্থান। আর কারদাবির নিজের অবস্থানই ব্যাপকভাবে

ইরজাগ্রস্থ। ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও জামাতে ইসলামের চিন্তা, আক্বিদা ও পদ্ধতিগত বিপর্যয়ের উৎস ও ধরন বোঝার জন্য এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা অবশ্য পাঠ্য।

ডাউনলোড লিঙ্ক ১ - <http://pc.cd/kF27>

ডাউনলোড লিঙ্ক ২ - <http://ow.ly/VMeT30gnqDd>

ডাউনলোড লিঙ্ক ৩ - <http://ow.ly/d8fC30gnqOU>

#তন্ত্র_মন্ত্র

বেশ কিছু দিন ধরেই আলে সৌদ পরিবার, বিশেষ করে ক্রাউন প্রিন্স (নাকি ক্লাউন প্রিন্স?) মুহাম্মাদ বিন সালমান টক অফ দা টাউন। কাতারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, বিভিন্ন আলেম ও দাঈদের গ্রেফতার, অত্যাধুনিক বীচ আর ৫০০ বিলিয়নের পর্যটন গন্তব্য নিওম স্থাপনের ঘোষণা, বিন তালাল সহ বিভিন্ন যুবরাজ ও বিজনেস ম্যাগনেটদের গ্রেফতার, তারপর দু'জন যুবরাজের মৃত্যুর খবর - বিন সালমান আর কিছু না পারুক, নিজেকে হেডলাইনে রাখতে সিদ্ধহস্ত, এটা বোঝা যাচ্ছে। আর প্রতি "ব্রেকিং নিউজের" সাথে আসছে নানামুখী বিশ্লেষণ। কেউ সালমানকে বানিয়ে দিচ্ছে যুগের উমর বিন আব্দুল আযিয রহঃ, কেউ তাকে বানিয়ে দিচ্ছে সম্ভাব্য "ইমাম" মাহদী। আবার অনেকেই সালমান আর তার ছেলের সাথে সৌদ পরিবারের অন্যদের শক্তির দ্বন্দ্ব খুঁজে পাচ্ছেন আল-মাহদির আগমনের পদধ্বনি। হেডলাইন দখলে বিন সালমান যতোটা পারদর্শী, বিশ্লেষণে আমরা ততোটুকুই পারদর্শী। কিংবা ততোধিক।

সে যা হোক, বিশ্লেষকরা যে যাই বলুন, সৌদ পরিবার এবং সৌদি শাসন পদ্ধতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে, এটা স্বীকার করতেই হয়। এর পেছনে কী উদ্দেশ্য? খেলোয়াড়রা কে কে? আর পরিকল্পনাই বা কী? মাত্র ৩১ বছরের বিন সালমান দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেয়ার একথা জানতে হলে আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। প্রশ্নটি হল - যে জায়গাটাকে আজ সৌদি আরব বলা হয়, এ জায়গা কেন গুরুত্বপূর্ণ? কাফিরদের কাছে এবং মুসলিমদের কাছে? কারণ আলে সৌদের গুরুত্ব, বিন সালমানের পদক্ষেপের অর্থ এ সবকিছুর সাথে এ প্রশ্নের উত্তর জড়িত। আর এ প্রশ্নের উত্তর হল - আল ইসলাম। এই ভূখন্ড মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-আরাবির (সাঃ) ভূমি। কুরআন নাযিলের ভূমি। দুই পবিত্র মসজিদের ভূমি। বিলাদুল হারামাইন। আর একারণেই এ ভূমি মুসলিমদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামের শত্রু কাফিরদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তেলের জন্য না। কারণ এ ভূখন্ডে তেল আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই এ নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্ত চলছিল।

তাই এ ভূখন্ড নিয়ে পশ্চিমা চক্রান্ত এবং এ চক্রান্ত বাস্তবায়নকারী এজেন্ট সৌদ পরিবারের কার্যক্রমকে বুঝতে হলে, এ প্রশ্নের উত্তরকে আস্থা করেই বুঝতে হবে। আর একারণেই বর্তমানে সৌদিদের মধ্যে যা হচ্ছে সেটা বোঝার জন্য এ ভূখন্ড এবং ইসলামকে নিয়ে পশ্চিমা চক্রান্তকে বুঝতে হবে। খোদ মুহাম্মাদ বিন সালমান তার সাম্প্রতিক এক বক্তব্যের মাধ্যমে খোলাখুলি ঘোষণা করেছে সে সৌদির জন্য কী রকমের ভবিষ্যৎ চায়। বিন সালমান ঘোষণা করেছে সে সৌদিকে "মধ্যপন্থী ইসলাম"-এ ফিরিয়ে নিতে চায়। যা সে উহ্য রেখেছে তা হল এ পরিকল্পনা তার নিজের মস্তিস্কপ্রসূত না। সুতরাং বিলাদুল হারামাইন এবং আল-সৌদ পরিবারের বর্তমান অবস্থান আর এ গদির খেলাকে বুঝতে হলে আমাদের এখানেই শুরু করতে হবে। বিন সালমানের "মধ্যপন্থী ইসলামের" প্রকৃত রূপকে চিনতে হবে।

এ নিয়ে দেখুন আমাদের সিরিজ "গদির খেলা"। আজ প্রকাশিত হচ্ছে প্রথম পর্ব।

ইউটিউবে দেখুন: https://youtu.be/pJTUvbwF5_s

#গদির_খেলা

#সরকারি_সালাফি

“আরে ভাই সারাদিন জিহাদ জিহাদ করেন, সুরা ফাতিহা ঠিক মতো পড়তে পারেন?”

“জিহাদের কথা বলেন, ওয়ু ভঙ্গের সবগুলো কারণ বলেন দেখি?”

“খালি জিহাদ-জিহাদ, অথচ আপনার পরিবারের লোকজনকে এখনো সহীহ দাওয়াত দিলেন না। কীসের জিহাদ মিয়া?”

“সমাজে এতো বিদাত, এতো কুফর-শিরিক! এগুলার ব্যাপার মাথাব্যথা নাই? কই, এগুলার বিরুদ্ধে আপনার জিহাদ কই? খালি আছে এক মন্ত্র নিয়!”

অতি প্রচলিত কিছু কথা। এরকম আরো আছে। কিন্তু আশা করি লম্বা লিস্টের প্রয়োজন নেই, মূল পয়েন্ট আপনারা ধরতে পেরেছেন। একটি বহুল প্রচলিত সংশয় বা ভুল ধারণা থেকে এ কথাগুলো উদ্ভূত। এ ভুল ধারণাটি হলু জিহাদের আগে তারবিয়্যাহ-তায়কিয়্যাহ-তাসফিয়্যাহ প্রয়োজন। আগে নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে। ইলম অর্জন করতে হবে, তারপর জিহাদ। তার আগে না।

বিশেষ করে নব্য সালাফিদের মধ্যে এ সংশয়টি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। মরহুম শায়খ আলবানি রহঃ মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে সালাফিদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণাটি প্রসার লাভ করে। তবে অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তিত ভাবে এ সংশয় বিদ্যমান।

আগে সমাজে সুনীতি পোশাক চালু করতে হবে। আগে ফজরের জামাতে, জুমার জামাতের সমান মুসল্লি হতে হবে। তারপর জিহাদ, তারপর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে। তাবলীগ জামাতের এ সংশয় আর নব্য সালাফিদের উপরে লিঙ্ক থিত সংশয়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

আগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতি করতে হবে। পশ্চিমাদের সমান হতে হবে। তারপর জিহাদ, তারপর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে। মডারেট ও মর্ডানিস্ট মুসলিমদের এ ভ্রান্তির সাথেও নব্য সালাফিদের সংশয়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

আগে ইসলামী সমাজ বিনির্মান, আগে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন। তারপর জিহাদ, তারপর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে। ইখওয়ান ও জামাতে ইসলামির এ ভ্রান্তির সাথেও নব্য সালাফিদের সংশয়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

এ সবগুলো ভ্রান্তির মূল সমস্যা হল এ দলগুলো এমন কিছু কাজকে ফরয জিহাদের পূর্বশর্ত বানাতে চাচ্ছে, যে শর্ত কিতাবুল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সুন্নাতে নেই। ফরযকে তারা নব আবিষ্কৃত শর্তের মাধ্যমে মুস্তাহাব, মুবাহ এমনকি না-জায়েজ ও বানিয়ে দিয়েছে। দুঃখজনক ভাবে আজ অনেকেই এ ধরনের সংশয়ে আক্রান্ত। তাই এ সংক্রান্ত সংশয় নিরসনের জন্য আমরা উপস্থাপন করছি মাওলানা সাইদ ইউসুফের (দাঃ বাঃ) চমৎকার একটি আলোচনা- জিহাদের আগে আত্মশুদ্ধি/ইলম অর্জন করা জরুরী?

(শায়খ আলবানী রহঃ ও নব্য সালাফিদের সৃষ্ট সংশয়ের নিরসন)

ইউটিউব লিংকঃ <https://youtu.be/fcvcSGIjTqI>

#সংশয়_নিরসন

#সরকারি_সালাফি

৯/১১ এর হামলার পর আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয় আফগানিস্তানে হামলা চালানোর। তাদের এ হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল ইসলামী শারিয়াহ দিয়ে শাসন করা ইমারাতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তান এবং আমেরিকার এক নম্বর কক্স জঙ্গি গোষ্ঠী আল-কায়েদা। যখন আফগানিস্তানে আমেরিকান সেনা মোতায়েনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, আমেরিকান মুসলিমরা একটি বিপাকে পড়ে। কাফের রাষ্ট্র আমেরিকার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আফগানিস্তানের তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি জায়েজ হতে পারে? বিশেষ করে যখন ইমারাতে ইসলামিয়াহ ইসলামী শারিয়াহ অনুযায়ী শাসন করছিল? এসময় একটি ফতোয়া আসে যেখানে বলা হয় - অ্যামেরিকান মুসলিমদের মধ্যে যারা অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে তাদের জন্য আফগানিস্তানে চালানো অ্যামেরিকান সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করা বৈধ। এই তথাকথিত ফতোয়ায় স্বাক্ষরকারী “আলিমদের” মধ্যে জামাতে ইসলামি, ইখওয়ানুল মুসলিমীন এবং বর্তমান সময়ের “মডারেট”-মর্ডানিস্ট মুসলিমদের ইমাম, তাদের ভাষ্য অনুযায়ী “মুজতাহিদ, আল্লামা” ইউসুফ আল-কারদাবির স্বাক্ষরটি ছিল সবার প্রথমে। অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীর হয়ে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ কেন জায়েজ হবে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল-কারদাবি বলে- “পরিশেষে বলা যায়, অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর কারণে অ্যামেরিকা যে দেশের বিরুদ্ধেই সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিক না কেন, অ্যামেরিকান সামরিক বাহিনীতে চাকরিরত মুসলিমদের জন্য আসন্ন সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা জায়েজ, ইন শা আল্লাহ - যদি তারা তাদের অন্তরে সঠিক নিয়ত রাখে, যার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (আর অ্যামেরিকান মুসলিমদের জন্য এরূপ করা বৈধ হবে) যাতে অ্যামেরিকার প্রতি তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে কোন সন্দেহ না থাকে অথবা তাদের (অ্যামেরিকান মুসলিমদের) যেন ক্ষতি না হয়, বর্তমান অবস্থায় যার আশঙ্কা আছে। এই অবস্থান ইসলামি ফিকহের এ মূলনীতি আলোকেই যে, প্রয়োজনের কারণে হুকুমের ব্যতিক্রম হয়, এবং এই মূলনীতির আলোকেও যে বড় ক্ষতি এড়াতে ছোট ক্ষতি মেনে নেয়া যাবে।” [১০ রজব, ১৪২২ হিজরি, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ প্রকাশিত ফতোয়া। সুন্নাহ এন্ড সীরাহ কাউন্সিল, কাতার -এর গ্যাভ ইসলামিক স্কলার এন্ড চেয়ারম্যান ইউসুফ আল-কারদাবি কর্তৃক স্বাক্ষরিত]

লিংক আরবি- <https://web.archive.org/web/2005020...>

লিংক ইংলিশ - <https://web.archive.org/web/2005020...>

আরবি ফতোয়ার স্ক্রিনশট দেয়া হল।

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا جواب عن الاستفتاء المقدم من السيد / جلال محمد عبد الرشيد ، أقيم المرشدين الدينون المسلمين في الجيش الأمريكي ، حول مدى جواز مشاركة العسكريين المسلمين في الجيش الأمريكي في المهمات القتالية وسائر ما تتطلبه في أفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين . ويقول في استفتائه إن أهداف هذه العمليات هي :

1. الانتقام من الذين " يظن أنهم شاركوا " في تدبير وتمويل العمليات الانتحارية التي نفذت في الحادي عشر من سبتمبر ضد أهداف مدنية وعسكرية في كل من نيويورك وواشنطن (ويشرح ما اشتملت عليه هذه العمليات) .
2. القضاء على العناصر التي لجأت إلى الأراضي الأفغانية وغيرها ، وإخافة سائر الحكومات التي تتعامل في إيواء أمثال هؤلاء ، وتمكنهم ، أو تعطيتهم فرص التمكّن ، من التدريب على فنون القتال ، والانطلاق نحو أهدافها في العالم .
3. إعادة الهيبة والاحترام للولايات المتحدة باعتبارها قطباً عالمياً منفرداً .

ويختتم استفتاءه بقوله إن العسكريين المسلمين في الجيش الأمريكي بقروعه الثلاثة لا يقلون عن خمسة عشر ألفاً ، ولهم قد لا يتاح لهم ، إذا لم يقلوا المشاركة في العمليات القتالية المذكورة ، إلا الاستقالة وفيها ما فيها في الظروف الراهنة ، ويسأل أخيراً : هل يجوز لمن يستطيع منهم أن يطلب تحويله إلى الخدمات الأخرى غير القتال المباشر ؟

والجواب

بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ؟ نقول :

إن هذا السؤال يعرض قضية شديدة التعقيد وموقفاً بالغ الحساسية يواجهها إخواننا العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي ، وفي غيره من الجيوش التي قد يوضعون فيها في ظروف مشابهة .

والواجب على المسلمين كافة أن يكونوا رءاء واحدة ضد الذين يروجون الأمنين ويستحلون نساء غير المقاتلين بغير سبب شرعي . لأن الإسلام حرّم النماء والأموال حرمة قطعية إلى يوم القيامة . قال تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً ، بغير نفس أو فساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمفسدون » . (المائدة : ٣٢) فمن خالف النصوص الإسلامية الدالة على ذلك فهو عامر مستحق للعقوبة المناسبة لنوع معصيته وقدر ما يرتكب عليها من فساد أو إفساد .

ويجب على إخواننا: عسكريين المسلمين في الجيش الأمريكي أن يجعلوا موقفهم هذا - وأسماءه الديني - معروفتين لجميع زملائهم ورؤسائهم وأن يجهروا به ولا يكتموه لأن في ذلك إيلافاً لجزء مهم من حقيقة التعاليم الإسلامية طالما شوهت وسائل الإعلام صورته أو أظهرته على غير حقيقته .

ولو أن هذه الأحداث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية عوملت بمقتضى نصوص الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي لكان الذي ينطبق عليها هو حكم جريمة الحرابة ، الوارد في سورة المائدة ، في قول الله تبارك وتعالى :

« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ، أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقتلوا طرهم فاعلموا أن الله غفور رحيم . » (الأيتان ٣٣ أو ٣٤)

ونذلك فإننا نرى ضرورة البحث عن الفاعلين الحقيقيين لهذه الجرائم ، والمشاركين فيها بالتريض والتمويل والمساعدة ، وتقديمهم لمحاكمة منصفة تسفل بسهم العقاب المذنب السراذع لهم ولأمثالهم من المستهينين بحياة الأبرياء وأموالهم والمروعين لأنهم .

وهذا كله من واجب المسلمين للمشاركة فيه بكل سبيل ممكنة ، تحقيقاً لقول الله تعالى :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . » (سورة المائدة : ٢) .

ولكن الحرج الذي يصيب العسكريين المسلمين في مقابلة المسلمين الآخرين مصدره أن القتال يصعب - أو يستحيل - للتمييز فيه بين الجناة الحقيقيين المستهدفين به وبين الأبرياء الذين لا ذنب لهم فيما حدث . وأن الحديث النبوي الصحيح يقول : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فقتل في النار ، فإل هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : قد أراد قتل صاحبه » . (رواه البخاري ومسلم) .

والواقع أن الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي يملك فيها المسلم أمر نفسه فيستطيع أن ينهض للقتال ويستطيع أن يتمتع عنه ، وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطناً و جندياً في جيش نظامي لدولة ، لا يملك إلا أن يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه وإلا كان ولاؤه لدولته محل شك ، مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة . ذلك أنه لا يستطيع أن يتمتع بحقوق المواطنة دون أن يؤدي الالتزامات المترتبة عليها .

ويتبين من ذلك أن الحرج الذي يسببه نص هذا الحديث الصحيح ، وأمثاله ، إما أنه مرفوع ، وإما أنه مغفر في جند الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأمريكي ، بل وفي الولايات المتحدة بوجه عام ، إذا أصبحوا مشكوكاً في ولائهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته ، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة ، وعندهم أن يؤدوا واجباتها .

وأما الحرج الذي يسببه كون القتال لا يتميز فيه فإن المسلم يجب عليه أن ينوي بمساهمته في هذا القتال أن يحق الحق ويبطل الباطل ، وأن عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول إلى مرتكبيه لتكديهم للعدالة . وليس له شأن بما سوى ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه حرجاً شخصياً ، لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها ، « وإنما الأعمال بالنيات » . والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، والمقرر عند الفقهاء أن ما لا يستطيعه المسلم فهو ساقط عنه لا يكلف به لقول الله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » (التغابن : ١٦) ولقول الرسول ﷺ « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » . وإنما المسلم هنا جزء من كل لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر ، له ولجماعة المسلمين في بلده ، أكبر كثيراً من الضرر الذي يترتب على مشاركته في القتال .

والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه « إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما » فإذا كان يترتب على امتناع المسلم عن القتال في صفوف جيشه ضرر على جميع المسلمين في بلاده - وهم ملايين عديدة - وكان قتاله سوف يسبب له ، هو ، حرجاً أو أذى روحياً ونفسياً قلين « الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام » كما تقرر القاعدة الفقهية الأخرى .

وإذا كان العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي يستطيعون طلب الخدمة - مؤقتاً في إنشاء هذه المعارك الوشيكة - في الصفوف الخلفية للعمل في خدمات الإعاشة وما شابهها - كما ورد في السؤال - دون أن يسبب لهم ذلك ، ولا لغيرهم من المسلمين الأمريكيين ، حرجاً ولا ضرراً فإنه ينبغي لهم هذا الطلب ، أما إذا كان هذا الطلب يسبب ضرراً أو حرجاً يتمثل في الشك في ولائهم ، أو تعريضهم لسوء ظن ، أو لاثام باطل ، أو لإيذائهم في مستقبلهم الوظيفي ، أو للتشكيك في وطنيتهم ، وأشباه ذلك ، فإنه لا يجوز عندنا هذا الطلب .

والخلاصة أنه لا بأس - إن شاء الله - على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة ضد من تقرر دولتهم أنهم يمارسون الإرهاب ضدها ، أو يؤون الممارسين له ، ويتبعون لهم فرس التدريب والانطلاق من بلادهم ، مع استصحاب النية الصحيحة على النحر الذي أوضحناه ، دفعاً لأي شبهة قد تلحق بهم في ولائهم لأوطانهم ، ومنعاً للضرر الغالب على الظن وقوعه ، وإصلاً للقواعد الشرعية التي تبيح بالضرورات ارتكاب المحظورات وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد .

والله تعالى أعلم وأحكم .

د. محمد صالح المنجد

د. طارق بن عبد الله

د. محمد صالح المنجد

د. محمد صالح المنجد

نائب مدير
المركز الإسلامي

١٠ من رجب الفرد ١٤٢٢ هـ

٢٧/٩/٢٠٠١ م

অনেকে আলিমের চোখেই আল-কারদাবির এই “ফতোয়া” ছিল সীমালঙ্ঘনের এমন এক চূড়ান্ত পর্যায় যেটার পর তার উপর তাকফিরকে (কাফির ঘোষণা করা) আর প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। কারণ এ “ফতোয়ার” মাধ্যমে আল-কারদাবি একটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে একটি কাফির দেশকে (অ্যামেরিকা) মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে, সে দেশের সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে যাওয়াকে হালাল ঘোষণা করেছে।

যেমন, শাইখ আবু কাতাদা “উমার ইবন মাহমুদ আবু উমার হাফিয়াহুল্লাহ স্পষ্টতই আল-কারদাবিকে উদ্দেশ্য করে একটি রেকর্ডকৃত অডিও সাক্ষাৎকারে বলেন “মূলনীতি হল, কাফিরদের সাহায্য করা যাবে না। এরপর যদি কিছু আহলুল ইলম এক কাফিরের বিরুদ্ধে অপর কাফিরকে সাহায্য করাকে এজন্য বৈধ বলেন যে এর ফলে মুসলিমদের উপকৃত হবার সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে সেটাও ফিকুহি ভাবে গ্রহণযোগ্য, কারণ এক্ষেত্রে মূলনীতির লঙ্ঘন হচ্ছে না।

কিন্তু যদি বলা হয়, যেমন বর্তমানের কিছু গোমরাহ ব্যক্তির বলছে যে - মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করাও জায়েজ, তবে সেটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য না। বরং যে এরকম বলে, যেমন তালিবানের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকাকে সহযোগিতা করাকে বৈধতা দেয়, সে তার এ ফতোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কুফর করেছে!”

শাইখ আবু বাসির মুস্তাফা হালিমাহ আত-তারতুসী বলেন- “এ ব্যাপারটি এবং এর সাথে সাথে আরো কিছু ব্যাপারের কারণে, আমরা বলি যে আল্লাহ যেসব জিনিস হালাল এবং হারাম করেছেন, সে (আল-কারদাবি) সেগুলো পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপন করেছে, এবং সুস্পষ্ট কুফরে আপতিত হয়েছে। আর সে যদি প্রকাশ্যে তাওবাহ না করে, তার এসব কুফরি অবস্থান থেকে ফিরে না আসে এবং সকলকে ফিরে আসার আহবান না করে, তাহলে তার উপর তাকফিরের ক্ষেত্রে আমরা আর কোন প্রতিবন্ধকতা খুঁজে পাই না। এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। (“আল-মাওক্বিফ আশ-শার’ঈ মিন আল-কারদাবি”, পৃষ্ঠা: ৪)

শাইখ সালাহ আস-সাওয়ী আল-কারদাবির এই ফতোয়া রদ (অপনোদন) করেন। সেখানে তিনি বলেন - “(এ ফতোয়া) দেওয়া হল) এমন এক যে দেশে অবস্থিত মুসলিমদের জন্য যেখানকার সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, এবং নিজ বিশ্বাস ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হলে কোন সেনাকে যুদ্ধ থেকে বিরত থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতা দেয়?! কোন চাকরি - হোক সেটা সামরিক কিংবা বেসামরিক - কি ইসলামের মাপকাঠিতে মুসলিমদের রক্তের চাইতে অধিক ওজনদার হতে পারে? অ্যামেরিকার নাগরিকত্ব কি মুসলিমদের রক্তের চেয়েও বেশি দামি? মুসলিম রক্তের চাইতেও বেশি পবিত্র? আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন! আরও বিস্ময়কর হল, এই ফতোয়াতে যুক্তি দেখানো হয়েছে “এ ধরনের সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে যদি ব্যক্তি যে দেশের নাগরিক সে দেশের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার নিয়তে তা করে”!! এটা তো ওয়ালা এবং বারআ-র (মৈত্রী এবং শত্রুতা) এক নতুন ধরনের মূলনীতি। আমরা এধরনের মুফতি আর এধরনের ফতোয়া ছাড়া আর কোথাও এরকম কথা আর শুনি নি।

(পৃষ্ঠা: ১৮)

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহায়তা করা নিঃসন্দেহে কুফর আকবর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন-

তাদের মধ্যে অনেককে তুমি দেখতে পাবে, যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা যা নিজদের জন্য পেশ করেছে, তা কত মন্দ যে, আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা আযাবেই স্থায়ী হবে। [আল-মায়িদা, ৮০]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, “আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে”। হয়তো আল্লাহ বিজয় দান করবেন কিংবা নিজের পক্ষ হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছিল তার কারণে লজ্জিত হবে। [আল-মায়ইদা, ৫১-৫২]

এখানে “সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে” - এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা সামনে দেখবো মুফাসসিরিন এ কথার কী অর্থ গ্রহণ করেছেন।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফিরদের সাথে মৈত্রীর ব্যাপারে আলিমদের বক্তব্য: ইমাম আত-তাবারি রাহিমাহুল্লাহ সূরা মায়ইদার ৫১ ও ৫২ নাম্বার আয়াতের তাফসিরে বলেন - “আমরা মনে করি আল্লাহ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন যে আমরা আল্লাহ ও শেষ রাসূলের ﷺ উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী মুমিনদের বিরুদ্ধে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করবো। যে ব্যক্তি মুমিনদের ত্যাগ করে কুফফারকে স্বীয় মিত্র হিসেবে গ্রহণ করবে, আলংগাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন এমন ব্যক্তি ইহুদি ও নাসারাদের একজন বলে গণ্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ স্পষ্টতই এমন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন”। [তাফসির আত-তাবারি ৬/২৭৬, ২৭৭]

বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তির পক্ষে সে ফতোয়া দেয়, আমেরিকার বাহিনীতে অংশ নিয়ে ইসলামী হুকুমাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা দিতে সে ফতোয়া দেয়, কিন্তু মূর্তির বিপক্ষে, আমেরিকানদের আফগানিস্তান আক্রমণের বিরুদ্ধে ইমারতে ইসলামিয়াহর পক্ষে তার কলম নড়ে না। ইউসুফ আল-কারদাবি ইমারাতে ইসলামিয়াহর মুসলিমদের ত্যাগ করে আমেরিকান বাহিনীর পক্ষে ফতোয়া দেয় নি?

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে বলেছেন -

“যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাহায্য করে, সেটা যেভাবেই হোক না কেন, সে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের একজন হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের আচরণ আর এই ব্যক্তির প্রতি আচরণে কোন পার্থক্য থাকবে না। সে মুসলিমদের কোন সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারবে না। আর তার কোন সম্পত্তি কোন মুসলিম উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ এই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেছে। এবং মনে রেখ! এই হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।” [তাফসির আল-কুরতুবি]

তিনি আরও বলেছেন -

“কালিমার সাক্ষ্য দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের এমন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে হবে। আর আখিরাতে এই মুসলিম নামধারী ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতোই জাহান্নামে যাবে, যদিও সে মুখে কালিমার সাক্ষ্য দেয়। কারণ সে (তার এই কাজের মাধ্যমে) মুসলিম সমাজের পরিবর্তে কুফফার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।” [তাফসির আল-কুরতুবি]

ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরে বলেন -

“মুসলিমদের মধ্যে থেকে যে কেউ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরদের কাছে যায় এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়, সেই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। ইরতিদাদের (রিদ্দার) সকল হুকুম তার উপর প্রযোজ্য, যেমন-

১) যখনই সম্ভব হবে তখনই তাকে হত্যা করতে হবে যাতে করে মুসলিমরা তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে।

২) তার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ও ব্যবহার করা হালাল হবে।

৩) যদি সে কোন মুসলিম নারীর সাথে বিবাহিত হয়ে থাকে তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। [আল মুহাল্লা ইবন হাযম, ১১/২০]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ তাতারিদের বিরুদ্ধে দেওয়া তার ফতোয়াতে উল্লেখ করেছেন [মাজমু আল ফাতাওয়া ২৫/৫৩০, ৫৩১]-

“সালাফ আস সালাহিন, ইমামগণ এবং মুহাদ্দিসিন সেইসব লোকেদের মুরতাদ বলে ঘোষণা দিয়েছেন যারা যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকে, যদিও এই লোকেরা সিয়াম পালন করতো, সালাত আদায় করতো, এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো না। যদি এমন ব্যক্তিদের মুরতাদ হবার ঘোষণা দেওয়া হয়, তাহলে ওইসব লোকেদের ব্যাপারে কী অবস্থা হবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ শত্রুদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে, সর্বাত্মক ভাবে তাদের সাহায্য করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সাথে যোগ দেয়? এই ধরনের লোকের ব্যাপারে ফতোয়া কী হতে পারে বলে তুমি মনে করো?”

লক্ষ করুন, ইমামগণের যারা কেবল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরদের মিত্র হিসাবে গ্রহণ করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফিরদের সহায়তা করে - তাদের ব্যাপারে এখানে বলেছেন। যারা এতোটুকু করবে ইমামগণ তাদের ব্যাপারে কুফর ও রিদার কথা বলছেন। তাহলে চিন্তা করুন সক্রিয়ভাবে কাফির বাহিনীতে যোগ দিয়ে, তাদের সেনা হয়ে যে যুদ্ধ করে তার ব্যাপারে কী হুকুম হতে পারে? তাহলে চিন্তা করুন প্রায় এক শতাব্দী পর প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে যুগের হুবালা আমেরিকার যুদ্ধে - যা খোদ আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্টের ঘোষণা অনুযায়ী ছিল “নতুন ড্রুসেড”^১ অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের ব্যাপারে হুকুম কী হবে? আর ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম কী হবে যে কলমের খোঁচায় এই কুফরকে জায়েজ করে?

#তত্ত্ব_মন্ত্র

অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ ও দাঈ দাবি করে থাকেন যে ইসলামি শূরা ও গণতন্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। তারা দাবি করেন কার্যত গণতন্ত্র ও শূরা একই। বর্তমানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটু ভিন্নভাবে শূরা বাস্তবায়িত হচ্ছে, এই যা।

কিন্তু আদতে গণতন্ত্র হল শূরার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। নিচে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা হল-

শূরা, যেটার মাধ্যমে খালিফাহ নির্ধারন করা হয়, বা এমনকি কোন ইমারাহ বা জামা'আহর আমীর নির্ধারন করার ক্ষেত্রেও - শূরা হল নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর মানুষের বৈঠক। যাদেরকে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকুদ বলা হয়। যারা “ইলম ও আখলাকের প্রসিদ্ধ। যারা মানুষের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। সম্মান, দায়িত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন। আহলুল হাল্ল ওয়াল আকুদের গুণাবলী প্রসিদ্ধ ও লিপিবদ্ধ। তারা হবেন শরিয়তের জ্ঞান সম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ মুত্তাকি, তারা হলেন মানুষদের মধ্যে উৎকৃষ্ট। তাদের পছন্দ হবে বিচক্ষনতার ভিত্তিতে, আর বিচক্ষনতা সাব্যস্ত হবে তাদের ইলম ও শরীয়াহর আলোকে। নির্বাচন কমিশনের অনুমোদ, ভোটের আইডি কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, পুলিশ ভেরিফিকেশন এসবের ভিত্তিতে না।

দৃষ্টিকোন, পদ্ধতি ও দর্শনের দিক থেকে এ দু'য়ের মধ্যে মৌলিক ও সত্ত্বাগত পার্থক্য আছে -

গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট কোন রেফারেন্স নেই। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছের উপর এর মূল্যবোধ নির্ভরশীল। আর শূরা প্রতিষ্ঠিত হয় কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামের সুসাব্যস্ত সাব্যস্ত বিষয়ের উপর। শরয়ী দলীল দ্বারা সাব্যস্ত এবং বিশুদ্ধ ইজতেহাদের উপর ভিত্তি করে, সুস্পষ্ট নস বা উদ্ভূতির বিপরীত হওয়া ব্যতীত।

গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো, জনগনের নির্ধারনই চূড়ান্ত নির্ধারন, চাই তা অন্যান্য মতবাদের সাথে বিরোধই হোক না কেন। আর শূরা হাকিমিয়াহ বা রাজত্ব কেবল আল্লাহর জন্যই দাবী করে। “তিনি যা ইচ্ছা ফায়সালা করেন” “তার সৃষ্টি তারই বিধান মতে চলবে”।

গণতন্ত্র সকল মানুষের মাঝে সমান অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে কোন প্রকার পার্থক্য করার নীতিমালা নেই। আর শূরা পরিশুদ্ধি ও বিচক্ষনতার বিবেচনায় দেশের পণ্ডিত ও ধর্মীয় নেতাদের এবং অগ্রদূতদের অগ্রাধিকার দেয়ার মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং, গণতন্ত্রের সাথে শূরার সমতার দাবী একটি গুরুতর ভুল ও ফিকহী নীতিমালার বিপরীত।

শায়খ ডঃ তারিক আব্দুল হালিম হাফিয়াহুল্লাহ

ইসলামি শূরা আর গণতন্ত্রের পার্থক্য নিয়ে শুনুন সৌদ পরিবারের বিরাগভাজন প্রখ্যাত আরব আলিম শায়খ আব্দুল আযিয আত-তারিফীর হাফিয়াহুল্লাহ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।

গণতন্ত্র আর ইসলামী শূরা কি এক?

ইউটিউব লিংকঃ <https://youtu.be/3y7oGgjCh4M>

#তন্ত্র_মন্ত্র

মুসলিমদের মধ্যে পরাজিত মানসিকতার প্রসারের অনেক নেতিবাচক ফলাফল আছে। তার মধ্যে একটি হল পশ্চিমা কাঠামোকে সামনে রেখে চিন্তা করা। অবচেতন ভাবেই অনেকে এই ফাঁদে পড়ে যায়। যেমন প্রগতি, আধুনিকতা, উন্নয়ন, অগ্রগতি, পরিবর্তন, স্বাধীনতা, অধিকার- পশ্চিমা চিন্তায় এ কথাগুলো সবসময় ইতিবাচক। এটার কারণ বুঝতে হলে পশ্চিমের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। আজকের উন্নতির আগে পশ্চিমকে একটি অন্ধকার যুগ পেড়িয়ে আসতে হয়েছে। পশ্চিমারা মনে করে সেই অন্ধকার যুগের সব চিহ্নকে মুছে ফেলা, স্মৃতি পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া, সব আদর্শ ও ধ্যানধারণাকে মাটি চাঁপা দেয়ার মাধ্যমেই তাদের আজকের সাফল্য এসেছে। অতীতকে মোছার মাধ্যমে তারা বর্তমানকে সুন্দর করতে পেরেছে। ভবিষ্যত তৈরি করেছে।

কিন্তু একই কথা মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। কারণ আমরা জানি এ উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম সময় কোনটা। রাসূলুল্লাহর ﷺ দুনিয়াতে থাকার সময়টা, তারপর খোলাফায়ে রাশেদিনের রাঃ সময়। তারপর তাবেরীন ও তাবের-তাবেইনের সময়। আর তারপর শুরু হয় আমাদের ধীর কিন্তু ক্রমান্বয়ে চলা অধঃপতন। চলতে থাকা এ অধঃপতনের মাঝেই এমন মানুষেরা এসেছেন যারা দীন ও উম্মাহকে আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরুজ্জীবিত করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল যারাই তাজদীদি কাজ করেছেন, উম্মাহ পুনরুজ্জীবিত করেছেন, তারা সেটা করেছেন প্রথম তিন প্রজন্মের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। ইসলামের অবিকৃত শিক্ষাকে প্রচার করার মাধ্যমে, এবং পূর্ববর্তীদের দেখানো পথে হেঁটে।

তাদের কেউই অন্যান্য জাতিদের অনুসরণ, অনুকরণ বা নব-উদ্ভাবিত পথে হেঁটে উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেনি। ইতিহাস স্পষ্টভাবে, কোন সন্দেহ ছাড়াই এ সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু আধুনিক সময়ে পরাজিত মানসিকতার কারণে এমন অনেক ব্যক্তি ও দল আছে, যারা চিন্তা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে বা না জেনে- পশ্চিমা কাঠামোর ভেতরে আবদ্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমা মাপকাঠি তাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা উম্মাহর পুনঃজাগরণ, পুনরুজ্জীবনের কথা বলে কিন্তু খাইরুল কুর'ান বা কল্যাণময় পথে ছেড়ে দিয়ে। কাফিরদের দেখানো পথে, কাফিরদের বানানো ব্যবস্থায়, কাফিরদের দর্শনের ভাষায় তারা “বিজয়ের” স্বপ্ন দেখে।

তাই দেখা যায় প্রগতি, আধুনিকতা, উন্নয়ন, অগ্রগতি, পরিবর্তন, স্বাধীনতা, অধিকার- এ জাতীয় ধারণাগুলোকে পশ্চিমাদের মতোই তারা ঢালাওভাবে ইতিবাচক হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু সঠিক অবস্থান হল, আমাদের ইসলামের বুঝ ও ইসলাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, অগ্রগতি, প্রগতি, ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল করা যেভাবে উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মগুলো আমল করেছিল। আর এ সঠিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে পশ্চিমা কাঠামো অনুযায়ী চিন্তা করতে গিয়ে এসব দল ও ব্যক্তি এমন সব কথা প্রচার করা শুরু করে যা সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এসব কথা ও ধ্যানধারণা দ্বারা ক্ষতি হয় উম্মাহর আর লাভ হয় উম্মাহর শত্রুদের। অনেক সময়ই এধরনের বিপদজনক গোমরাহি ও বিচ্যুতিকে এসব দল ও ব্যক্তির সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী ইজতিহাদ, ফিকহি মত ইত্যাদি বলে হালকা করার চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা যায় তাদের “ইজতিহাদ”, “ফিকহি ভিন্নমত” প্রতিবার পশ্চিমের বেঁধে দেয়া ছকে পড়ে। কারণ এসব দল ও ব্যক্তিদের চিন্তা পরাজিত মানসিকতার বাক্সে আটকা পড়ে গেছে।

এধরনের ব্যক্তি ও দলগুলো, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের স্বদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে উম্মাহর ক্ষতি কারণ হয়, কারণ তারা উম্মাহর বিশাল একটা অংশকে বিজয়ের ভুল পথে বিজয়ের স্বপ্ন দেখায়। এবং জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও বিপরীত পথ ধরে গন্তব্যে যাবার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা উত্তম। এ ভুল পদ্ধতির অনুসরণের কারণে কতোটা তীব্র বিচ্যুতি ও গোমরাহিতে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে তার “উৎকৃষ্ট” (অথবা নিকৃষ্ট)

উদাহরণ হল ইউসুফ কারদাবি। কারদাবি, তার অনুসারী এবং তার মতো অনেকে ইজতিহাদ ও ফিকহি ভিন্নমতের দোহাই দিয়ে বস্তুত অনেক ক্ষেত্রেই হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে, শরীয়াহর বিধান অস্বীকার করে। দ্বীনের ছোট-বড় কোন বিধান, কোন অংশ তাদের “সংস্কার” থেকে রেহাই পায় না। ইচ্ছেমতো পরাজিত এ লোক এবং দলগুলো নিজেরা বিভ্রান্তির গহীনে তলাতে থাকে আর সাথে টানতে থাকে উম্মাহকে।

ইজতিহাদের নামে কোন পর্যায়ে গোমরাহিকে জায়েজ করা হচ্ছে তা জানতে দেখুন শরীয়াহর স্পষ্ট বিধান অস্বীকারকারী “আল্লামা” কারদাবির রজম সম্পর্কে বক্তব্য এবং আমাদের বিশ্লেষণ- কারদাবির রজম ব্যাখ্যা।

ইউটিউব লিংক - https://youtu.be/stuzM9YCoS4_

#তত্ত্ব_মন্ত